বিঘ্ননদীর পারে

ধর্ম্মমূলক নাটক

(ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনা সম্বলিত)

শ্রীকেশব লাল সাধু।

১৩১৩

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

Published by
Gobinda Lal Maitra,
12, Peary Mohon Pal Lane,
off Baranashi Ghose Street,
Calcutta.

Forms 1-6, printed at Ideal Press,
12/2 Hemendra Sen Street,
and the rest at Katayani Machine Press,
Printer—R. L. SIRCAR.
39/1 Sibnarayan Dass Lane, Calcutta.

নিবেদন।

অন্তঃপাতী ভাণ্ডীর বন নামক গ্রাম যে প্রসিদ্ধ তীর্থ
অবশ্য বহু তীর্থযাত্রী জ্ঞাত আছেন। কিন্তু,
ইতিহাস বোধ হয় অনেক লোকের জানা নাই।
যে পুরাকালে ঐ গ্রামের এক স্থানে খ্যাতনামা
আশ্রম ছিল। অধুনা, ঐ গ্রাম হীনাবস্থায় পরিণত
[illegible] উহার সুবিস্তৃত যশ ও সৌভাগ্য-সম্পদ ছিল। তখন
[illegible]ব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও বিশেষত্বের গুণে উহা যোগী
[illegible]ময় আবাসভূমী ছিল। তাঁহারা উহাকে দ্বিতীয়
প্রদান করিয়াছিলেন। ভাণ্ডীর বনের সেই স্থানে
[illegible] সুঠাম, ভক্তজন-চিত্তবিমোহন শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহ
[illegible] সে বিগ্রহের স্থাপনা সম্বন্ধে বীরভূমবাসীর মধ্যে পুরুষ
পরম্পরায় এক আখ্যায়িকা চলিয়া আসিতে দেখা যায়। প্রচলিত ঐ
জনশ্রুতি অবলম্বনে, ও তাহা কোন কোন স্থানে বদলাইয়া এই নাটক প্রণীত
হইল। কিন্তু, সে বৃত্তান্তের সত্যাসত্য বিষয়ে আমি কোনও অনুসন্ধান
করি নাই,—কেননা নাট্য-সাহিত্য প্রণয়নে সে আলোচনা অনেক সময়ে
আবশ্যক হয় না। তাহার উপর আমি ঐতিহাসিক ঘটনাকেও পরিবর্ত্তিত
আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সুতরাং, সে হিসাবে এ বইকে খাঁটি
ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটক বলা চলে না। আমার মনে হয়, যে
ইহার ঘটনাগুলি মোটামুটি সত্য হইলেও প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য

নয়। ইহা কেবল একখানি ধর্ম্মমূলক নাটক এবং, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বলা বাহুল্য যে এ বই হিংসা, বিরোধ ও দলাদলি বাড়াইবার জন্য লেখা হয় নাই। পরন্তু, উহাদের মূলোচ্ছেদ কামনায় লিখিত হইয়াছে। তার উপর, ইহাতে মুসলমান সমাজের অপ্রীতিকর হইতে পারে, এরূপ কোন বাক্য ব্যবহৃত হয় নাই। ইতি

গ্রন্থকার

দৃশ্যের স্থান সমূহঃ—

বীরভূম জেলার নওয়াডি নামক গ্রাম, ভাণ্ডীর বন নামক গ্রাম, রাজনগর ইত্যাদি।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

বাদিওজ্জমান	...	বীরভূমের রাজা।
আলিনকী	...	ঐ পুত্র।
কোম্মর খাঁ	...	ঐ সেনাপতি।
জবরদস্ত মিঞা	...	ঐ সহকারী সেনাপতি।
ধ্রুব গোস্বামী	...	বৃন্দাবন হইতে আগত, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী।
ব্রজবিলাস	...	ভাণ্ডীর বনের নিকটস্থ অধিবাসী, জনৈক বৈষ্ণব সাধক ও গ্রাম সম্পর্কে যমুনার পিতামহ।
রামনাথ ভাদুড়ী	...	নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজস্ব বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী।
ভৈরবসিংহ	...	বীরসিংহপুরের জমীদার, এবং বীরভূমের জনৈক পত্তনীদার।
অনন্ত	...	ঐ প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণকিঙ্কর	...	গোপাল বিগ্রহের পূজক।

গোপীবল্লভ	...	ঐ পুত্র।
ভবতারণ	...	গোপীবল্লভের শ্যালক।
ভবানী	...	কৃষ্ণকিঙ্করের শিষ্য।

ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণ, ভৈরবসিংহের অনুচরগণ, গোপীবল্লভের সঙ্গিগণ, ব্রহ্মচারী (নরবেশে ভগবৎ কৃপা), হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসিগণ, জনৈক রাজনগরবাসী, ভাণ্ডীর বনের জনৈক ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

যোগেশ্বরী	...	কৃষ্ণকিঙ্করের স্ত্রী।
যমুনা	...	গোপীবল্লভের স্ত্রী। (উভয়ে অধিক বয়সে বিবাহিত)
সুহাসিনী	...	সম্পর্কে যমুনার ভগ্নী।
গৌরীবালা	...	ভৈরবসিংহের কন্যা।
সেরিনা	...	আলিনকীর স্ত্রী। (দিল্লীসম্রাটের পালিতা কন্যা)

কৃষক-রমণীগণ, পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

বিঘ্ননদীর পারে।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ঘটনার সময় ঃ—················অপরাহ্ণ।

ভাণ্ডীর বন গ্রামের তপোবন। উহার নিকটে কতকগুলি রাস্তা আসিয়া মিশিয়াছে, যদ্দারা বীরভূম রাজ্যের বহুস্থানে যাওয়া যায়। অদূরে ময়ূরাক্ষী প্রবাহিতা। তপোবনের উপরে একটী কুটীর, তাহাতে দুইটি কক্ষ অগ্রপশ্চাৎ ভাবে অবস্থিত। সম্মুখের কক্ষে গোপাল বিগ্রহ বিরাজমান,—পশ্চাতের কক্ষে অন্য এগারটি বিগ্রহ। কিন্তু সম্মুখের কক্ষই শুধু দেখা যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, কুটীরের পশ্চাতে অন্যান্য কয়েকটি চালা-ঘরও আছে। বিগ্রহ কুটিরের নিকট, খোলা জায়গায়, ধ্রুব ও

ব্রজবিলাস প্রবেশ পূর্ব্বক কথোপকথনে নিযুক্ত হইল। তথায় আসিবার পূর্ব্বে ব্রজবিলাস দ্বারা বিগ্রহ স্থাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল।

ধ্রু। আমার বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে সত্য,—কিন্তু তার কারণ নাই কি? বিভাণ্ডক মুনির পবিত্র আশ্রমে বাস···যতক্ষণ অবকাশ পাই গভীর সাধনায় কালযাপন···বাহ্য জগৎ লুপ্ত হয়ে যায়। বুঝলেন, আমি সেই জন্য, কিছুর মীমাংসা করিতে পারিনে।

ব্র। প্রভুপাদ, আজ সেটা ধ্যানে বসবার আগে স্থির করে ফেলুন না। ···ভেবে দেখুন কতকাল উত্তীর্ণ হয়েছে, আপনি আসবার দিনেই বলেছিলেন একটি বিগ্রহ স্থাপিত করতে ইচ্ছা আছে।

ধ্রু। তা' ত জানি। আর তা' ছাড়া বরাবর দেখতে পাই যে আপনি গোপাল বিগ্রহ স্থাপনের বিশেষ পক্ষপাতী।

ব্র। হাঁ ঠাকুর,—আমার একান্ত অনুরোধ যে গোপালকেই স্থাপন করা হোক।···সুমুখের কক্ষে ওঁকে বসান গেছে সেই অভিপ্রায়ে।

ধ্রু। (কিঞ্চিৎ চিন্তার পর) কিন্তু, সবদিকে সেটা বিবেচনা না করে, কেমন করেই বা সম্মতি দিই! বাৎসল্য ভাবে তাতে গোপালকে আরাধনা কর্ত্তে হয়,—কে তা জানে এখানে, কেই বা বোঝে? আচ্ছা,—আপনি ও উপাসনা প্রণালীর উপলব্ধি করতে পেরেছেন?

ব্র। আজ্ঞে, সে কি! আমি যে—মধ্যে মধ্যে আজকাল—ভাবরাজ্যে অরোহণ করি, ব্রজলীলার চিত্রাবলী দেখতে পাই।···শ্রীকৃষ্ণ কখন কি মূর্ত্তিতে কোথায় ছিলেন, তাও যেন আমার কল্পনায় জেগে ওঠে।

ধ্রু। তাই নাকি! কিন্তু এটা যেন স্মরণ রাখবেন যে, গোপালের সহিত অন্য মূর্ত্তির বিভিন্নতা কিরূপ,—আপনাকে যা বুঝিয়ে দিয়েছি সেদিন।

ব্র। আজ্ঞে হাঁ। আপনার বিগ্রহগুলি ত আর কিছুই নয়,—ওসব শাস্ত, দাস্য প্রভৃতি ভাব সমূহের সাহায্যকারী, এক এক ভাবে অর্চ্চনার জন্য একাধিক মূর্ত্তি, গোপালকে নিয়ে বারো রকম। শ্রীকৃষ্ণের জীবন বিভাগ করে, জীবনের অবস্থা ধরেই ও সব—

ধ্রু। হয়েছে, আর অধিক বলা অনাবশ্যক।—বেশ, এখন পূজকের বিষয়,—বলছি আপনার ও কাজ গ্রহণ করতে আপত্তি আছে কি?

ব্র। বিলক্ষণ আছে। সময় সাবকাশ কি আর বেশী হয়? আমার জায়গা জমি রয়েছে। রাজনগরে মধ্যে মধ্যে রাজার কাছে যেতেও হয়। তাই পূজা প্রভৃতির ভার নিতে পারব না, বরং তত্ত্বাবধান করতে সহজেই পারব।

ধ্রু। (চিন্তার পর) আচ্ছা, তা হলে অন্য কোন ব্যক্তি···কিন্তু সে লোকটির নির্ব্বাচন নিয়ে ভাববার বিষয় খুবই আছে। এখন তার সুবিধা হবে কি? কিছুক্ষণ পরে না হয় ধরাই যাবে। (কিঞ্চিৎ থামিয়া) ভাবছি আর এক কথা,...হাঁ; শুনুন। আপনাদের ঐ যে বীর-সিংহবাসী, পত্তনীদার ভৈরবসিংহ, কুটীর নির্ম্মাণের জন্য যে অর্থ-দান করেছিল, আমি তার ব্যবহারে বড়ই মর্ম্মাহত হয়েছি। ভাল লোক বলেই ধারণা ছিল, কিন্তু কাল যা দেখলেম,—দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি একেবারেই ভক্তিবিহীন।...শাক্ত বলেই ওরকম লোক নাকি?

ব্র। ভৈরব, হাঁ, তিনি এক কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি,—অতিশয় উগ্রস্বভাব, যাকে তাকে ইতর ভাষায় গালমন্দ করেন। আমাদের ভুল হয়েছে তাঁর কাছ থেকে টাকা নেওয়া। তবে আপনি রাজার দান নিতে স্বীকার করেন নি, তাই সেরূপ করা হয়েছিল। নইলে রাজার কাছে গেলে অনায়াসেই তাঁর সাহায্য আনতে পারতুম।

ধ্রু। সে সম্বন্ধে এখন আর আক্ষেপ করাই বৃথা।...আমার বক্তব্য কি শুনবেন, আমায় এরপর যদি বিগ্রহ স্থাপন করতেই হয় এখানে,—ভৈরবের যেন কোন দিন, বিগ্রহসম্বন্ধীয় কোনরূপ কর্তৃত্ব না থাকে। দাঁড়ান,—আমি ভেতর থেকে একবার হয়ে আসি।

[আশ্রমের ভিতর গমন।

ব্র। (চিন্তা) কি আশ্চর্য্য,—এই সুবিশাল, সর্ব্বলোক সমাদৃত, কাটোয়া থেকে দেওঘর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বীরভূম জনপদ,*—চণ্ডীদাস, জয়দেবের যা জন্মস্থান, পীঠস্থান তীর্থনিচয়ে যা সমলঙ্কৃত, এহেন দেশে, বিভাণ্ডকের পুরাণ-কীর্ত্তিত তপোবনে, এতেও উনি বিগ্রহ স্থাপন করতে কিনা—

ধ্রুবের পুনঃ প্রবেশ।

ধ্রু। এখন শুনুন যা জিজ্ঞাসা করতে চাই। বলছি তান্ত্রিক যে এ অঞ্চলে আছে, তা আমি জানি, সে জন্য তেমন ভাবনা নাই। কিন্তু ঐ ভৈরবের ন্যায় শাক্তের দল, ওরা সংখ্যায় কত হবে?—বেশী যদি না হয় তাহলেই ভাল।

---

* কেহ কেহ বলেন যে বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলার ছাতনা নামক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। উপরের উক্তি অবশ্য সে মতের অনুবর্ত্তী নয়।

ব্র। ওরা সংখ্যায় নিতান্ত কম হবে না।

ধ্রু। থাকগে, ওসব আর ধরবো না। এখন কথা হচ্ছে কি, পূজকের বিষয় যা বলতে চাই,—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নিয়ে দরকার, বৈষ্ণবের প্রতি যিনি শ্রদ্ধা-সমন্বিত।

ব্র। নওয়াডির দিকে সে রকম ব্রাহ্মণ বাস করেন।

ধ্রু। (চিন্তিতভাবে) বেশ, তবে সেখানেই যদি পূজারী সংগ্রহ করতে পারেন, আর যোগ্য লোক যদি পাওয়া যায় ;—না,—না,—না, তাতেও এক গোলযোগ আছে, পারিপার্শ্বিক বিষয় ভেবে দেখার প্রয়োজন। কিন্তু আর আমার ভালো লাগছে না।—এখন থাক, অন্য সময় হবে

ব্র। আচ্ছা, এ কথোপকথন রাত্রিকালের আগে কি পুনরায় চলতে পারে না ?

ধ্রু। (চিন্তিতভাবে চলবে না কেন,—আপনি থেকে গেলেই ত হয়। কিন্তু, ঐ সব সন্দেহ আমার দূরীভূত না হলে আজ আমি মীমাংসাই করতে পারব না।

ব্র। এখনও আপনি স্থগিত করে রাখতে চান। আপত্তি যা হবে আপনার, সমস্তই আজ খণ্ডন করতে পারব। কেমন তা যদি হয়, গোপালের স্থাপনায় রাজী হবেন ত ?

ধ্রু। হতে পারি। তবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা করা যদি অসম্ভব হয়, তাহলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিগ্রহগুলিকে নিয়ে, সব নিয়ে, শীঘ্রই এ স্থান পরিত্যাগ করে যাব।

উভয়ে তথন নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। ব্রজবিলাস কিছুক্ষণ গোপালের দিকে চাহিয়া এইরূপ বলিয়া উঠিলঃ—তাইত এ আবার কি হতে লাগল। গোপালের মুখের দিকে চেয়ে ভাবের সমুদ্র যে উথলে আসছে!

পরিশেষে সে নিম্নের গান গাহিতে লাগিল।

গীত।

কীর্ত্তন—লোফা।

(আমায়) কোথা নিয়ে যায় ভাব লহরী!
যেন এ কানন হলো বৃন্দাবন,
হে গোপীমোহন নয়নে হেরি।

কি তব বাঁশরী অমিয় ঢালে;
কিবা সুষমা বনের কোলে,
বহিছে মলয়, পিক কুহু গায়,
ছুটে আসে কত তৃষিতা নারী।

এসেছে শ্রীরাধা বাঁশীর গানে,
বাজে নূপুর কঙ্কণ সনে,
তার সহ মিশে হৃদয়ে হৃদয়;—
মৃদুনাদে বয় যমুনার বারি॥

দুইজন কৃষক-রমণী প্রবিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল।

ব্র। এই যে, এসে গেছ তোমরা। দেখ,—আমার সেই লোক আসেনি আজ, তাই ঘর দুয়ার সাফ করা সব, বাকী আছে। তা তোমরা

ওটা করেই দিয়ো না। কেমন পারবে ত? ঘেন্না করবে না বোধ হয়?

প্রথম রমণী। মহাপুরুষ, তা আমরা পেসাদ পাবার আগেই করে দোব। রোজ এসে খেয়ে যাচ্ছি, সে কি,—আবার দেবতার জায়গা পরিষ্কার করা, সে ত পুণ্যের কাজ। আর সেই ময়ূরাক্ষী পার হবার ভেলা চেয়েছিলেন, কালকে নিশ্চয় তা পেয়ে যাবেন,—সেটার যোগাড় করা হয়েছে।

ধ্রুব এবং কৃষকরমণীগণ ভিতরে গমন করিল। গোপীবল্লভ ও তাহার সঙ্গিগণ, লাঠি হস্তে বীরদর্পে তথায় প্রবেশ করিয়া, ব্রজবিলাসের নিকটবর্ত্তী হইল এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

ব্র। গোপীবল্লভ যে! দেখছি মাঝে মাঝে তুমি ভাণ্ডীর বনেও এসে থাক।...আবার শোনা যায় এই তরুণবৃন্দকে নিয়ে এক সমিতি গঠন করেছ। এদের লাঠি তলোয়ার, অস্ত্রচালনায় অভ্যস্ত করছ।···আচ্ছা,—রায়পুর গ্রামে ওর আখড়া খুলেছ, এটা ত সত্য?

গো। হাঁ কাকা,* রায়পুরেই খুলিছি। কিন্তু সেটা প্রায় অনেকেই জানে না।···আমার মনে হয় যে ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনায় বিঘ্ন উপদ্রব যাতে না হয়, সে সব দেখা, পরের উপকার করা, যথাসাধ্য

* ইহা গ্রাম্য সম্পর্করূপে ব্যবহৃত।

প্রয়াস করা অন্ততঃ, জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। সেইজন্য এদের সঙ্ঘবদ্ধ করিছি। সেই সম্পর্কে ওদের লাঠি খেলতে শেখাই। ...কাকা, ব্রাহ্মণ কুলে আমার জন্ম হলেও, দেবার্চ্চনায় বেশী সময় কাটাইনে, শাস্ত্রপাঠেও তত অনুরাগ নাই,—কেবল গীতাই নিয়মিতরূপে পাঠ করি। তবে এই উদ্দেশ্য আমার, বাল্যসুলভ আবেগ সম্ভূত অসার কল্পনা হতেও পারে। এ ব্রত যে অধিক মাত্রায় কার্য্যক্ষম হবে,—আমি নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারিনে।

১ম তরুণ। (ব্রজবিলাসের প্রতি) কিন্তু, এ সম্বন্ধে, আপনার কি মত? সে দিকে যথাশক্তি চেষ্টা বিনিয়োগ করায় দোষ আছে কি? লোকের বিবাদ বিসম্বাদ দূর করা, দুঃখীর দুর্দ্দশা মোচন করা, এ সকল কারুর কর্ত্তব্য নয় কি?

২য় তরুণ। আর সমাজ-নেতাগণকে দুষ্টলোকের দমনে সাহায্য করা, সেটাই কি আবশ্যক নয়?

ব্র। বল'ছ যা সমস্তই ঠিক বাবা। তবে শুধু মনের ইচ্ছা থাকলে হয় না,—ও গুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে বল ও বিক্রমের প্রয়োজন।

১ম তরুণ। আজ্ঞে, সেই শক্তি জাগরিত করবার জন্যই, উনি লাঠির চালনা ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

২য় তরুণ। আপনি জানবেন যে, আমরা তাতে সিদ্ধহস্ত হয়িছি। আমরা বিপদের মুখে যেতে, প্রাণ বিসর্জ্জন করতেও কুণ্ঠিত নই।

ব্র। ওঃ,—তাহলে ত দেশের প্রভূত কল্যাণ হতে পারে। ভালই

করছ তোমরা,—বলবীর্য্যের প্রসার করা অন্ততঃ প্রত্যেকের বাঞ্ছনীয়। আবার শুনতে পাওয়া যায় নাকি, গ্রামে গ্রামে যাও তোমরা,—অভাব-অভিযোগের খবর নিচ্ছ, প্রতিকার করছ তার—

গো। অতদূর,—না, না। কিছুদিন হলো তাতে ব্যাপৃত হয়িছি। কিন্তু সে চেষ্টা এক ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ। সীমার বিস্তার করা আপনাদের উৎসাহের উপরেই নির্ভর করে।

ব্র। তুমি মহৎ আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়েছো,—শ্রীকৃষ্ণের গীতা-ধর্ম্মের আলোচনা করাতেই বোধ হয় ও রকম মনোবৃত্তির উদয়। কিন্তু শুধু কর্ম্মবীর ও দেশহিতৈষী না হয়ে, তাঁর ন্যায় যোগপরায়ণ ঋষি হবার ইচ্ছা করাও সমীচীন।

গো। কাকা, সেই নরনারায়ণের পদরজো স্পর্শ করতেও আমার যোগ্যতা নাই। জোনাকীর সহিত শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের তুলনা করছেন! ক্ষুদ্র নদীর সহিত অন্তহীন সাগরের তুলনা! তবে যদি সে পদচিহ্নের অনুসরণ তিলার্দ্ধও করতে পারি, তা কেবল আপনাদের সদিচ্ছার ফলে, স্নেহ-বাৎসল্যের প্রভাবেই হবে। (গোপাল বিগ্রহের প্রতি চাহিয়া) ও বিগ্রহ বরাবর এখানেই থাকবে ত! মন্দির নির্ম্মাণের সময় ডেকে পাঠাবেন। (তরুণদের প্রতি) যাক, এইবারে তোমরা আরম্ভ করতে পার,—গোপালকে তোমাদের প্রার্থনা জানাও।

কয়েকজন তরুণ তখন নিম্নের গানখানি গাহিতে লাগিল।

গীত।

কল্যাণ মিশ্র—কাওয়ালী।

নাথ দাও হে শকতি, আন স্বদেশ-প্রীতি,
মাতিয়াছি হিতকর জনসেবায়।

মন্ত্র লিখিয়ে: ভালে মিলন বাণী,
বিদ্বেষ নাশ চিরবিদায় দানি,—
নীচতা দলিয়ে, স্বার্থ নিবাইয়ে,
জাগ্রত কর সবে ব্রতের চিন্তায়।

তোমার মুরতি রাখি মানস মাঝে,
জীবন সমরে আছি অস্ত্রসাজে
(পরে) খেলা অবসানে, তোমারি করুণা গুণে,
মিশিব তোমার সনে অমর প্রভায়॥

গোপীবল্লভ ও তাহার সঙ্গিগণের প্রস্থান। অদূরে কোন আশ্রমে আগমনকারী শিবিকার বাহকগণের শব্দ উত্থিত হইল এবং ব্রজবিলাস উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল। তারপর এইরূপ বলিয়া উঠিল:—শব্দটা হচ্ছে পাল্কী বেহারার,—হাঁ, বীরভূমরাজ দেওঘরে গেছলেন, তিনিই আসছেন নাকি? হতে পারে, আর শব্দ খুব কাছেও বোধ হচ্ছে। তখন বদিওজ্জমান ও আলিনকী শিবিকায় বাহিত হইয়া, রঙ্গমঞ্চের খুব নিকটে উপস্থিত হইল। কিছুপরে শিবিকা হইতে নামিয়া তাহারা প্রবেশ করিল,—এবং ধ্রুব সে সময়ে, পুনরায় রঙ্গমঞ্চের একপার্শ্বে আসিয়া, বিগ্রহ কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, তথায় দাঁড়াইল।

ব্র। মহারাজ ! এত শীঘ্র যে প্রত্যাগমন হলো। আপনার শারীরিক কুশল ত ?

বাদি। চিন্তায় জর্জ্জরিত হয়ে, ব্যথিত হয়ে, ফিরে আসছি জানবেন। নবাবের কর্ম্মচারী বলে সম্বর্দ্ধনায় গেছলেম,—এখন দেখছি যে বিপরীত।

ব্র। ওঃ তাইত, বিষম উদ্বিগ্ন হয়েছেন ! ক্রোক সাঁজোয়াল যে সঙ্গে আসেন নি,—কারণ কি ? সেটা ত এক জটিল সমস্যা।

আলি। কিছুদিন পরে আসবেন, এখন ব্যস্ত রয়েছেন কি না, তাই তিনি এলেন না। কিন্তু এবারে তাঁর কুটরাজনীতির চক্রান্ত—জালে জড়িত করবার উদ্দেশ্যেই আগমন।

ব্র। সে কি ! তা যদি হয়, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ নিজেই ত, সে চক্রান্তের পরিচালক।

বাদি। (দুঃখিত ভাবে) এর পরে সব শুনতে পাবেন। রামনাথ ভাদুড়ী বৈদ্যনাথজীর মন্দিরে হত্যা দিয়ে এখন, শায়িত হয়ে আছেন। কেন না, তাঁর শরীরে অকস্মাৎ আক্রমণকারী কোনরূপ রোগ আছে। তবে সে কাজ সমাপন হলে,—অবিলম্বেই তাঁর আবির্ভাব হবে।

আ। এবং তখন তিনি আয় ব্যয়ের হিসাব দেখে, দ্বিধাশূন্য হয়ে যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করবেন, সেটার পূর্ব্ব আভাস পাওয়া গেছে। সেটা সংক্ষেপেই না হয় বলছি। রয়েছেন ত আত্মহত্যার ইচ্ছায় শায়িত হয়ে,—কিন্তু এখানে এসে, এম্নি সোজাভাবে দণ্ডায়মান

হবেন, যে তার পরোক্ষ ফলে একরূপ নরহত্যার তুমুল ঝড় বইতে থাকবে,—রাজ্য রসাতলে যাবে।

ব্র। অসম্ভব! তা কখন হতে পারে!

বাদি। সঙ্গেই কিছুদূর যাবেন না,—রাস্তায় সে সব ব'লব। (ধ্রুব নিকটে আসিল) হাঁ, ইনি ত মনে হচ্ছে আপনার, বৃন্দাবনের সেই গোস্বামী ঠাকুর,—নবাগত সিদ্ধপুরুষ!

ব্রজ ইঙ্গিতে উহা ঠিক বলিয়া জানাইল। ধ্রুবকে রাজার অভিবাদন।

ধ্রু। জয় হোক, জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

বাদি। ঠাকুর, আপনার আগমন সংবাদ, খুব অল্পদিন হলো জানতে পেরিছি। তা ছাড়া, আপনার আসাতে অতীব আনন্দিত হয়িছি। আমার নিজ অধিকারভুক্ত, আমার খাস জায়গাতেই রয়েছেন।

ব্র। কিন্তু ওঁর আসবার আসল কারণটা সেদিন, বলা হয়নি মহারাজ। উনি বৃন্দাবন থেকেই এসেছেন বটে, এবং তথাকার নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণববৃন্দের দ্বারাই প্রেরিত। বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, উনি সিদ্ধ বিগ্রহ স্থাপন করবার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে এসেছেন।

বাদি। তাই নাকি! তবে ত খুব সুখের বিষয়। ভাণ্ডীর বনে যদি বিগ্রহ স্থাপন করেন, মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আমি তার স্থায়ী বন্দোবস্ত করেই দোব। (ধ্রুবের প্রতি) মহাত্মন্, হিন্দুগণের সাহায্যকল্পে আমায় প্রতি বৎসর, নিয়মিতরূপে, বিস্তর টাকা ব্যয় করতে হয়।

আ। অজস্র ধারায় দান করতে থাকেন। হিন্দুর প্রতি ওঁর ঘৃণা বিদ্বেষ নাই।

[ধ্রুব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ধ্রু। (চিন্তা) বীরভূম রাজ্যের ঐ ত অধীশ্বর দেখলেম,—রাজা বাদিওজ্জমান। রাজা, যদিও আপনি হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নন, তবু আপনি মুসলমান, ইসলামপন্থী, অন্য ধর্ম্মমতের উপাসক। আপনার নিকটে সাহায্য নিয়ে গোপালের প্রতিষ্ঠা হবে! আপনার অর্থ নিয়ে তার মন্দির নির্ম্মিত হবে! না,—কোনক্রমে সে প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ঘটনার সময় :—পূর্ব্ব দৃশ্যের দু' এক সপ্তাহ পরবর্ত্তী, কোন মধ্যাহ্নকাল। ভাণ্ডীর বনের আশ্রম নিকটস্থ, অল্প লোকের ব্যবহৃত কোনও পথ। পথের পশ্চাদ্ভাগ কিছু জঙ্গলময়। সে পথ এক দিক দিয়া আশ্রমে, এবং ভাণ্ডীশ্বর নামক শিবের মন্দিরে গিয়াছে। অন্য দিক দিয়া বীরসিংহপুরে গিয়াছে। গৌরবালা সেদিন দাসীর সহিত, পদব্রজে ভাণ্ডীশ্বর মন্দিরে গিয়াছিল,—কিন্তু দেব-দর্শনের পর একাকিনী বীরসিংহ-

পুরে ফিরিতেছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ অনন্তের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, গৌরী এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত হইল। সে কথাবার্ত্তা সহজিয়া সাধন প্রণালী সম্বন্ধে, এবং তাহাদের একত্র মিলন সম্পন্ন হওয়া উচিত কিনা তদ্বিষয়ক। কিছুক্ষণ কথা হইবার পর

অ। সে কি! আজ তোমাকে একলা পেয়িছি, তবু কি আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করে শুষ্ক আশাতরু পল্লবিত করবে না! তা যদি হয়, তবে কেন একদিন উপাসনার গুপ্ত রহস্য শুনতে ব্যগ্র হয়েছিলে? কেন সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিকালে, আমায় বিপদের মুখ থেকে বাঁচাতে তুমি সাহস দেখালে?

গৌ। ও সেত এই,—যে, পাচক হয়ে যখন গৃহে থাকতে আমাদের, যে-দিন বাবা তোমায় হত্যা করতে চান, আমি তোমার বাঁচবার উপায় করি। কিন্তু, সে সাহায্যের অর্থ ওরূপ নয়। আমি কি ভালবাসার জন্য লালায়িত? না, ঐ সাধনার প্রতি অনুরক্ত? সে সব কিছুই নয়। আবার তার উপর এখন মনও বলছে, প্রণয়ের উপরে স্থাপিত ঐ ধর্ম্ম, হয় ত বা অধর্ম্মের নামান্তর! বিধবা আমি, —ব্রহ্মচর্য্য পালন না করে পাপের প্রলোভনে পড়া, সেটা কি উচিত হবে?

অ। আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিলেই ত হলো। শোন,—ঐ ধর্ম্মই হলো জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সহজিয়া সাধন যাকে বলা হয়,—এবং স্বভাব-জাত প্রণয় যার মূলভিত্তি। কিন্তু সেই প্রেম সম্পূর্ণরূপেই নিষ্পাপ, আর সেটা প্রেমের মূলীভূত কেন্দ্র ভগবানের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হয়।

গো। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই ত ব'লছ দেখি,—পাপ নাই তাও ত ব'ললে। ওঃ, তা যদি যথার্থ হয়—

অ। আরও এক কথা,—ও ধর্ম্ম বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট শাখাবিশেষ। সাধক চণ্ডীদাস ঐ ধর্ম্মই পালন করতেন। জেনো সমাজ যে প্রণয়কে পাপ বলে ঘৃণার চক্ষে দেখে,—পবিত্রভাবে উৎসৃষ্ট হলে, সেই দণ্ডেই তা ভবমুক্তির মুল-সোপানে পরিণত হয়।

গো। বল কি! এতদূর মুল্যবান ঐ ধর্ম্ম!—

অ। হাঁ, তবে ওর তত্ত্ব নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। কথাটা কি জান,—নরনারী স্ত্রী-পুরুষ ভাবে একত্র মিলিত হওয়ার পর, কালে পরস্পরকে তারা প্রাণের সহিত ভালবাসতে থাকে। তখন সেই প্রগাঢ় ভালবাসাই তাদের মুক্তিলাভের অব্যর্থ কারণ হয়ে ওঠে। যেহেতু ঐ ভুবন-বিজয়ী প্রেমের আতিশয্যে, ভক্তিডোরে তারা ভগবানকেও বেঁধে রাখতে সমর্থ হয়।

গো। তা বলে অবৈধ প্রেমও কি ঐরূপ—

অ। অবৈধ প্রণয়,—সে আরও অধিক ফলপ্রদ, স্বর্গলাভের পক্ষে সে ত পরম পবিত্র, প্রশস্ত উপায়। তোমায় যা বলছিলুম শোন না। প্রণয় সম্ভোগ ফলে, কিছুদিন পরে ঐ প্রণয়ীযুগল এক প্রেমের বিরাট উদ্বোধন দেখতে পায়। আবার তখন প্রেমের স্বরূপ মুর্ত্তি বিশ্বপতিকেও দেখে, যার ফলে বন্ধনমুক্ত হয়ে নিত্যধামে যায়,—ও শেষে সেখানে অক্ষয়, অনন্ত, স্বপ্নাতীত সুখে কালযাপন করে।

গো। না, আমি বুঝতে পাচ্ছি বটে, পালন করতে পারলে ওটা খুবই সুখশান্তিদায়ক ধর্ম্ম। তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা

গোলযোগ হচ্ছে এই—সমাজ-বিধিকে অতিক্রম করতে আমার সাহস হবে কি।

অ। তাইত, আবার যে তোমার অন্তর মোহ তিমিরে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বলছি, তুমি স্থিরচিত্তেই ভেবে দেখ না,—সমাজ-শাসনের অধীন হয়ে ভব-কারাগারের তীক্ষ্ণ যাতনা সহ্য করা কি বুদ্ধিমানের কাজ, না ঐ ধর্ম্ম গ্রহণের দ্বারা পরমাত্মায় বিলীন হওয়া সঙ্গত।

গৌ। সে ত জানি। কিন্তু আমার মনটা বহুদিন ধরে, সামাজিক নিয়মের গুরুভারে পীড়িত হয়ে আছে,—দিবানিশি এখন তার চিন্তাই হচ্ছে কেবল উদ্বেগ, আশঙ্কা ও ভয়। দেখতে পাচ্ছ না, তোমার সঙ্গে এ নির্জ্জনে রয়েছি, তবু না কতই ভয়াকুলচিত্ত। দাসীর জন্মে তবে কিনা অত বেশী ভাবনা নেই, এখানে আসতে বোধ হয় তার বিলম্বই হবে।

অ। তুমি আমার অনুরোধ রাখবে কি গৌরীবালা! ভয়কে যদি ঐরূপ স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে চাও, পলে পলে তা আরও কঠিন নিগড়ে তোমায় আবদ্ধ করে ফেলবে। তা নয় শোন, তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, স্বর্গের সোপান, মধুর ভাব আরোপের প্রকৃষ্ট উপায়। ভয় পরিত্যাগ না ক'রলে, কেমন করে তোমাকেই বা—

গৌ। (চিন্তিত ভাবে) আর কেবল তাও নয়,—অন্যরূপ বাধাও ত দেখছি। আমার পিতৃগৃহে যখন বাস করতে হয়, আমি হয় ত তোমার সহিত নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে দেখা করতে পারব

না। বাবা যদি জানতে পারেন, নিশ্চয় সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে পৃথিবী থেকে—

অ। প্রাণবিনাশ করবেন বলছ ত? কিন্তু প্রাণভয়ে যদি পশ্চাৎপদ হই,—প্রাণ ত হারাতেই হবে, তোমাকেও আমি পাব না। কেন, তুমি ত মায়াময়ী প্রকৃতি সতী, তোমার কৌশলেই সে সব বিঘ্ন দূর হয়ে যাবে। আর তা' ছাড়া, আমাদের দেখাশুনা হবে বিজন অরণ্যে। কি জান, যত শীঘ্র এ মিলন সাধিত হবে, ততই আমরা নিত্যধামে বিহার করবার যোগ্যতা লাভ করব।

গৌ। আচ্ছা, তবে আমার কপালে যা আছে তাই হোক। নিতান্তই যদি না ছাড়,—অন্য গতি নাই। কিন্তু, আরও ভাল করে বিবেচনা করবার জন্যে, আমায় সময় দেবে না কি?

অ। বেশ ত, তুমি বাড়ী গিয়ে, ভেবে চিন্তে, কালকেই না হয়, আমায় জানিয়ো।

গৌ। জানাব ত নিশ্চয়। হাঁ, আমায় স্থির করতে হবে তা হলে, যে সংসার বন্ধনের জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করা কি এখনও উচিত, না সেই বন্ধনকে ছিন্ন করে পরলোকের মঙ্গলবিধান করা বাঞ্ছনীয়।

অ। এতক্ষণে তোমার মনের গতি ফিরেছে, বেশ কালকেই তবে বলো। সে যাক, এখন একখানা সহজ সাধনের গান শুনবে কি?— চণ্ডীদাসের নিজের রচিত এ সঙ্গীত।

গীত।

কীর্ত্তন—লোফা।

(ওগো) বেদ বিধিপর, এমন আচার,
যাজন করিবে যে।
ব্রজের নিত্যধন পায় সেই জন,
তাহার উপর কে॥

বেগে দাসীর প্রবেশ।

দাসী। আর গান গাইতে হবে না, ভেসে পড়গো ধার্ম্মিক চূড়ামণি। বাবু আসছেন,—দে'খতে পেলেই তোমার গর্দান ফাঁক। দিদিমণি. ভাই তোমাকেও বলি, না বলেই ত একা চলে এসোছ, তা এই বোষ্টম ঠাকুরকে কি কাছে ভিড়তে দিতে হয়!

গৌ। হঁা, তা তা তা,—অনন্ত ঠাকুর আর তুমি এখানে নয়,—

দা। যাওনা, ভেসে পড় না মহাপ্রভু—মরবার জন্যেই কি ভীমরতি হয়েছে! (গৌরীর প্রতি) ওগো তোমায় বলা হয়নি,—যাই তুমি চলে এসোছ, জমিদার বাবু অম্‌নি লোকজন সঙ্গে নিয়ে, ভাণ্ডীশ্বর মন্দিরে গিয়ে হাজির। আজকে তাঁর শিবপূজা করবার দিন নয়,—তবুও।

গৌ। বাবা এসেছেন, তাইত,—এখনও কি সেখানে রয়েছেন?

দা। আরে ভাই, বাবু এমন কি মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। বনের ভেতর দিয়ে এদিকে আসছেন। আমি গাছের ফাঁক দিয়ে দেখিছি।

গৌ। ওঃ, তবে ত এক মুহূর্ত্তেই এসে দুর্ব্বাক্যের জ্বলন্ত অনলে আমায় দগ্ধীভূত ক'রবেন।

অ। (বনের দিকে চাহিয়া) ওহো! ঐ ত আসছে তারা, ভৈরবকেই দেখতে পাচ্ছি বটে। সংহারমূর্ত্তিতে যেন পদক্ষেপ করছে। ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান! আর নয়, চলে যাওয়াই সঙ্গত,— হঠাৎ যদি এসে পড়ে, গৌরীবালাও লাঞ্ছিত হবে! প্রাণভয়ে তবে আমি ভীত নই, অপমানের জন্যই যা ভয়।

সে ভাণ্ডীর বনের আশ্রমের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

দা। ও দিদি, এখনও তুমি দাঁড়িয়ে? শিগ্‌গির চলো,—নইলে দুজনকে আমাদের কাঁদিয়ে ছাড়বে।

গৌ। পিতার নিকট ভীষণ নিগ্রহ ভোগ করার চেয়ে বোধ হয় তাই এখন—

দাসী ও গৌরীবালা বীরসিংহপুরের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ভৈরবসিংহ তখন তিনজন অস্ত্রধারী অনুচর সহ জঙ্গলের ভিতর হইতে বেগে প্রবিষ্ট হইল।

ভৈ। কই, কোথায় পালাল সে বদ্‌মায়েস, হাওয়ার মধ্যে মিশিয়ে গেল! গাছের আড়াল পড়েছিল, কিছুক্ষণ আমি দেখিনি,— আর সেই সুযোগে দুর্ব্বৃত্ত পলায়ন করেছে।

১ম অ। আজ্ঞে হ্যাঁ,—আমিও ত বলিছি আগে,—দেখলুম যে চোঁচা দৌড় দিলে,—ভাণ্ডীর বনের দিকে দৌড়ে গেল সে।

ভৈ। কই,—তা' ত স্মরণ হচ্ছে না। তবে তুমি যেকালে ব'লছ, নিশ্চয় ভাণ্ডীর বনের দিকে গেছে। সেখানকার আশ্রমেই গিয়ে থাকবে।

৩য় অ। (পথের যে দিক আশ্রম অভিমুখে গিয়াছে তৎপ্রতি চাহিয়া) মাস্তর এ রাস্তায় যতদূর দেখছি, অনন্ত ছেড়ে অনন্তের প্রেতাত্মাও নাই। কপ্পূরের মত উপে গেল নাকি!

২য় অ। তাইত, কেত্তনের আঁকর দিচ্ছিল ত এইমাত্র।—

৩য় অ। (পথের যে দিক বীরসিংহ অভিমুখে গিয়াছে তৎপ্রতি চাহিয়া) আপনি এ দিকটা একবার দেখুন না হুজুর,—এ পথ দিয়ে কে যেন যাচ্ছে বোধ হয়।

ভৈ। (ঐ পথের প্রতি চাহিয়া) হাঁ,—দু'জন স্ত্রীলোক বটে, গৌরী-বালাই হবে, আর সেই দাসী তার। কিন্তু ওদের ডেকে এনেই বা কি ফল! আমার বিশ্বাস, এরূপ কোন ঘটনা হয়ে থাকবে, যা আমার শ্রবণ করাও উচিত নয়।

১ম অ। আজ্ঞে হ্যাঁ,···বিচ্ছিরি রকমের কাণ্ড বই কি, সেই রকমের কিছু—সেই সন্দেহই ত হচ্ছে বরাবর।

ভৈ। (চিন্তিতভাবে) কিন্তু সে ঘটনার প্রকৃত অবস্থা কিরূপ,—ভাবতে গেলেও আমি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি।···পাষণ্ডের মনে, নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছি আমি, পাপের অভিসন্ধিই ছিল।···কুলনারীর মান সম্ভ্রম সে রক্ষা করে না। শিষ্টাচার কাকে বলে তাও সে জানে না।···কৌশল করেই যদি তার সতীধর্ম্ম কলঙ্কিত করে থাকে!

১ম অ। সম্ভবতঃ তাইই হবে।

৩য় অ। কিন্তু, অত করে কেন ভাবছেন হুজুর! শাস্তিবিধান করুন না।

২য় অ। বলুন কি করব আমরা।

ভৈ। কেন! তোমাদের কি চিন্তা করার ক্ষমতা নাই? শাস্তির কথা

আমায় বলে দিতে হবে? যাও,—ভাণ্ডীর বনের আশ্রমে গিয়ে অন্বেষণ কর গে। দেখবামাত্রই তাকে, যেমন করে পার, এখানে আমার সম্মুখে এনে উপস্থিত করবে। (অস্থির ও অন্যমনস্ক ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল)

১ম অ। যে আজ্ঞে। (সঙ্গীগণের দিকে চাহিয়া) শুনলে,—আমাদের বিবেচনার হাতে সে দিকের সব ভার দিয়ে ফেল্‌লেন।

৩য় অ। চল না,—দেখতে পেলেই তাকে গলায় গামছা দিয়ে আনব,—কুঁচি কুঁচি করে কেটে ফেলব।

২য় অ। অস্থিমাংস আলাদা করে দিয়ে, ময়ূরাক্ষীর গত্তয় গেড়ে দোব।

১ম অ। মহাভারত, অতদূর নিদয় হওয়া কি সাজে! কেবল জিবটা সটান গোড়াশুদ্ধু কেটে নিয়ে, ভক্তির সহিত তাকে মুক্তিদান ক'রো। বুঝলে, গায়ের উপুর যেন চোট, কিম্বা আঁচড় পর্য্যন্ত—

ভৈ। (অনুচরদের দিকে চাহিয়া, ক্রোধের সহিত) কিসের জন্য তোমরা বিলম্ব কচ্ছ? শীঘ্র যাও,…আজ আমি নিজের হাতে তার শিরশ্ছেদন করব।

৩য় অ। আপনি এখানে কিন্তু থাকবেন না। রোদ্দুর লাগছে, গাছ তলায় যান।

অনুচরগণ আশ্রমের দিকে ধাবমান হইল। ভৈরব তখন উত্তেজিত ভাবে এইরূপ বলিতে লাগিল :—

প্রতিশোধ! তৃপ্তিময় প্রতিশোধ! হৃদিসন্তাপ দূরকারী যোগ্য প্রতিহিংসা। সত্য যদি সেরূপ দোষ করেই থাকে, আজ তার

দেহরক্তে পৃথিবীর বক্ষ প্লাবিত করে দোব। ছি, ছি, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আমার, রাজা বাদিওজ্জমানও আজকাল, প্রধান জমীদার বলে স্বীকার করেন;—সৈন্য আছে, দুর্গ রয়েছে, অস্ত্র রয়েছে, রাজা বলেও কেউ কেউ এমন কি সম্মান দিয়ে থাকে,—আর সেই আমারই একমাত্র কন্যা, বালবিধবার প্রতি অসম্মান দেখালে কে? না এক নীচকুলোদ্ভব, দরিদ্র ব্রাহ্মণ; ছন্নমতি, কামুক, নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণব।

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ঘটনার সময়ঃ—পূর্ব্ব দৃশ্যের কয়েক মিনিট পরে।

পূর্ব্বোক্ত পথের সন্নিহিত অপর অংশ। পথের পশ্চাতে ডান দিকে এক খোলা মাঠ, এবং বামদিকে কিছু জঙ্গল। দৃশ্যারম্ভে ভৈরবসিংহের প্রবেশ ও তথায় কিছুক্ষণ পাদচারণ।

ভৈ। (উত্তেজিত ভাবে) হায় হায়, এখনও পর্য্যন্ত আমি শেলাঘাতে পীড়িত, গিরিগুহাশ্রিত, শায়িত সিংহের মত নির্জ্জীব হয়ে রয়িছি। এখনও পর্য্যন্ত শাস্তিদানে অপারগ হয়ে, মনে মনে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছি। কেন? আমি কি এতই জড়ভাবাপন্ন! এতদূর নিশ্চেষ্ট! এত অপদার্থ!...কিন্তু কোথায় সেই দুষ্টলোক, সে দুরন্ত শেলবিদ্ধকারী? আমার কাছে তাকে নিয়ে আসছে কই! তবে কি

তাকে নিয়ে আসতে পারবে না !···(আশ্রমের দিকে চাহিয়া) না,—না,—ঐ যে তারা আসছে।

অনুচরগণ অনন্তের কটিদেশে রজ্জুবন্ধন করতঃ তৎসহ প্রবিষ্ট হইল।

আনতে পেরোছ বটে। অন্য পথ দিয়ে আনলেও দেখলুম।... আশ্রমবাসীরা কেউ তোমাদের বাধা দেয় নি বোধ হয় ?

২য় অ। হুজুর,—একে আশ্রমের বাইরে থেকে ধরে, জঙ্গল দিয়ে নিয়ে এলুম। যখন পাকড়াও করি,—ব্রজঠাকুর আর ধ্রুবগোঁসাই ছুটতে ছুটতে সেখানে এসেছিল। কিন্তু কোন বাধা দিতে সময় পায় নি।

১ম অ। সে সময় তারা কিন্তু সব জানতে পেরেছে। মনে হয় আমাদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেই থাকবে।

অ। তুমি আগে আমার বন্ধন মোচনের আদেশ দাও ভৈরব। কাপুরুষ নই আমি, পলায়ন করব না। তবে যদি সত্য সত্যই অপরাধ হয়ে থাকে,—কেবল তাহলেই আমায় দণ্ড প্রদান করতে পাবে।

ভৈরবসিংহের ইঙ্গিতে অনুচরগণ অনন্তের রজ্জু খুলিয়া দিল।

ভৈ। তেজগর্ব্ব ত এখনও কমেনি। জীবনের প্রতি মায়া মমতা, তাও মনে হয় রাখ না।

অ। না, প্রাণভয়ে আমি চিন্তিত নই। আগে যে চলে গেছলেম, সে তোমার তাড়নার ভয়ে।...জানবে নিরপরাধ, নির্দ্দোষ, পাপশূন্য আমি,—আর ব্রাহ্মণ বলে,—তোমার প্রণম্য।

ভৈ। এত যদি পুণ্যনির্ভীকতা ও ধর্ম্মের আস্ফালন, কেন তুমি গৌরী-বালার মানসম্ভ্রম আজ পদদলিত করোছ ?…বল কিরূপে আজ, কি প্রকারে… নারীধর্ম্ম কি চিরকলঙ্কে দূষিত করোছ তার ?

অ। ও কথা উত্থাপন করাই অনুচিত। আমি তার মনে ধর্ম্মভাব জাগরিত করছিলেম,—মনের মধ্যে ভগবানের প্রেমসুধা সিঞ্চন করিছি।

ভৈ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) বৃথা তোর ধর্ম্ম আচরণ ! কুলমহিলার কাছে তুই প্রণয় নিবেদন করতেই যাস্।…কেন, তুই ত আমার গৃহে এক দিন, ছলে বলে তার সতীধর্ম্ম নাশে প্রবৃত্ত হয়েছিলি।

অ। সমস্তই ভুল তোমার। নারীর সতীত্ব হরণ করা কি আমার ধর্ম্ম-জীবনের লক্ষ্য ? আমার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। কিন্তু তোমার তত্ত্বজ্ঞান হয়নি,—সহজিয়া সাধনের রহস্য তুমি কেমন করেই বা বুঝবে !

ভৈ। মিথ্যাবাদী, এখনও তুমি স্পষ্ট করে বল।—আজ প্রতারণায় তার উপর কি কামপ্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন করোছ ?

অ। এই নাও,—তবুও আমায় প্রশ্ন ক'রছ। তোমার সহজ বুদ্ধির অভাব হয়েছে কি ?

ভৈ। কি,—তবে রে পাষণ্ড,—পাপ করে তুই লুকোবার চেষ্টা করছিস্ ! দেখছি তুই বেঁচে থাকলে কন্যা আমার একদিনের জন্যও সুখী হবে না। তাই হোক, স্থির হয়ে দাঁড়াও, মৃত্যুর জন্য তুমি প্রস্তুত হও।

অ। (উত্তেজিত ভাবে) মৃত্যু ! না ভৈরবসিং ! স্মরণ রেখো যে তোমার নিজের মস্তকেই ঘোর অকল্যাণ আপতিত হবে—

ভৈ। কিন্তু তোমার ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। (তরবারি অর্দ্ধ নিষ্কাশিত করিয়া) একি হলো,—অস্ত্র যেন আমার বহির্গতই হতে চাচ্ছে না!

৩য় অ। থাকগে,—ওর জন্যে ত আটকাবে না।—

২য় অ। তা ত বটেই। হুজুর কেন কষ্ট পাবেন? ঐ দিকে একে নিয়ে গেলে হয় না!

১ম অ। কেমন, এইবার ত ঠাণ্ডা হবে সহজ সাধনের মহাপ্রভু! ওটা সাধন নয় তোমার, যমালয়ে যাবার রাজপথ। কিন্তু সহজ বটে, —অনায়াসেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি।

অ। (স্বগতঃ) আমায় পশুবলেই নিরস্ত করে রেখেছে,—হত্যা করতে চায়, তাই না হয় করুক। ধর্ম্মের নিন্দা করছে কেন?

ভৈ। কোন্‌খানে তোমরা নিয়ে যেতে চাচ্ছ?

২য় অ। কেন, ঐ মানুষখেগো মাঠের মাঝখানে, প্রেতের দল যেখানে রক্তপিপাসায় অস্থির হয়ে আছে।—একে নিয়ে গেলেই হুজুর, ছুটে এসে দাঁড়িয়ে প্রাণদণ্ডের উৎসব দেখতে থাকবে।

অনন্তকে অনুচরগণ লইয়া মাঠের দিকে ধাবমান হইল। যাইবার সময় অনন্ত প্রথমে এইরূপ চীৎকার করিয়া উঠিল:—প্রাণ যাবে, রক্ষা কর হে মধুসূদন! তৎপরে দুই এক পদ গিয়া আবার বলিল:—রক্ষা কর, এখন তুমিই আমার ভরসাস্থল।

ভৈরব তখন অস্থিরভাবে পাদচারণ করিতে লাগিল। ব্রজবিলাস ও ধ্রুব সেই সময়ে উত্তেজিত ভাবে প্রবেশ করিল।

ধ্রু। কি! ব্রাহ্মণকে বুঝি প্রাণে নিহত করবার জন্যই স্থানান্তরিত করেছ! কিন্তু, তা যদি হয় ভৈরব, তুমি বেশ জেনো, নিশ্চয় জেনো—(ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল)

ভৈ। (নিম্নস্বরে) স্থানান্তরে ত নিয়ে যাওয়াই হয়েছে।

ব্র। নিয়ে গেছে, তবে কি কিছুতেই তার পরিত্রাণ হবে না?

ভৈ। (নিম্নস্বরে) তা কি করা যায়···দোষের প্রমাণ তার অনেকটাই পাওয়া গেছে।

ধ্রু। কিসের প্রমাণ পেয়েছ? সে ত সর্ব্বৈব মিথ্যা।

ব্র। (চীৎকার শ্রবণে, মাঠের দিকে চাহিয়া) ওকি, আচম্বিতে ওকি হলো প্রভু,—কেন ওদিকে ওরূপ শব্দ হলো? (দু' এক পা, সে এবং ধ্রুব অগ্রসর হইয়া গেল) ঐ, ঐ দেখুন কি পড়ে রয়েছে, নাবোল জায়গার মধ্যে,—দেখুন কি হাতে করে ওরা বেগের সহিত, গর্ব্বিতভাবে আনয়ন করছে।

ধ্রু। (মাঠের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া) ওঃ তাইত, কি লোমহর্ষণ দৃশ্য, বীভৎস ব্যাপার!

ব্র। ভীষণরূপেই তার প্রাণবিনাশ করেছে!

ধ্রু। (উত্তেজিত ভাবে) ওঃ ছি ছি ছি, ব্রহ্মহত্যাই নয়নের সমক্ষে সংঘটিত হলো।

ব্র। অথচ আমরা তার প্রতিকার করতে পারলুম না।

অনুচরগণ অনন্তের মুণ্ড লইয়া বেগে প্রবিষ্ট হইল।

৩য় অ। এই দেখুন,—এনিছি,—নরমুণ্ডের উপহার নিন প্রভু।

২য় অ। এ সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের রক্তমাখা ছিন্নশির!

ভৈ। নিয়ে এসোছ, বেশ।

দ্বিতীয় অনুচর মুণ্ড ভূমিতলে রাখিল।

১ম অ। (দ্বিতীয়ের প্রতি) ও কি করলে! যত্ন করে এনে হতশ্রদ্ধা! আহা, এমন মুণ্ডু ধূলোয় পড়েই শেষটা কি না—

ভৈ। (অনুচরগণের প্রতি) থাক,—তোমরা না হয় ওদিকে গিয়ে দাঁড়াও।

অনুচরগণের প্রস্থান।

(মুণ্ডের প্রতি চাহিবার পর)

জয় শিবপ্রিয়া, দৈত্যকুলঘাতিনী! মা,—আজ তুমি বুকের ব্যথা, চক্ষুশূল, মনের অস্বস্তি, সব জঞ্জাল আমার দূর করে দিয়েছ। বেশ,—তবে আর এ স্থানে থাকার প্রয়োজন কি! (গমনোদ্যত)

ধ্রু। প্রয়োজন নাই! কোথায় যাবিরে আত্মশ্লাঘায় উন্মত্ত ব্রহ্মহত্যা-কারী দানব? হিন্দুনামের অযোগ্য, নরকের ঘৃণ্য জীব!

ভৈ। সাবধান,—জিহ্বাকে তোমার সংযত কর।

ধ্রুব দু' এক পা অগ্রসর হইয়া, ভৈরবের পথরোধ করিয়া, রোষের ভঙ্গীতে তাহার দিকে চাহিল।

ব্র। (ধ্রুবের প্রতি) ও আবার কি করছেন!

ভৈ। সরে যাও,—ও সব করে আমায় আট্‌কাতে পারবে কি?

ধ্রু। দর্প অহঙ্কার তোমার ধূলিসাৎ করে দিই,—তারপর সচ্ছন্দে যেতে পার।...আমার অভিশাপ গ্রহণ করার আগে তুমি, কোনক্রমেই যেতে পাবে না।

ভৈ। ভয়ের চোটে, তবে দেখছি নেহাত,—থর্‌ থর্‌ করে কেঁপে, শুয়ে পড়তে হবে।

ধ্রু। অভিশাপ! অভিশাপ নিয়ে নিশ্চয় জেনো আজ যেতে হবে নরাধম।

ভৈ। আজ্ঞে হ্যাঁ,...আমার মূর্চ্ছাগত হবার উপক্রম হয়েছে।

ধ্রু। আরে আরে পাপমতি, দম্ভপরায়ণ শাক্ত,—বেশ, যদি আমি ব্রাহ্মণ হই, ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে থাকি, সাধনায় যদি আমার সিদ্ধি হয়ে থাকে, কৃষ্ণচরণে মনের তন্ময়তা থাকে, তবে অচিরাৎ তুমি সবংশে, সদলে, বিনাশ—প্রাপ্ত হবে। সব যাবে, বংশের নাম লুপ্ত হবে, গৃহবাসের চিহ্নমাত্রও থাকবে না।...অপঘাত মৃত্যুই তোমাদের পাপের অলঙ্ঘনীয় প্রতিফল,—উপযুক্ত বিধান।

ব্র। একি, ভয়ঙ্কর, কঠোর অভিশম্পাত!

ভৈ। এতদূর! কিন্তু তোমাকেও আমি—

ব্র। (ভৈরবের প্রতি) আর কেন, আপনি চলেই যান না।

ভৈ। (ক্রোধ ও দুঃখের সহিত) কিন্তু,—তোমাকেও আমি সাহস করে বলতে পারি, আমি যদি বাস্তবিক কোন দোষ করে থাকি, বিশ্ব-মাতা আদ্যাশক্তিই তার প্রতিবিধান করবেন। তোমার অভি-শম্পাত, ওটা হয়ত বাতুলের হুঙ্কার মাত্র,—তুমি আমার তিলমাত্র অনিষ্ট করতেও পারবে না।—(যাইতে যাইতে) আমার ত ঐরূপ মনে হয়।

ভৈরবের প্রস্থান।

ব্র। থাক গে, ও ত ঐ রকম বলেই যাবে। ব্যাপারখানা তবে আদ্যো-পান্ত দেখতে গেলে,—আমাদের রাগ হয় না তত। বরং দুঃখই হয় অধিক।—আচ্ছা, এখন আপনার ক্রোধের শান্তি হয়েছে?

ধ্রু। তা' ত দেখতেই পাচ্ছেন। তবে কিনা কারণ ব্যতিরেকেও আমার ক্রোধের উদ্রেক হয়নি।

ব্র। বলছি এখন একটা অনুরোধ রাখতে পারবেন? দয়াপরবশ হন যদি, ইচ্ছা করলে এখনো ত অভিশাপের প্রত্যাহার করে নিতেও পারেন।

ধ্রু। না, সেটা জানবেন আমার পারমার্থিক বলের সীমা-বহির্ভূত। তবে এক আংশিক প্রতিকার, তা না হয় করে দিচ্ছি,—সেটা এই যে নিরীহ লোকের কোনরূপ নির্য্যাতন হবে না, কেবল হত্যাসাধনে সংশ্লিষ্ট লোকেরাই শাস্তি ভোগ করবে।

ব্র। আচ্ছা,—সেরূপ হলে দুঃখের কারণ কতকটা দূর হয়েই যাবে।

ধ্রু। আরও শুনুন,—দাহকার্য্যের আয়োজন করতে আমায় আশ্রমে যেতে হবে। আপনি এখানেই থাকুন,—(মাঠের দিকে দেখাইয়া) দেখবেন যাতে শবের কিছুমাত্র অনিষ্ট না হয়।

ব্র। (কিছু চিন্তার পর) সে আপনি অক্লেশেই যেতে পারেন। আর জানবেন যে এ খবর রায়পুরে গেলেই, তরুণ-সঙ্ঘের দল তৎক্ষণাৎ এসে, আপনার সহিত মিলিত হবে।

ধ্রুব তখন অনন্তের মুণ্ড হস্তে তুলিয়া এইরূপ বলিল :—অনন্ত, ও অনন্ত,—অকারণে আজ পাষণ্ডের হস্তে প্রাণ হারিয়েছ। ওঃ হো হো হো! এবং শেষে উহা লইয়া প্রস্থান করিল।

ব্রজ তৎপরে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল :— হায় হায়, ভাবতে গেলে আমি যে চারিদিকে শুধু বিষাদের চিহ্ন

দেখছি। আশ্রমে বিগ্রহ স্থাপনের আশা সুদূরপরাহত। আবার রাজ পরিবারের অবস্থা, সেটা আজকাল কিরূপ? না,—আলিনকী কোন অজ্ঞাত কারণে দিল্লী উদ্দেশে যাত্রা করেছে,—রাজা এখন রামনাথ ভাদুড়ীর আগমনে সাতিশয় বিব্রত। রামনাথ অবশেষে তাঁকে বলেছে, যে তিনি অস্বীকার করলেও নবাবের অধীন সামন্ত রাজা, সুতরাং অনাদায়ী কর হিসাবে তাঁকে অনেক লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে,—তবে যদি দেবার ক্ষমতা না হয়, নবাবের কাছে গিয়ে সে বিষয়ের মঞ্জুর নেওয়া চাই। কিন্তু···এখানে যা সংঘটিত হলো,···সেটাই হচ্ছে দুঃখের চরম অভিনয়, রোষভরে এই নিষ্ঠুর নরহত্যা।...তবে, একটা কথা···গোপী যদি এসে প'ড়ত তা হলে হয়ত ওরূপ···থাক, সেটা আমার চিন্তা করাই ভুল।

সে তখন নিম্নের গানখানি গাহিতে লাগিল।

গীত।

সুরট—যৎ।

রোষ প্রলয় রবি, কলুষ বাহন।
তবে আজি কেন মোহে সে বরিল,
পাপের পঙ্কিলে ডুবিল এমন?

জেনো রোষ যেই কালে কঠিন পরশে,
অনলে পোড়ায় নরে পীড়িয়া হতাশে,—
আসে কুমতি নিয়ে বিষের তুফান।

নিমেষে অজ্ঞান নর সে তুফানে পাড়ি দিয়ে,
মত্ত হয়ে পশুবলে, পিশাচ সাজিয়ে,
দৃষ্টি হারায়ে নাশে নিরীহেরি প্রাণ ॥

গানশেষে সে মাঠের দিকে চলিয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য।

ঘটনার সময়ঃ—পূর্ব্ব দৃশ্যের দু' এক সপ্তাহ পরে কোন অপরাহ্ণ কাল।

সাধারণের প্রকাশ্য রাস্তা। রাস্তার ধারে, এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের সম্মুখভাগে ভবতারণ ও যমুনা দাঁড়াইয়া আছে। উহাদের বামদিকে একটী মাঠ,—যথায় কোন এক ভগ্ন কুটীর অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। কিছু আগে ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ ও বৃষ্টিপাত হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি শেষ হইলেও আকাশ তখনও পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন। এমন সময়ে, সেই স্থানে, উভয়ের মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হইল।

ভ। দেখলে বাড়ী থেকে যখন বেরুই আমরা, বর্ষাকাল হলেও মেঘের উৎপাত বড় অধিক ছিল না। কিন্তু, যাই এখানে এসে উপস্থিত হলুম, আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল, যার ফলে অবিশ্রান্ত—ভাবে মুষলধারায়,—বজ্রনাদের সহিত বৃষ্টিপাত। আবার এমনি তার

বেগের আধিক্য হয়েছিল, যে এই বিস্তীর্ণকায়, নিবিড়, পত্রবহুল বৃক্ষ আমাদের ভিজে যাওয়া রহিত করতেও পারিনি। তুমি ত ছাটের মুখে দাঁড়িয়ে, আগাপাশতলা তখন ভিজেই গেলে। ওঃ তাইত, এখন করা যায় কি! যদিও এতক্ষণে মেঘ বর্ষণবিরত, ক্ষীণ, নিস্তেজ হয়ে এসেছে,—পথিমধ্যে হয়ত পুনরায় বারিবর্ষণ হতেও পারে। আমাদের আতপত্র কি সে সময় রক্ষা করতে পারবে!

য। কিন্তু. আধেক রাস্তায় এসে নিষ্ফল হয়ে ফিরে যাওয়া, সেটা কি উচিত হবে? তার অপেক্ষা…(ঊর্দ্ধে চাহিয়া) হঁা, ঐ চেয়ে দেখুন,—ঐ যে সূর্য্যদেব মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মেরে বেরিয়ে এলেন, (রৌদ্র ফুটিল) পৃথিবীর বুকে ওঁর উজ্জ্বল কিরণ-ধারা নেবে এল। মেঘগুলি এখন আস্তে আস্তে দূরে সরেও যাচ্ছে। যাক, তবে আমি ওদিকে গিয়ে, কাপড় চোপড় এইবার নিঙ্গড়ে ফেলিগে,— প'রবার জন্যে একখানা, পেঁাটলা থেকে বার করে নিলেই চলবে। বুঝতে পাল্লেন ত,—তারপর দুজনেই আবার চলতে সুরু করব।

যমুনা বৃক্ষের পশ্চাদ্‌ভাগে গমন করিল। ভবতারণ তখন এক চিন্তায় মগ্ন হইল।

ভ। (চিন্তা) আচ্ছা, শাস্ত্রকার যে উল্লেখ করেছেন, 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ',—তা ওটা যদি সব সময় খা'টত, তাহলে এ জগৎ কতই না সুনিয়ন্ত্রিত, কিরূপ শৃঙ্খলায় চালিত হত! আর তাতে আমাদের জীবনে কি প্রকার ভাগ্যবিনিময় ঘটত? না,—দুঃখ যাতনার পর সুখের আবির্ভাব, নৈরাশ্যের পর আশার

সঞ্চার, অশান্তির অবসানে শান্তির অভ্যুদয়। আবার বীরভূমে আজকাল ধর্ম্ম নিয়ে যে কাটাকাটি হচ্ছে, তার পরিবর্ত্তে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বয়ে যেত। বয়ে যেত, তাই বা কেন,—এবার এখানে তা নিশ্চয় হবে।...দেখছি একজন পরিচিত লোক এদিকপানেই আসছে,—কর্দ্দমময়, এ জনশূন্য রাস্তার ক্লান্তিবিরহিত পথিক।

ব্রজবিলাসের প্রবেশ।

ঠাকুরদা', আপনি ঐ পরিত্যক্ত ভাঙ্গা কুটীর থেকে বেরুলেন বুঝি?

ব্র। হঁা দাদা, ওখানেই বরাবর মাথা গুঁজে ছিলুম। আমার যাওয়া হয়েছিল ভাণ্ডীর বনের সেই আশ্রমে,—গোঁসাইএর কাছে। ফিরে আসবার সময় পথে এই অতিবৃষ্টিময়, দারুণ দুর্য্যোগ।...সে যাক, —তুমি কি কোন স্থানে যাবার জন্যে বেরিয়েছ নাকি?

ভ। তাত দেখতেই পাচ্ছেন। যাই বাড়ী ছেড়ে এখানে এলুম, অমনি গাছতলায় আটকে পড়ে গেছি। দেখলেম অতি ঘোর, জলদ-নির্ঘোষের পর তীক্ষ্ণশেলসম, বেজায় বৃষ্টিপাত; আবার তৎপরেই বিজয়ব্যক্তকারী প্রখর রৌদ্রের আগমন। আমি তাই দেখে আজ অপার চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিলেম।...বলছি, ধর্ম্মবিদ্বেষে এ প্রদেশ বহুদিন যাবৎ অন্তঃসারশূন্য, এবং তার ফলেই খুব সম্ভব অনন্ত ঠাকুরের হত্যা হয়েছিল, তা ঐ চাপা আগুন কি তার মৃত্যুর পর এক্ষণে নির্ব্বাপিত হবে না! কেন, তমসার পর শুভ্র আলোক ফুটে ওঠাই ত নিয়ম। বিপ্লব নিষ্ঠুরতার চরমে গেলেই ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া, শাক্তরা আজকাল সব স্থির ভাব ধারণ

করেছে,—তারা এরূপ ব'লছে যে ভৈরবসিং গোঁসাইর শাপে, হয়ত বা জীবন্ত অবস্থায় কবরিত হয়ে, পাপের ফলভোগ করবে।

ব্র। কিন্তু ওতে শান্তিসূর্য্যের উদয় হবে কি না, এত শীঘ্র তার উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবে আমার যেরূপ অনুমান, কেবল বৈষ্ণব—ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন বিস্তার হয় যদি, তা হলেই এ সমাজে কালক্রমে শান্তির অধিষ্ঠান হবে। অন্যথা আমরা উপায়হীন।...গোঁসাইকে কিন্তু আজও গোপাল স্থাপনায় আমি উদ্যোগী করতে পারিনি।

ভ। হয়েছে,—তবে আমার বাক্য একবারেই মিথ্যা নয়। অন্ততঃ, ঐরূপ সাধনা প্রচার হলে, এর পরে সে আশা সফল হতে পারে। কিন্তু, এইবার আমায় নস্য গ্রহণ করতে হয়েছে,—তা নইলে মাথা তিরিক্ষি হয়ে থাকবে, ভাবনার জের কিছুতেই মিটবে না। আচ্ছা, একটু দাঁড়ান, সঙ্গে করে নস্যির ডিবে এনিছি,—যাই, ওধার থেকে নিয়ে আসিগে।

বৃক্ষের একপার্শ্ব দিয়া তাহার প্রস্থান।
অন্যপার্শ্ব দিয়া আনন্দিত মনে যমুনার প্রবেশ।

ব্র। এ কি হলো! বাঃ, যমুনাও ত উপস্থিত। এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি? লুকিয়ে ছিলে নাকি? আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়োছ, —না? আমার ঠিক যেন মনে হচ্ছে বুঝি কোন অপ্সরা স্বর্গের বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ে, শন্ শন্ বেগে উড়ে, নেবে এসে এখানে দাঁড়িয়ে গেছে।

য। আপনি খুবই অবাক হয়েছেন,—না ঠাকুরদাদা? বহুদিনের পর আপনার সাক্ষাৎ হলো। আপনাকে বোধ হচ্ছে আজ কতই যেন দুর্ব্বল ও পরিশ্রান্ত।

ব্র। হতে পারে। তবে কিনা বাদলার হাওয়াই তার জন্য দায়ী। কিন্তু তোমায় যা দেখছি আজ,—ওঃ তাইত, বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে লীলায়িত সৌন্দর্য্যের ছবি একখানি। অথবা কোন উড্ডয়নকামী বিচিত্র-বরণ পক্ষী ; যেন কোন পণ্যমালায় পূর্ণ, ভরাপালে বাহিত, সজ্জিত, তরতরগামী নৌকা।

য। ও গুলি, কিছুই নয়, আপনার স্নেহময় চিত্তের আবেশ মাত্র। আচ্ছা, এবার আপনার বাড়ীতে গিয়ে, কিছুদিন রান্না বান্না করে খাওয়াব, তাহলেই হবে। তখন বুঝতে পারবেন যে আমি অপ্সরা নই, পাখী নই, গমনশীল তরীও নই,—কেবল আপনারই অনুরাগে বর্দ্ধিতা, প্রীতি সৌরভে পরিস্নাতা, গুণমোহিতা, আদরের নাত্‌নী।

নস্যদানি হস্তে লইয়া ভবতারণের পুনঃ প্রবেশ।

ভ। হাঁ ঠাকুরদাদা। আমার মতন ওকি শুধু কাব্যপুরাণ ঘেঁটে ঘেঁটেই সময় কাটায়। ও যে হেঁসেল ঘরে প্রবেশ করে, হাত পাকাতে আরম্ভ করেছে। রীতিমত রান্‌তে পারে, এক একদিন এম্‌নি রসুই করে যে ওর বৌদিদি পর্য্যন্ত, হার মেনে যায়। তখন ছন্দ-বন্দ করে, কত তারিফ করতে থাকে।

ব্র। ওঃ, তাহলে ত আরও হিতপ্রসবিনী···বেশ, বেশ। তবে, আমার ওখানে গিয়ে কিছুদিন হাঁড়ি ঠেলতেই হবে। গেলে পর জানতে পারব আমি, রন্ধনবিদ্যায় দ্রৌপদী হয়েছে কি না ;—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হরণ করতে অন্নপূর্ণাই বা হয়েছে।

ভ। দেখতে পাবেন, দু'রকমই হয়েছে। আপনার ঘৃত, লবণ, তণ্ডুল,

তরকারী, কোন ভাবনাই ভাবতে হবে না। তা' ছাড়া, বদ্দিনাথের মতন যদি ক্ষীরওলা দই খেতে ইচ্ছা হয়, তাও আপনাকে পেতে দেবে।

য। তা বটে। ভোজনের পর নির্ব্বিবাদে আপনি হরিনাম গাইতে পাবেন। তখন, নিশ্চিন্ত আরামেই আপনার দিন কেটে যাবে।

ব্র। যাক, এখন ওকে মনোমত বর, যোগ্য পতির সহিত মিলিত করা, —তোমায় ত বলিছিলুম হে, আমার দ্বারাই ও কাজের উদ্ধার হবে, তা কই গেলে তুমি! দুদিন ধরে তুমি যাবে বলে, বাড়ীতে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করলুম, অথচ তোমার পায়ের ধূলোই পড়ল না। সেই জন্যই ত বিরক্তি বোধ হচ্ছে। এখন সন্দেহ হয়েছে, যে তোমার একটুখানিও গরজ নাই ওতে, এক বিন্দুও নয়।

ভ। এই নিন, এ অধমের মুখে কিছু শোনবার আগেই যে, এক তরফা বিচারে, মন্তব্য জাহির করলেন!

ব্র। আরে ভাই, উপর্য্যুপরি তোমার সাক্ষাৎ পাইনি, আমি অম্‌নি অম্‌নি কি দুঃখু করছি। আমার বিশ্বাস যে পাত্রের সন্ধানে কয়েক বৎসর, দেশটাকে উজোড় করে, তুমি হাল ছেড়ে দিয়ে বসোছ। তাই হবে, নিশ্চয়,—সে জন্যে কোন চেষ্টা করতে একবারেই চাও না।

ভ। দেখছি কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বিচার খুব সোজা-সুজি করতেই পারেন। বল্লেন যা মিথ্যে নয়, ও কথা বেজায় খাটী, নির্জলা, নিটোল, ভেজালশূন্য। (হাস্য)

ব্র। অত হাসছ কেন হে?

ভ। হাঃ হাঃ হাঃ।

ব্র। ভায়া তুমি যে হেসেই মাত করলে। আচ্ছা, আগে আমি জানতে চাই, এ সময় দুজনে মিলে কোন দিকে, কোন আস্তানায় যাওয়া হচ্ছে!

য। সেকি? আপনি বুঝি এখনও টের পান নি। আমার মামার বাড়ী যেতে সাধ হয়েছে। অনেকদিন সেখানে যায় নি। তাই দাদাবাবু আমায় রেখে আসতে যাচ্ছেন।

ব্র। হঁা, তা এক প্রয়োজনীয় কর্ম্ম বটে। ভবতারণ, তুমি তাহলে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হও, যে সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমার বাড়ী নিশ্চয় যাবে। পাত্রের সন্ধান, তাও আমার করা হয়েছে। পাত্র এক নবভাবে উদ্দীপ্ত, মহাপ্রাণ, কর্ম্মপরায়ণ যুবক। ভায়া, তোমাকে নিয়ে আজ বিয়ের প্রস্তাব করতে যাব। কিন্তু তুমি হাজির হতে এবার ভুল করবে না ত?

ভ। (ভাণের সুরে) আজ্ঞে সে কি, আমায় যেতে হবে বই কি, না গেলে কি চলবে, যেতে পারব বলেই ত মনে হয়। হঁা, তা আমি যেতে পারি, শুধু আমার স্মরণ থাকে যদি। তবে এটুকু না হয় ধরেই রাখবেন যে যাওয়ার সম্বন্ধে কোন স্থিরতার লেশমাত্র নাই। কেন না, এটা ত জানেন যে লোকের ভুল হতেই বা কতক্ষণ, কথায় বলে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"।

ব্র। না, না,—ঠাট্টা উপহাস ছেড়ে দাও হে।

য। দাদা,—আপনি চলুন না। বেলা যাচ্ছে,—অনেক রাস্তা এখনও পার হতে বাকী। সুমুখে এক আশ্রয়হীন, প্রকাণ্ড মাঠ পড়ে রয়েছে।

ভ। এই যে, ঠাকুরদাদা ওঁর উদ্বেগমগ্ন বাক্যস্রোতে একবার পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলেই ত হয়।

ব্র। কিন্তু আগে আমায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানাও, আমার ওখানে যাবে কিম্বা যাবে না।

ভ। আজ্ঞে, সেটা কি লেখাপড়া করে না দিলেই চলবে না? জানি সাদাসিদে লোক আপনি, পরের উপকার করতে বড়ই লালায়িত। কিন্তু ও কাজে আসল গরজটা কার? আপনি ভার নিয়েছেন বলেই কি নিশ্চিন্ত আছি? বলি তা নয় ঠাকুরদা',—দুদিনই আপনার কাছে গেছলুম। সেখানে পৌছতে একটুখানিক বিলম্ব হয়েছিল, যাবার আগে আপনি বেরিয়ে পড়েছিলেন।

ব্র। তাই নাকি? তাহলে আজকে তুমি যাবে বলেই যে বোধ হয়!

ভ। তাত যাবই। যথাসময়ে আমি উপস্থিত হচ্ছি আজ।

ব্র। ওঃ তবে তোমার ধরণ-ধারাণ বুঝতে পারি নি বটে। তোমার চাড় আছে বই কি, হাঁ, বিলক্ষণরূপেই আছে।

ভ। তাত আছেই। তবে সে চাড়টা আমি লোকসমাজে দেখাইনে। সহজে অন্ততঃ নয়। কি জানেন, পাত্র অন্বেষণ উপলক্ষে আমায় বিস্তর চালবাজী শিখতে হয়েছে। তাই কখন হই চতুর চূড়ামণি, —আবার কখন হই ফাজিল শিরোমণি। যখন দরকার হয়, তর্ক-বিতর্কের বেড়াজাল নিক্ষেপ করি,—লোকের জান হায়রাণ করে দিই।

ব্র। আমার মনে হয় তুমি হাঁ এবং না, দু'রকমের কথাবার্ত্তা এক এক সময় যেন—

ভ। (হাস্যোদ্দীপক ভাবে) আজ্ঞে হাঁ। তবে সেটা চালিয়ে থাকি খুব কায়দার সহিত। এই যেমন,—নেমতন্নয় গিয়ে খেতে ব'সলে, কেউ যদি বলে, ও মশাই, অমন করে কেন বসে, খাবার ইচ্ছে হয়েছে ত, আহার করতে বোধ হয় বাধা নাই। তখন আমি বলি,—সে কি হে, ইচ্ছে কি আর আছে, আমি ভয়ঙ্কররূপেই গররাজী। তবে কিনা, আসবামাত্রই নিজহস্তে, নিজের পাত করে নিয়িছি, জল এনিছি, হাত ধুয়িছি, আচমন করাও হয়ে গেছে, আর নুন, নেবু ইত্যাদি যা যা আবশ্যক, সে গুলো আমার বাড়ী থেকেই আনা হয়েছে। তা কি করি বল, তোমরা নেমতন্ন করে এনোছ যখন, ভোজন পূর্ব্বক তোমাদের আনন্দ বাড়িয়ে দোব না! …(ঈষৎ হাসিয়া) কেমন! শুনলেন ত,—এইবার ঠাওরাতে পেরেছেন?

ব্র। হাঃ হাঃ হাঃ,—সে যাই হোক, শোন। আমি যেমন করে হোক, যমুনার বিবাহ সংস্কার অবশ্যই সম্পন্ন করাব। জেনো এ বছরের মধ্যে তা কার্য্যে পরিণত হবে।

তৎপরে দৃশ্যপট অপসারিত হইল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ঘটনার সময়:—পূর্ব্ব দৃশ্যের ন্যূনাধিক দেড় মাস পরে, কোন দিবসের মধ্যাহ্নকাল।

নওয়াডিস্থ ঘোষাল পরিবারের * বাটী। অন্তঃপুরের পার্শ্বস্থিত অংশ। প্রাঙ্গনের একপার্শ্বে, নির্জনে ও পৃথকভাবে অবস্থিত বসিবার ঘর। যমুনা এবং সুহাসিনী তথায় দাঁড়াইয়া আছে। যমুনার শ্বশুরালয়ে উহার বিবাহের অব্যবহিত পরে, পাকস্পর্শের দিনে এই আনন্দ মিলন। বিবাহ ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইবার পর সুহাসিনী নিম্নের গানখানি ধরিল। তাহাদের নিকটে দুইটী ছোট বালিকাও আছে। বালিকাগণ মালা গাঁথিতে লাগিল।

গীত।

বারোঁয়া মিশ্র—যৎ।

জাগে মরমে সখি সেই স্মৃতিছায়া,—
যবে তুমি অনুরাগে মজায়িলে হিয়া।
ওগো শৈশব রাণী, স্নেহ মমতার খনি,
কত খেলা খেলিতে গো সোহাগে মাতিয়া।

---

* কৃষ্ণকিঙ্কর ও গোপীবল্লভ প্রভৃতির বাসগৃহ।

আজি বধুবেশে তুমি, কি মাধুরী ঝরে,
বহে সুধা-স্রোত কিবা অবিরাম ধারে ;—
পলকে সমীর তাই প্রমোদ বিহারে,
চুরি করি ধীরে ধীরে আসিছে নাচিয়া ॥

য। দেখ, তোমার যখন এ অঞ্চলে বিবাহ হলো, আমিও কতবার ঐরূপ সৌভাগ্যের কামনা করতুম। কিন্তু, তবু ভাই বিশ্বাস হত না। বলতে কি একদিনের জন্যও ভাবিনি যে সত্য সত্যই আবার শৈশব সঙ্গিনীর সহিত মিলিত হতে পারব।...সে যাক, ঈশ্বর কৃপায় যখন আমাদের পুনর্ম্মিলন হলো,—তুমি হয়ত প্রত্যহ এখানে আসতে পারবে। আমিও এমন কি কখন কখন তোমার স্বামী-গৃহে—

সু। দু'জনের দেখা সাক্ষাৎ, সেত হবেই। তুমি যদি না যেতেও পার, আমার এখানে আসা অক্লেশেই হতে পারবে। জেনো নিত্য নিত্য এম্নি সেজে এসে, আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যাব। গায়ে তোমার সোহাগের বাতাস ঢেলে দোব। কিন্তু গৃহকাজে তুমি ব্যস্ত হয়ে না থাকলেই মেলা-মেশা বেশ জুতসই হবে, ব্যস্ত হলে পর একটু খানিক ফিকে হয়ে যেতে পারে।

য। আচ্ছা, সংসারের কাজ কি যে আমায় করতে হবে, তা কই কেউত এখনও বলছে না।

সু। এখুনি কি বলবে, ওমা! তুমি যে বিয়ের কনে। তবে আজকাল তোমাকে কাজ দেখাতে হবে, রান্নার যোগাড় করে দিয়ে আর পূজো আচ্চার ফুল তুলে এনে,—এর বেশী বোধ হয় আর কিছু

নয়। অথচ এর পর তোমার হাতেই কর্ত্রীত্বভার সব এসে পড়বে। সে সময় নিঃশ্বেস নিতে, তোমার অবকাশ হবে না। তখন তুমিই হবে সর্ব্বময়ী, বরপ্রদায়িনী রাণী, হুকুম দেবার মালিক।

য। দেখ, ভারী কাজ কর্ত্তে হলে আমার সন্তোষ হয় বটে। আমি সুখের হিল্লোল প্রবাহিত করতে চাই। কিন্তু কাউকে হুকুম দিয়ে চালাতে যাওয়া, সে আমার কেমন খারাপ বলেই বোধ হয়।

সু। ওমা, সে কি হয়! তবু সকল কর্ম্মের সেরা যেটা তা এখনো শুনতে পাওনি, শুনবে কর্ম্ম আসরে থেকে যাই কিঞ্চিৎ সুযোগ পাওয়া, অমনি তৎক্ষণাৎ শয়ন মন্দিরে শ্যামচাঁদকে দেখতে যাওয়া. —আর তাকে বলা যে তুমি সামনে এসে বসো, মোহনবাঁশী বাজিয়ে প্রাণে হাসি মাখিয়ে দাও।

য। সে কি, আমার কি শুধু সুখের পিপাসায় অধীর হয়ে, নয়নমনের তৃপ্তিলালসায় লজ্জাসরমকে চির বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত!

সু। আরে ভাই তুমি যে বৃন্দাবনের যমুনা নদী। কাজেই শ্যামরায়ের বংশীধ্বনি একমনে নিয়ত শোনার দরকার। শ্যামকে দেখার জন্যে আকুলি বিকুলি হয়ে দৌড়ে যাওয়া যাই,—এই, যেম্নি কোন পূর্ণ-কায়া কলনাদিনী তটিনী, ঢেউ তুলে, এঁকে বেঁকে, সাগরের উদ্দেশে, অবিরাম ধাবিতা হয়।

য। সে ভাই, ঠাট্টা ক'রলেও কিন্তু, পতিই হলো রমণীর হৃদয়-দেবতা। দেখ, আমি বিবাহ জীবনে প্রবেশ করে প্রথমেই যা দে'খছি, দেখতে পাচ্ছি যে এটা রঙ্গভঙ্গময় চিত্ত বিলাসের কুসুমশয্যা নয়।

আমার বেশ ধারণা হয়েছে যে আমি এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছেড়ে সুবিশাল কর্ত্তব্যের রাজ্যে উপনীত হয়িছি। আগে ছিলেম সরোবরে, এখন সমুদ্র বক্ষে; আগে ছিলেম কুটীরে, এখন অট্টালিকায়। আর যিনি এই রাজ্যের অধীশ্বর, আমি তাঁর চরণ-কমলের চিরআশ্রিতা দাসী।

সু। দাসী ব'লছ। ওমা তাও কি কখনও হয়! তুমি তার হৃদয়-গগনের পূর্ণশশী, দেখনহাসি, রাজমহিষী হয়ো। সখি সে জন্য তোমাকে দূরে দূরে আড়ালে থাকলে চ'লবে না। রাজা মশায়ের কাছে, আশে পাশে ঘুরতে হবে। প্রতিনিয়ত তার মুখপঙ্কজ নিরীক্ষণ করতে হবে। আবার হেলে দাঁড়িয়ে, ঘুরে ফিরে, না'চতে না'চতে দেখাও চাই,—তোমার ঐ মৃগনয়নের হাসিমাখা, উজ্জ্বল কটাক্ষে।

য। কিন্তু, আমি ত জানি, পতির মনে শান্তি বরিষণ ও তার কল্যাণ উদ্দেশে সর্ব্বস্ব অর্পণ, শুধু এই সব করাই নারীজন্মের সৌন্দর্য্য-ভূষণ। আবার তার পুণ্যসাধনের মূলে উৎসাহ সলিল সেচন করা, সেত নারীকুলের অতুল সুখ-সম্পদ, বিবাহিতা নারীর যোগ্য প্রতিদান। তাই আমি সে পথে প্রবিষ্ট হয়ে, গৌরবমালা ধারণ করতে, প্রতি-দিন আপনাকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছুক হয়িছি।

সু। ওঃ, তোমার দেখতে পাচ্ছি রাজার মুকুটমণি হতে আদপেই সাধ নাই। কেবল তার বসবার গদী হতে চাইছ, কিম্বা তার পানের ডিবে! বলি তা যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে এখন থেকেই তার লাঠি তরোয়ালের সেবায় সজাগ হয়ে কোমর বেঁধে লেগে যাও।

লাঠিগুলোয় তেল মাখাতে সুরু কর। তরোয়াল খানায় মিহি ধার দিতে থাকো।

য। সে আমায় যা কেন বল না। আমি অস্ত্রআভরণ কিন্তু দেখতেই বা পাচ্ছি কোথায়! খুঁজলেম বাড়ীর প্রত্যেক ঘরে, অন্তঃপুর সীমানার মধ্যে,—তবু তার সন্ধান কোন যায়গায় পাওয়া গেল না।

সু। ওঃ, তবে বোধ হয় অস্ত্র আখড়ায় রেখে দেন। এখানে সেসব রাখেন না।…সে যাক,—কথাটা যখন ফন্দী করে ওঠান গেছে,—তোমায় বাস্তবিক যা বলতে চাই ও সম্বন্ধে, তাই এখন শোন। উনি ব্রাহ্মণ হয়ে যে অস্ত্রচালনা করেন,—সে কাজ কি ভাল হচ্ছে? ওনার লাঠিখেলার দলকে,—তোমায় যে কোন উপায়ে হোক ভেঙ্গে দিতেই হবে।

য। ব'লছ লাঠি চালনা রহিত করে দেবার জন্য। কিন্তু আমাকে দিয়ে তা কেমন করেই বা সম্ভব…শুনতে পাই পরোপকার করাই তাঁর আসল অভিপ্রায়।…আমার ওরূপ আচরণে বাধা দিতে যাওয়া সঙ্গত হবে কি?

সু। কেন আমি যদি অন্যায় বলে তোমায় সম্পূর্ণরূপেই বোঝাতে পারি?

য। না, তাতেও এমন কি নিষেধ করা আমার পক্ষে অসঙ্গত। কেন, আমি ত তাঁর স্নেহভাগিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, জীবনতরীর সহযাত্রিকা। আমি কেন তাঁর ব্রতের অন্তরায় হতে যাবো! বরঞ্চ, তাঁর সমুদয় সুখদুঃখের অংশভাগিনী হওয়া নিশিদিন স্বর্গবাসের ন্যায় প্রার্থনীয়।

তুমি দোষগুণের বিচার করতে ব'লছ, আমার পক্ষে তা অনধিকার চর্চ্চা ভিন্ন আর কি ! তা ছাড়া, আমার মনেও একান্ত ইচ্ছা হয়, আমি পরোপকার মন্ত্রে যদি দীক্ষিতা হতে পাই, আমিই হয়ত একদিন পরের মঙ্গল বিধান—

[গোপীবল্লভের প্রবেশ ।

গো। তোমরা বুঝি গান বাজনা করবে বলেই এ ঘর পছন্দ করে নিয়েছিলে ?

সু। আজ্ঞে হাঁগো হুজুর,—এখন ঐখানে গিয়ে যমুনার ডান দিকে দাঁড়াও দিকিনি।

গো। অম্নি ফরমাস্ কল্লেই হবে কি !···আমার যদি সে ইচ্ছা নাই হয় !

সু। সুড় সুড় করে যাও বলছি। নইলে চিপীটক ভক্ষণ করে, নারকেল গাছ থেকে, তোমায় পাখীর ছানা ধরে আনতে হবে। কিম্বা তা যদি না পার, তবে রক্তচন্দন গায়ে মেখে, পানা পুকুরে নেয়ে এসে, কেঁদো বাঘের সঙ্গে মল্ল-যুদ্ধ করা চাই।

গো। ও বাবা ; অত কস্রৎ কি দেখাতে পারব ?

সু। এখনও তুমি দেরী ক'রছ ? বুঝলেম ফুলশয্যার শুভ রাত্তিরে যার ভূমিকম্প দেখা দেয়, সে বড় সহজ লোক হয় না।

গো। কেন, ভুমিকম্পর মতন সে কি ঘাড় ধরে তোমায়, ঘর থেকে তাড়িয়ে, উঠোনের মাঝখানে বসিয়ে দেয় ; না অজ্ঞান করে হটাৎ মাঠের দিকে নিয়ে যায় ? যাকগে, তুমি বায়না ধরোছ যখন, নতুন সম্পর্কে আবার শালীও হও,—কাজেই আমায় যেতে হবে।

গোপীবল্লভ যমুনার ডান দিকে গিয়া দাঁড়াইল।

বালিকাদ্বয় উভয়কে মাল্য প্রদান করিল।

স্থ। বলিহারি যাই। কিবা প্রাণ মজানো অপূর্ব্ব মিলন! তবে এটা চাঁদের মিলন নয়; দুঃকম দুষ্প্রাপ্য ফুলের মেশামিশি। বরমশাই এক বিশাল স্থলপদ্ম, আর কনে আমাদের রূপ, রস, গন্ধভরা ফুটন্ত পারিজাত। সে যাক,—বরের কাছে আমার নালিশ আছে একটা, আজ তাকে সে বিষয়ের বিচার করতেই হবে।

গো। কিন্তু, যাকে গন্ধশূন্য ফুল বানিয়ে দিলে, তার কাছে বিচার প্রার্থনা কচ্ছ, এ আবার কি?

স্থ। আচ্ছা, তবে না হয় তোমাকে ফুলের শ্রেষ্ঠ করে দিলুম,—এই যাকে বলে গন্ধরাজ; যার খোসবাই ভারি সরেস, খুব অটুট।…তোমায় বলছি কি জান, লাঠি সোটাকে নদীর জলে বিসর্জ্জন করে, খেলোয়াড়ের দল ভেঙ্গে সাফ করে দিয়ে, তুমি ঘরসংসারের দিকে নজর লাগাও।

গো। সে কি! লাঠিখেলার কারণ প্রভৃতি তোমায় ত বোঝান হয়েছে, যখন বিয়ের আগের দিনে খেতে এসে জিজ্ঞাসা করলে। তোমার সে কথা মনে নাই কি?

য। (সুহাসিনীর প্রতি) তবুও তোমার সন্দেহ যায় নি বুঝি?

স্থ। সে আমায় কি যে জানালে ভাই,—বলে ওটা আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বিশেষ।

গো। সে কথাই ঠিক। জেনো ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমার উপাস্য দেবতা। কিন্তু তাঁর উপাসনায় এখনও তত রত হয়নি, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর

হব, আর হব শুধু তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী, ধর্ম্মজগতের কৌস্তুভমণি গীতার সাহায্যে। গীতার বিষয় তোমরা কিছু না কিছু শুনেই থাকবে। তাতে সাধনার নানাবিধ উপায়, ধর্ম্মের সারতত্ত্ব আছে। তাতে সর্ব্বলোক পালনযোগ্য এক কর্ম্মযোগের সঙ্কেত আছে। বুঝলে? তাই এখন চাচ্ছি সে পথেই চ'লতে;—ত্যাগশীল, হিতকর কাজের অনুষ্ঠান করতে। কেন, আমরা যে ধার্ম্মিক লোকের সহায়তা করি, বিপন্নের উদ্ধার কল্পে ছুটে যাই, সে সব কি নিঃস্বার্থ ভাবের উদাহরণ নয়?

সু। তা যেন হতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণব হয়ে যে অস্ত্র ব্যবহার ক'রছ, সেটা তোমার উচিত হচ্ছে কি?

গো। আবশ্যক হলেই তা করতে হয়। তাতে কোন দোষ নাই। তবে এটা আমায় স্বীকার করতে হবে, যে আমি নূতন ধরণের বৈষ্ণব। কেবল গীতার বাক্য অনুসারেই সাধনার পথ স্থির করে নিয়িছি।

সু। তা বেশ! মাত্তর পূজো আচ্ছা করা, সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে ত? আর সেই জন্যেই না মেয়ের দল তোমায় টিট্‌কিরী দেয়। বলে অমুকের অমুকচন্দর, সে ত কেবল লাঠি নিয়ে ধিঙ্গিপদ হয়ে নেচে বেড়ায়,—আবার বিয়ের জল শুকোতে না শুকোতে আখড়ায় গিয়ে, লাঠির হুঙ্কার শব্দে, সারা মুল্লুকখানা কাঁপিয়ে ছাড়ে।

গো। ওহো, আমায় দে'খছি,—তুমি নিতান্তই—

সু। কেন, তোমার কৈফিয়ৎ থাকলে তা শুনিয়ে দাও না। যমুনা, তুমিও ত অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে আছ।

য। (নিম্নস্বরে) আমি এইরূপ বলি যে ধর্ম্মের বিষয় নিয়ে আমাদের তর্ক করাও মহাপাপ।

গো। আচ্ছা, তুমি ওসব যে ব'ললে,—বাস্তবিক কি আমার জীবন-পদ্ধতি, রীতি নীতি হৃদয়ঙ্গম করতে পার না। সত্য বটে, আমার দেবার্চ্চনায় তত মনোযোগ নাই। কিন্তু আমি কর্ম্ম-পাশে জড়িত হয়ে নিরন্তর ঈশ্বরের নাম করি। তাঁর কাছে হিত-কর্ম্মের ব্যগ্র কামনা ভিক্ষা করেও নিই। তাঁকে ভক্তির সহিত বলি, যে আমায় নিষ্কাম সাধনায় তুমি ব্যাপৃত করে রেখো। আমি তোমায় চাইনে প্রভু, জগৎকেই চাই,—এখন তোমার আরাধনার পূর্ণ অবসর কই! আবার সে সময় কেঁদে কেঁদে এ কথাও জানাই যে কর্ম্মসাধনার ফলে যে দিন আমার অহমিকা দূর হবে, সে শুভক্ষণের প্রারম্ভ হতেই, আমি তোমার পূজাতে নিশিদিন বিভোর হয়ে থা'কব।

সু। এমন ধারা,—ওঃ তুমি তবে অস্ত্র নিয়েছ বোধ হয়, স্থিরভাবে চিন্তা করে দেখেই।

গো। হঁা, অনেক ভেবে চিন্তেই আমি অস্ত্রব্যবহারকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিছি। ওতে নানারূপে আমার পল্লীবাসীর হিতসাধন করাই অভি-প্রায়। আবার নারী জাতির মানসম্ভ্রম যাতে নিরাপদ হয়, সে-দিকেও যথাসম্ভব বিহিত করা হয়েছে। কেন না, এটা স্থির যে বীরভূমরাজ্য আমাদের শত্রু, বর্গীগণ দ্বারা পুনরায় আক্রান্ত হবে।

সু। বর্গীর ভয় হবে! ও হরি! বল কি! বর্গীরা যে আবার লু'টতে আসবে, কেমন করে তুমি জানলে?

গো। সবাই এরূপ অনুমান করে থাকে। শীঘ্র হোক, কিম্বা দিনকতক পরে হোক, আক্রমণ যে করবে তারা, তাতে অন্ততঃ ভুল নই। আর তাদের সম্বন্ধে অপবাদমূলক জনরব আছে যা, মনে হয় কুল-মহিলার প্রতি কখনো কখনো তারা অত্যাচার করেও থাকে।

সু। বল কি, তবে একটা দুটো নয়, তুমি হাজার হাজার আখড়া খুলে দাও,—দিয়ে,—লাঠি ধরতে, তরোয়াল ধরতে, বল্লম ধরতে সবাইকে শেখাও। নিশ্চয় তাই করো। বর্গীরা আসবে যখন, তারা সহজে অন্ততঃ স্ত্রীলোকের লাঞ্ছনা করতে অগ্রসর হবে না।

য। (সুহাসিনীর প্রতি, নিম্নস্বরে) কেমন, আর কোনদিন ভাই, লাঠি-খেলার নিন্দে করবে কি ?

সু। ওঃ তাইত! আমি আজ থেকে ওর বিরুদ্ধে কোনই আপত্তি তুলব না। লাঠিচালনার গুণ আছে বই কি,—একে একে সেসব বুঝতেও পাচ্ছি। ভেবেছিলেম যে ওটা অপমানজনক ঘৃণিত আচার। কিন্তু, যা শুনতে পেলেম তাতে খুব বিশ্বাস হয়েছে, যে ওটা পরোপকার মন্ত্রের প্রত্যক্ষফলবান, অজেয় অস্ত্র ; ওটা স্বদেশ-প্রেমের বজ্রময় সুকঠিন রণসজ্জা। তাই বটে, যথার্থ,—ঐ লাঠিই আমাদের ধর্ম্ম আচরণে প্রকৃত সহায়, অপমানে দুর্জ্জয় সাহস, লজ্জায় রক্ষাকবচ। লাঠি বিপদকালেও এমন কি এক নিমিষে পরিত্রাণকারী।

যোগেশ্বরীর প্রবেশ।

যো। ওগো, তোমরা এ ঘরে এখনও রইলে। অথচ নিমন্ত্রিত লোক কেউ কেউ বসতেই পাচ্ছেন না। আমি দেখলুম যে জনকতক

উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আচ্ছা, এক কাজ কর দিকিনি—(সুহাসিনীর প্রতি) এই তোমাকেই ব'লছি বাছা, তুমি বৌমাকে নিয়ে, এদের নিয়ে, রসুই ঘরের দাওয়াতে যাও।

গো। যাক, আমিও তবে বৈঠকখানায় যাই। দেখতে হবে আমার সঙ্গীরা এসে পৌছিল কি না। দেখ মা, বীরসিংপুরে একটা বিভ্রাট হয়েছে, শুনছিলুম আমি। তাই তাদের পাঠিয়ে দিলুম,—তারা সেখানে গিয়ে, স্বচক্ষে দেখে এসে, সে বৃত্তান্ত আমায় ব'লবে।

যো। বেশ, তারা ফিরে এলে না হয় এক পংক্তি বসিয়ে দিতে ব'লো। আমাদের রান্না বান্না প্রায় শেষ হয়ে এলো, সব হয়ে গেছে,—কেবল দু' একটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত হতেই বাকী।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ঘটনার সময় :—পূর্ব্ব দৃশ্যের অব্যবহিত পরে।

ঘোষালদের বাসগৃহের পূর্ব্বোল্লিখিত অংশ। বসিবার ঘর হইতে দূরে অবস্থিত, প্রাঙ্গনের অন্যপার্শ্বস্থিত চণ্ডীমণ্ডপ,—যেখানে পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। তথায় দাঁড়াইয়া দুইজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কথোপকথনে নিযুক্ত।

১ম। আজ্ঞে হ্যাঁ,—এখানে থাকার চেয়ে, বাইরের দিকে যাওয়াই

ঠিক। তাহলে বীরসিংপুরের আসল বৃত্তান্ত কি,—ভালরূপ শু'নতে পাওয়া যাবে। ছেলেটি জানিয়ে গেল যা, কথায় কথায় যা বল্লে,—বু'ঝতে পারলুম সে অঞ্চলটা ভূমিকম্পের ফলে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, অধিবাসীরাও হয়ত অনেকে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকবে।

২য়। তা আমি বরাবর ধরেই রেখিছিলুম। হতে পারে,—নিশ্চয় তাই হয়েছে।···মাঝে মাঝে ঐ ধরণের কথা, গুজবের মুখেও কিছুদিন প্রচার হয়েছিল। আমরা কোন সময়ে এরূপ শুনতেম যে সেখানে ভূতের দৌরাত্ম্য সুরু হয়েছে, যাতে বার আনা রকম লোকজন উধাও হয়ে গেল; আবার কেউ ব'লত যে সেখানকার জায়গা এবার বেমালুমভাবে দিন দিন বসেই যাচ্ছে।

১ম। ও, সেত লোকের আন্দাজ মাত্র। ভৈরবসিং যাতায়াতের পথ বন্ধ করাতে, গাঁয়ের প্রকৃত অবস্থা আমরা শুনতেই পেতুম না। কিন্তু এবারের বিপর্য্যয় কাণ্ড, এটা কি আর চাপা থাকবে! বোধ হয় এম্নি লোক নিমন্ত্রণে এসেছে,—যে আগাগোড়া সঠিকরূপে তা বলতেই পারে।

উভয়ের প্রস্থান ও কৃষ্ণকিঙ্কর, ব্রজবিশ্বাস এবং জনৈক রাজনগরবাসীর প্রবেশ।

কৃ। আহারের বিলম্ব রয়েছে যখন, এখানেই আপনারা বিশ্রাম করুণ। (সকলের উপবেশন) যাক, ভূমিকম্পের বিষয় যা বলতে চাইছিলেন, আমরাও তার সম্বন্ধে অল্পবিস্তর শুনতে পেয়িছি। শুনলুম যে

বীরসিংপুর রাত্রিকালে এক জনহীন করাল প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যে ভাবে রাত্রিতে কম্পন হয়েছিল,—প্রবলভাবে ত দু'বার হয়েছিল মাত্র,—কাজেই অতদূর বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা, ভৈরবসিংহের যে মৃত্যু হয়েছে, এটাত যথার্থ কথা?

ব্র। ভৈরবের পরলোকপ্রাপ্তি, সে ত হয়েছেই। তবে যদি অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয়েছে শুনে থাকেন,— সেটা জানবেন একবারেই ভুয়ো।

রাজ-বাসী। তার উপর ভীষণ প্রান্তরের বিষয় বললেন যা,—সেটা শুধু ভূমিকম্পের খেলা নয়। বীরসিংহ বহুকাল হতেই জনশূন্য হয়ে গে'ছল। কেননা, জমীদারের মারপিটের ধাক্কায় অনেক প্রজাই সট্‌কান দেয়। আবার দিবাভাগে শুনিছি,—প্যাঁচার শব্দে চারিধার ক্রমান্বয় কেঁপে উঠ্‌ত।

ব্র। সত্য বটে। আর যারা এখন বাস করছিল, তাদের মধ্যে কেবল ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত অপরাধিগণ মৃত্যুমুখে কবলিত হয়েছে।

কু। ও, তবে সব বৃত্তান্ত গোড়া থেকেই বলুন না। বিস্তারিত্‌ভাবে আমি কিছুই ত জানি না। কেবল শুনিছি এই যে বীরসিংহ কাল রাত্তিরে উজোড় হয়ে গেছে,—অথচ অন্য অন্য স্থানে এ গাঁয়ের মতন এক চুল পর্য্যন্ত লোকসান হয় নি।

ব্র। শু'নবেন! গভীর রাত্রিতে যখন অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হলো,—কেঁপে কেঁপে যাই বসুন্ধরা স্থিরভাব ধারণ করলে,—তখন ভাবলেম যে বীরসিংহে একবার, ভৈরবের কি দশা হলো দেখতে যাওয়া উচিত। এ ভূমিকম্প ত সামান্য ব্যাপার নয়, এটা হয় ত গোঁসাইএর অভি-

শাপের ফল,—শাপ কর্ত্তৃক আনীত কোন দুর্জ্জেয় আধিদৈবিক উৎপাত।...কিন্তু যখন যাই আমি,—গিয়ে দেখ্‌লেম যে তার প্রাসাদ পৃথিবীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছে, প্রাসাদ অদৃশ্য হয়ে গেছে। দেখলেম যে চারিধারে ইটপাথর ও ধূলিজঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে আছে। প্রজাবৃন্দ নাই, সৈন্যের দল নাই, প্রাণের ভয়ে সকলেই সে সময় পলায়ন করেছে।

কৃ। বলেন কি,—আপনি কি তবে কাউকেই দেখতে পান নি?

ব্র। না; কেবল ধ্বংসময়, নির্জ্জন ভূমিতলে ভৈরবের একজন দাসী ও তার স্ত্রীকন্যাকে দেখতে পাই। তারা সেই অদৃশ্য অট্টালিকার পাশে শ্মশান ভূমিতে উপবিষ্ট ছিল। আমার মনে হলো যে তারা তখন ক্লান্ত, নিশ্চল, মৃতের ন্যায় সংজ্ঞাহীন।

কৃ। ওঃ কি চমকপ্রদ ঘটনা! কিন্তু আমার জানা ছিল, যে তাদের পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা হয় নি।

ব্র। অনেকেই রক্ষা পেয়েছে। কেবল ভৈরবসিংহের নিষ্কৃতি হয়নি ও তার কর্ম্মচারী তিনজনের। সে তিনজন তার বাড়ীর ভেতরেই থাকত। কিন্তু, সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র রহস্য এই যে অপরাধী কয়-জনের প্রাণহীন দেহ, বাসগৃহ সহিত, ভূমিগর্ভে প্রোথিত হয়েছে।

রাজ-বাসী। প্রোথিত হয়েছে, এঁ্যা,—অসম্ভব বলেই যে মনে হয়!

কৃ। অসম্ভব! না, না, আদপেই নয়। ও অভিশাপ কিরূপ শু'নবেন? ও এক ধরাতল ধ্বংসকারী, প্রলয়ঙ্করী ক্ষমতা,—চিরদিন আশ্চর্য্য-রূপেই যা নিজের সত্য প্রকটিত করে। সে যাক, উনি সেই স্ত্রী-লোকদের থাকবার উপায় কিছু করে এসেছেন ত!

ব্র। আজ্ঞে, সে কি ! নিজেই তাদের সঙ্গে করে নিয়ে, কিছুদূরে, কোন গাঁয়ে, তাদের আত্মীয়ের গৃহে রেখে এলেম। যাবার আগে গোপীর একজন বন্ধুও বীরসিংহে উপস্থিত হয়। সে আমাদের খুবই সাহায্য করেছিল।

কৃ। বেশ হয়েছে ! তবে এইটুকু কেবল ভাবছি যে ঋষিরা যা বলে গেছেন তাই ঠিক।…মানবের ধন, সম্মান, বিষয়সম্ভোগ, জলবিম্বের ন্যায় চঞ্চল,-অনিত্য,-অসার,-ক্ষণস্থায়ী।

ব্র। আর ভাবলেই বা কি হবে ! যাক, উনি যে রাজনগরের খবর বলতে চেয়েছিলেন, এখন তাই শোনা যাক,—হ্যাঁ মশাই—সেটা রাজার সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যাপার নয় ত ?

রাজ-বাসী। সে কেবল, নবাব দ্বারা প্রেরিত সেই উচ্চ কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে। …অদৃষ্টের নিয়ম ফলে, তিনি ভাণ্ডীর বনের নূতন বিগ্রহের কাছে শরণাপন্ন।

কৃ। আপনি রামনাথ ভাদুড়ীর বিষয় বলছেন বুঝি ?

রাজ-বাসী। আজ্ঞে হ্যাঁ,—তা ছাড়া আর কি !

ব্র। কিন্তু, আমি ও সবের বিন্দুবিসর্গ কিছুইত জানি নে !

রাজ-বাসী। বলি মশাইত এ খবর রাখেন যে তিনি কোন রকম ব্যাধি-গ্রস্ত লোক ?

ব্র। ও, সে ত আমরা বরাবর শুনে আসছি। দেহের ভিতরে তাঁর মৃগীরোগ আছে, মাঝে মাঝে যা হটাৎ বেরিয়ে পড়ে। আবার বৈদ্যনাথে থাকতে, বাবার কাছেও তিনি হত্যা দিয়েছিলেন।

রাজ-বাসী। কিন্তু তার পরবর্ত্তী সংঘটন এখানে যা হয়েছে ;—পরশু

রাত্তিরে বৈদ্যনাথ তাঁকে চমৎকার স্বপ্ন দিয়েছেন। এবার বলেছেন যে তুমি ভাণ্ডীর বনের গোপালকে দেখতে যেয়ো, —যাও যদি, তাহলেই আরোগ্য হবে।

ব্র। বটে! তবে ত এ ঘটনার মধ্যে গোপালের প্রকাশমান মাহাত্ম্যের সুনিশ্চিত পরিচয় যাচ্ছে!

রাজ-বাসী। তা ত বটে,—তা নইলে আর কি!

কৃ। আচ্ছা, ঐ ঠাকুরের সম্বন্ধে আমার যে অনেক বিষয় জানবার রয়েছে! আমি আজ পর্য্যন্ত তাঁকে দেখতে যাইনি। আমায় বলতে পারেন তাঁর অবয়ব কিরূপ? রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখছি আজকাল। অতীব সুন্দর দৃশ্য,—বিস্ময়, রোমাঞ্চ, হর্ষ উদ্দীপনকারী; আবার ক্রমান্বয় এক স্বপ্নই দেখছি, ঐরূপ কোন জাগ্রত ঠাকুর সম্বন্ধীয়।

ব্র। দেখতে পান কিরূপ বেশে? তাঁর ব্রজধামের সাজসজ্জায় কি?

কৃ। হাঁ, সেই কিশোর মূর্ত্তি নিশীথকালের স্বপ্নে বারম্বার দেখতে পেয়িছি।

ব্র। ওঃ, তবে আমাদের গোপাল বিগ্রহের মূর্ত্তি,—নিশ্চয় তাই।

কৃ। আরও শুনুন,—স্বপ্নে এরূপ নিত্যই দেখে আসছি যে তিনি স্নেহ-ভরে, গদগদ হয়ে, বারম্বার আমায় বলছেন, 'বৎস তোমার অপরূপ নিষ্ঠায় বিচলিত হয়ে বিগ্রহরূপে এবার পূজা নিতে এসিছি। তাই তুমি পূজকের কার্য্য গ্রহণ করতে মনে মনে প্রস্তুত হও। ভক্তি-ডোরে যদি বেঁধে রাখতে চাও, ও ছাড়া তোমার অন্যরূপ পথ নাই।'

গোপীবল্লভের জনৈক সঙ্গীর প্রবেশ।

সঙ্গী। আপনারা উঠে আসুন, গা তুলুন, ঠাঁই করা হয়ে গেছে।

কৃ। সঙ্গে করে নিয়ে যাও এঁদের।

কৃষ্ণকিঙ্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(চিন্তা) ওঃ তাইত, আর কোনরূপ সংশয় নাই। গোপাল নিজে সেই স্বপ্ন-সঞ্চারের মূলীভূত কারণ।

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি ও চীৎকার শব্দ)

ওকি! কিসের জন্য এত তুমুল শব্দ! কেন এত ঘোর চীৎকার উঠল!

গোপীবল্লভ, দুইজন সঙ্গী ও ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিল।
সঙ্গীদ্বয় গোপাল বিগ্রহ বহন পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইল।

গো। বাবা, এই তেজঃপুঞ্জকায় ব্রাহ্মণ—

কৃ। কে উনি? কি হেতু ওঁর আগমন?

গো। উনি আপনার নিকটেই এসেছেন। ভাণ্ডীর বনের বিগ্রহ এটী। এ বিগ্রহ এখানেই আপাততঃ কিছুদিনের মতন রাখতে চান।

কৃ। তাই নাকি!...আমার অসীম সৌভাগ্য...আচ্ছা, বেদীর উপরেই তবে—(সঙ্গিদ্বয় তখন বিগ্রহকে বেদীর উপর স্থাপিত করিল)
ওঃ তাইত, কে আপনি? এ বিগ্রহের ভারত গোঁসাইএর নিকটেই প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এখানে, আপনাকেই বা পাঠাবার উদ্দেশ্য কি?

ছদ্ম-শ্রীকৃষ্ণ। ওসব বিষয় এ বাটীতে পদার্পণ করেই আপনার পুত্রকে বলা হয়েছে। এর পরে তা জানতে পা'রবেন। যাক,

এখন আমার ক্ষুধার সঞ্চার হয়েছে ; স্নান করতে ইচ্ছুক হয়িছি,—নিকটের কোন সরোবরেই যাওয়ার প্রয়োজন।

কৃ। স্নান করতে চাইছেন···আচ্ছা—

ছদ্ম-শ্রীকৃষ্ণ। (উত্তেজিত ভাবে) আমায় জলাশয়ে যেতে হবে,—শীঘ্র কোন জলাশয়ে নিয়ে যাক। গরম বোধ হচ্ছে,...এখুনি আমি যেতে চাই।

কৃ। এই যে,···ওরা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা সব বন্দোবস্ত করে দেবে।

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্গিদ্বয়ের প্রস্থান।

গোপীবল্লভ, তুমি এ ঘটনার রহস্যজাল উদ্‌ঘাটন করতে পেরোছ কি ?...তোমার সঙ্গীদের কাছে বোধ হয় আসল সন্ধান পেয়েই থাকবে।

গো। আজ্ঞে হাঁ।...এর ভেতরে অনেক কথা আছে। প্রাতঃকালেই সেই ধ্রুব গোঁসাই বীরসিংহের বৃত্তান্ত শুনে, হটাৎ স্থির করেন যে এ অঞ্চল পরিত্যাগ করে যাবেন। গোঁসাই কিছুক্ষণ পরে ময়ূরাক্ষী পার হতেও গেলেন। কিন্তু, ভেলায় অন্য অন্য ঠাকুর তুলে দিয়ে দে'খলেন, যে গোপালকে নদীকূল হতে স্থানচ্যুত করা অমানুষিক বলসাপেক্ষ। তখন আর কি করেন তিনি,—এখানে থাকবার ইচ্ছা নাই, অথচ গোপালকে ছেড়ে যেতেও পারেন না, কোনরূপ মীমাংসা হয় না,···এমন সময় ঐ অপরিজ্ঞাত ব্রাহ্মণ এসে পড়ায়—

কৃ। বুঝতে পেরিছি। ব্রাহ্মণকে তিনি বিগ্রহ সেবার ভার দিয়ে প্রস্থান করেছেন।

গো। হাঁ বাবা,—প্রকৃত ব্যাপার তাই বটে।

কৃ। আর অজানা ব্যক্তিকে বিনা আপত্তিতে ঠাকুর দিয়েছেন,—কেমন, এটাও ত ঠিক ?

গো। আজ্ঞে হাঁ।

কৃ। (আত্মগতভাবে) না,—সামান্য পুরুষ নয়, এ অস্থির আগন্তুক। গোপী, তুমিও যাও,—স্নান করতে গেলেন,—ওঁর দেখা শোনা করগে।

[গোপীবল্লভ প্রস্থান করিল। কৃষ্ণকিঙ্কর তখন বিগ্রহের প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল।]

আ মরি ! কি অতুল আনন্দবিস্ফারিত শান্তিপ্রদ সুন্দর নয়ন !··· আজ আমায় হৃদয়ের অর্ঘ্য দান করতে হবে ;—বেশ, তবে আগে শিষ্যকেই ডাকি। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ভবানী, তুমি একবার এদিকে আসতে পার ?

ভবানীর প্রবেশ।

(ভবানীর প্রতি) বৎস, গোপালকে আমি অন্তরের উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করতে চাই। গান গেয়ে আমার ভক্তির উৎস তরঙ্গায়িত কর।

তাহাতে ভবানী নিম্নের গানখানি গাহিতে লাগিল।

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

(তুমি) স্বপ্নে উদিয়া কি ছবি আঁকিলে,—
কিবা নিরুপম স্নেহ-রচনা!
এসেছ যখন প্রভু হে আমার,
চলে যেয়ো না, মোরে ভুলো না।

ধর্ম্ম মোক্ষ কাম সকলি হে তুমি,
চাহিনা স্বরগ, তব অনুগামী;
ও পদ সেবিব, তোমারে তুষিব,
মোরে ছেড়োনা, ঠেলিয়ো না।

তব রূপধ্যানে, তোমার পূজায়,
যাপি নিশিদিন পুলক ধারায়,
মরি যেন স্নিগ্ধ চরণের ছায়,—
দলি সদা মায়া ইহকামনা॥

কৃষ্ণকিঙ্কর তখন যুক্তকরে ও মুদ্রিত নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল।
গানশেষে ভবানীর প্রস্থান ও ভবতারণের প্রবেশ।

ভ। ঘোষাল * মশাই…আমি এসিছি…ভবতারণ। একটা খুব আশ্চর্য্য কারখানা, নতুন কাণ্ড শোনাতে আপনার কাছেই এলুম।

কৃ। (চমকিত ভাবে চাহিয়া) কি বল্লে।…ও…তুমি! ভবতারণ তোমার

---

* কৃষ্ণকিঙ্কর প্রভৃতির জাতিগত উপাধি।

বুঝি বহির্বাটীতে সভায় থাকতে বলিছিলুম। তুমি লোকজনের অভ্যর্থনা ভালরূপেই করছ বোধ হয় ?

ভ। আজ্ঞে, সে কাজের ভার ত শর্ম্মার উপরেই ছিল। মাস্তর, সে সব ঘাড় বেঁকিয়ে, মুচকি হেঁসে, লোক বসানর ঘটা,—আমার সাঙ্গ হয়ে গিয়েছে। সে আপনাকে ভাবতে হবে না।...এদিকে রাম-নাথ ভাদুড়ী যে রাজনগর থেকে, হটাৎ আপনার এখানে এসে হাজির। এলেন পদব্রজেই তিনি,—দলবল নিয়ে এক গুরুগম্ভীর ঢঙে। আপনাকে তাই বাইরে যাবার মেন্নত স্বীকার করতে যে হবে।

কৃ। আমার এখানে এসেছেন,—কেন, কিসের জন্য ?

ভ। তা কি জানি, আপনি গেলেই তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন।

কৃ। আচ্ছা, একটু রসো আগে...প্রতিমূর্ত্তি নিয়ে যে ব্রাহ্মণ এলেন, কেন তিনি ফিরে আসছেন না,...বলতে পার ?

ভ। (ঠিক বুঝিতে না পারিয়া) ভাবছেন কার বিষয় আপনি ?

কৃ। আহা ! সেই দ্বিজবর সম্বন্ধে, গোপালকে যিনি—

ভ। নাইতে গেছলেন যিনি ? তাঁর নামে একটা খরচ লিখুন। এখন তাঁর অস্তিত্বের কিনারা আদপেই পাওয়া যাচ্ছে না।...শুনতে পেলুম তাঁর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই ; বর যখন পুকুরধারে যান্, তাঁর টিকি অবধি দেখতে পাননি, আর ছেলেরা সেখানে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।...আমার বোধ হচ্ছে কোন মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনি, আকাশে কিম্বা পাতালে গিয়ে, গায়েব হয়ে বসে আছেন।

কৃ। এঁ্যা, সে কি হে! তাই নাকি! নওয়াডির সব জায়গায় মাত্তর খুঁজে দেখাও উচিত।

কৃষ্ণকিঙ্কর ও ভবতারণ প্রস্থান করিল।

আবেগভরে যোগেশ্বরীর প্রবেশ।

যো। (গোপালের প্রতি চাহিয়া) দেখছি, এইত আমার জীবনরত্নপ্রদীপ, প্রাণের গোপাল। গোপাল তুমি যে আমার মানসরাজ্যের সার, প্রিয়তম নন্দন, স্নেহের পুত্তলি। তুমি এসোছ যেকালে, জননীর কাছেই চিরকাল পালিত হয়ো। আদর করে, যত্ন করে কত নিত্য নিত্য তোমার আমোদের বস্তু এনে দোব। তোমায় সাজিয়ে দোব, বেশভূষা করে দোব, শয়ন করবার জন্য দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিস্তৃত করেই রাখব। গোষ্ঠচারণ করে যখন ফিরে আসবে,—মধুর সম্ভাষণে আমায় 'মা' বলে ডেকো। তখন ব্যজন করে তোমায়, আহারের দ্রব্য দিয়ে, শয্যার উপরে শোয়াব,—সুখের সহিত নিদ্রা যেয়ো।

তৎপরে দৃশ্য অপসারিত হইল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

ঘটনার সময়ঃ—পূর্ব্ব দৃশ্যের প্রায় দেড় মাস পরে, মধ্যাহ্নকালের কিছু পূর্ব্বে।

রাজনগরের প্রাসাদ। রাজসভা।—কোম্মর খাঁ মাসাধিককাল অস্থায়ী-ভাবে রাজ্য চালাইতেছিলেন। আজ তাঁহার ঐ শাসনের শেষ দিন। কোম্মর সিংহাসনে উপবিষ্ট, এবং জবরদস্ত মিঞা নিকটে দণ্ডায়মান। উভয়ের মধ্যে কিছু কথোপকথন হইয়া গিয়াছে। সে সময় কোম্মর কথার ছলে হঠাৎ হিন্দুধর্ম্মের প্রসঙ্গ তোলে, এবং কিরূপে উহার ক্ষতিসাধন করা সম্ভব, সে বিষয়ে একটা মতলব ব্যক্ত করে। তার পর দৃশ্য আরম্ভ হইল।

কো। সে যাক্ শোন, আজ আমার সিংহাসনে বসার মিয়াদ ফুরিয়ে যাবে। মাসাধিক গত হলো মাতুল বাদিওজ্জমান আমায় রাজ্যভার দিয়ে প্রস্থান করেন। কিন্তু তাঁর মুর্শিদাবাদের কাজের অবসান হয়েছে, তাই এখন রাজ্যে ফিরে এলেন ;—কাল তিনি অনেক রাত্রে রাজধানীতে এসে পেঁছিলেন।

জ। জনাব, প্রাতঃকালেই সে সব টের পেয়িছি। রাজার মুর্শিদাবাদে যাওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। নবাব তাঁকে বাকি খাজনা দেওয়ার দায় থেকে একেবারেই রেহাই দিলেন। আবার ভাদুড়ী সাহেবও শুনিছি পুনরায় রাজার সঙ্গে রাজনগরে এসেছেন।

কো। তাই বটে। কিন্তু তুমি মামার নাড়ীনক্ষত্রের হালচাল, সেটা অবিশ্যি জান না। ওঁকে এবার পরকাল চিন্তায় মসগুল, তার উপুর খুব খোস্‌মেজাজে থাকতেই দেখলুম। আমায় বললেন যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ভার আমার হাতেই আজকের মত থাকুক।

জ। ওঃ, তবে ত তিনি আগের অপেক্ষা আরও অধিক নেক্‌নজরে চেয়েছেন ;—এবার খুবই মেহেরবান্।

কো। তা'ত নিশ্চয়। আর শোন এক চমৎকার কাণ্ড। মামার এতদিন পরে ইসলামের জন্য একটা প্রাণের সাড়া জেগে উঠেছে, সংসারের প্রতি যেন গভীর বৈরাগ্যের উদয়। আমি জানতে পেরিছি যে রাজধানীর এক মুসলমান ওমরাহ ওঁকে বলেছে, যে শীঘ্র তোমার মক্কায় গমন করা উচিত, তীর্থ-ভ্রমণ করে এসো, —নইলে তোমার যৌবনের সঞ্চিত পাপ প্রক্ষালিত হবে না।

জ। হুঁ...তবে এক বিলক্ষণ সুযোগ আপনা আপনি এসেই যে হাজীর হয়েছে...ঠিক তাই...হবে না কেন...। আমি যে খোদাতাল্লার নিকটে আপনার শুভ কামনায় প্রতিদিন আরজ্ করে আসছি। মক্কাতে যদি গমন করাই স্থিরীকৃত হয়, তিনি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ত এ রাজতক্তায়—

কো। খোদার মর্জি! আবার যেন বোধ হচ্ছে আল্লা স্নেহ-আশীষ বর্ষণ করতেই চান!—আমার মনে অন্ততঃ, সেই ধরণের আশাই জাগছে।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্র। (অভিবাদন পূর্ব্বক) ধর্ম্মাবতার, দিল্লী থেকে এইমাত্র হটাৎ কতকগুলি ঘোড়সওয়ার এসে পৌঁছল, আর বল্লে যে তারা কুমার আলিনকী সাহেবের দূত। প্রধান অশ্বারোহীর কাছে একখানা দরকারী চিঠিও আছে।

জ। দিল্লী থেকে এসেছে···আলিনকীর দূত···বটে !

কো। যাও তুমি, অবিলম্বে সেই পত্রবাহককে নিয়ে এসো।

প্রতিহারীর প্রস্থান।

জবরদস্ত, তুমি এ ঘটনার ভাবগতিক কিছু কি—?

জ। হুঁ,—চিঠি যখন পাঠিয়েছেন...রাজকুমার শিগ্‌গির অন্ততঃ, দিল্লীর মায়া কাটিয়ে, বাঙ্গলায় ফিরছেন না।

দূতকে লইয়া প্রতিহারীর পুনঃ প্রবেশ।

দূত। বন্দেগি খোদাবন্দ! দিল্লীর পত্র আমি এনিছি। বহুদিন অশ্বারোহণ করেই, পৌঁছতে পাল্লেম।···এই নিন; বিহিত করুণ। আলিনকী সাহেব এ চিঠি তাঁর পিতার নামে দিয়েছেন।

(কোম্মর খাঁকে পত্র প্রদান)

কো। (পত্র লইয়া) এই ত, মাতুলের নামেই চিঠি,—আর তা ছাড়া এতে আলিনকীর শীলমোহর অঙ্কিত রয়েছে।

(পত্র প্রতিহারীকে দান করিবার পূর্ব্বে তাহাকে বলিল)

ইধার আও, মহারাজকো পাশ ভেজ দেও।

(এবং তারপর দূতকে বলিল)

আলিনকীর পত্রবাহক,—তুমি এ চিঠির মধ্যে কিরূপ খবর আছে বলতে পার ?

দূত। হুজুর, তা আমি কিছুমাত্রই জানিনে। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে কুমার বাহাদুর ফিরে আসবেন না, সেটা আমরা নিশ্চয় করে, অনায়াসেই বলতে পারি।

কো। ওহো! তবে ত আমাদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য।...বহুত আপশোষ কি বাত! যাকগে, তুমি এইবার বিশ্রাম করতে যাও।

দূত ও প্রতিহারীর প্রস্থান।

(আবেগের সহিত, জবরদস্তের প্রতি) আল্লার মরজ্জি! এ ঘটনা আর রাজার মকায় যাওয়া, উভয়ের শেষফল কি দাঁড়াবে, তা বোধ হয় ঠাওরাতে পাচ্ছ!

জ। (খোসামুদী সুরে) আজ্ঞে হ্যাঁ—উভয় সূত্রে হয়ত একদিন স্থায়ী রাজা হতেও পারেন। অন্ততঃ, এক বছরের জন্যে এবার, সিংহাসন দখল করতে পাবেন।...যেহেতু ঐ চিঠি যখন বুড়ো মহারাজ প'ড়বে, ওটা পড়লেই যে—

কো। (আত্মগত হইয়া) সেটা ত নিশ্চয়। তবে কিনা, আমি ভাবছিলুম আগের কথাটা—

জ। কিন্তু, এই সময়ে একবার আমার বিষয়ে মনোযোগ করলে হয় না? বলি আপনি যে বলেছিলেন, আজ সৈন্য বিভাগের সহকারী নেতার পদে,—বাহাল করার লিখিত আদেশ দেবেন।

কো। ওহো,—সেটা ত আমার একদম্‌সে মনেই ছিল না! কিন্তু তাতে এখন দে'খছি, তাতে এক গোলযোগ বাধছে যে!

জ। একি! হটাৎ যে আজ বিশ বাম জলের ভেতর ফেলে দিচ্ছেন জনাব!

কো। (বিষয়ী লোকের গম্ভীর স্বরে) বু'ঝতে পারছি নোকরীতে বাহাল করলে তোমায়, তোমার নিকটে খুব সাহায্যই পাব... পাব না কি! নিজেই বলনা মিঞা সাহেব।...তবে, এক দরকারী কথা জানতে ইচ্ছা হয়,—বলি অস্ত্রবিদ্যা ও সৈন্যচালনা প্রভৃতি সামান্য রকম জানা শোনা আছে ত? তোমার কোন রকম কি জ্ঞান নাই তাতে?

জ। (স্বগত) দে'খলে,—যে মুখে আমায় আশা দিয়েছিল সেই মুখ দিয়ে আবার নৈরাশ্যের তান্ ছাড়ছে। আচ্ছা, আমিও একটা চাল দিয়ে ঠিক রাস্তায় একে নিয়ে আসছি। (প্রকাশ্যে) এক বিন্দুও জ্ঞান নাই হুজুর। বল্‌তে কি ঐ অভিজ্ঞতা, ওটা থাকাই হলো দুনিয়ার সব কাজের অনিষ্টকারক। লোকের শাস্ত্রজ্ঞান থাকলে যেমন ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস হয় না—কেন, এ কথা কি মিথ্যে বলছি?—তেমনি এও এক অকাট্য বচন যে রণ পাণ্ডিত্য থাকলে পরে, যুদ্ধের সময় সেই পাণ্ডিত্যই ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

কো। (পূর্ব্বের ভাবে) তুমি ব'ললে যা, কতক পরিমাণে তা সত্য বটে। তবে নিজে একজন কর্ম্মের ওস্তাদ কিনা, তাই ওটাকে বাড়িয়ে তুলছ।...আচ্ছা, কাল একটা কি বয়েত আওড়াচ্ছিলে না... মনে পড়েছে, হাঁ...কাম আউর এলেম্, দোনোঁকা ভিতার আসমান্ জমীন্ ফারাক্ হ্যায়।

জ। বেশখ! সোত হ্যাইয়ে হ্যায়। জানবেন জ্ঞান এবং কর্ম্মের পথ, এ দুটির ভেতর কর্ম্মের পথ হলো সেরা, সরল, উৎকৃষ্ট। কেননা, কাজ হলো গিয়ে জীবনসংগ্রামেব পাকা সওয়ার, জ্ঞান ত শুধু আরাম করে শুয়ে থাকবার কুরশী। কাজ হলো তাতে সারা দুনিয়াকে চালাবার কর্ত্তা; জ্ঞান ত শুধু মানুষকে মজাবার, ঘুম পাড়াবার ওষুধ। কেমন, এ সব তর্কের ভেতর কোন গলদ নাই ত!

কো। সাবাস! কথাবাত্রায় চৌকস আছ মন্দ নয়।—তবে আমাব মনে হয় যে ও দুটী সমানভাবেই দরকারী। কেননা, জ্ঞানের অভাব হলে দুনিয়া চৌপোট হয়ে যাবে।

জ। (স্বগত) ও বাবা, একি, গুণধর ও ফাঁকির ভেতরে ঢুকতে পাচ্ছে কি করে! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে সে কি!—হুজুব আপনাকে যা বলিছি তাতে কাজের প্রাধান্যই দেখা যায়। কি জানেন··· কাজ যেমন কল্যাণ বিধানকারী, জ্ঞান এ পৃথিবীতে তত উপকার কোন কালেই যোগান দিতে পারবে না। আবার তার উদাহরণ রয়েছেও অনেক,—এই ধরুণ, আপনি রাজনীতি অধ্যয়ন না করেও প্রজাকে শাসন করতে পারেন, আর মারাঠারা লড়াই করতে না শিখেও কেল্লা ফতে করছে।

কো। (অস্তস্বরে) আচ্ছা, ওটা না হয় থাক;—তোমার রণসম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকা, কই একবারেই ত প্রয়োজন নাই! তোমায় লড়াই করতেও কোন দিন হবে না। তুমি এক বিষয়ে যদি খোলসা জবাব দিয়ে সব ভাবনা দূর করতে পার;

তাহলে অম্লানবদনে, বিনা আপত্তিতে বাহাল করে দিই।

জ। (গম্ভীর ভাবে) হুঁ,—তা আপনি যে কোন বিষয় ফরমাস্ করতে চান···এ গরীব উমেদারকে একবার জানালেই ত হয়।

কো। বলছি চাকরীতে নিযুক্ত হলে—সেই আগের বর্ণিত ক্রিয়াবিশেষে, হাত দিতে হবে তোমায়। তখন নিখুঁতভাবে সে সব করতে পারবে ত?—তুমি হুকুম তামিল করতে পেছপাও হবে না?

জ। (স্বগত) ভাবছিলুম আর কিছু বা বলে, ও বাবা এখনও পর্য্যন্ত অবিশ্বাস! (প্রকাশ্যে) জনাব,—হিন্দুধর্ম্মকে আপনি নাজেহাল করতে আরম্ভ করলেই, দেখবেন—যে দিবারাত্রি আপনার পায়ে পায়ে লাট্টুর মতন ঘুরব। আমায় মন্তর যা আওড়াতে হবে, সমস্তই ত শুনলুম তখন। করব সুমুখে যত কাফেরগণের সহিত আদর আপ্যায়ন, আর পেছনে পেছনে তাদের কণ্ঠনালীতে নিগূঢ় বন্ধন। কেমন, বলতে পাচ্ছি ত ঠিক? হুজুরের রাজনীতির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে,—আমরা যাদের নিয়ে করব রং তামাসা হাসি, আবার তাদের গলাতেই দোব টেনে কঠিন ফাঁসি।

কো। সাবাস উমেদার সাহেব! সাবাস! বুঝতে পাচ্ছি—তুমি যথার্থই একজন, ধার্ম্মিক মুসলমান।

জ। এইবার খুব আহ্লাদ হয়েছে,—কি বলেন হুজুর! বলি সেই ফারমানের বিষয় স্মৃতিফলক থেকে মুছে ফেলবেন না যেন।

কো। (হাসিয়া) কিছু নয়, এই যে নাওনা মিঞা সাহের। এটা কাল-কেই আমি তয়ের করে রেখিছি। (জামা হইতে বাহির করিয়া

ফারমান দান) কেমন, এইবার ত তোমার মনের দুঃখ জল হয়ে বেরিয়ে গেল।

জ। বহুত আচ্ছা! ক্যা খুব! আপ হাজারো সেলাম লিজিয়ে ফৌজদার বাহাদুর।

কো। আলেকম সেলাম! ভাই সাহেব, তোমার হিম্মত দেখে এত আনন্দ হলো যে আমার পেটের কথা ঠোঁটের উপর এসে জড় হয়েছে। ভবিষ্যতের কল্পনা, রাগ রাগিনী হয়ে বেরোতে চাচ্ছে। আচ্ছা, তুমি গান শুনতে চাও কি? তবে থামের আড়ালে আমার বাইজীরা আছে,—ওদের ডাক। ওরা সেই রকম একটা সুখসঙ্গীত শুনিয়ে দিতে পারবে।

জ। তা বেশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) কিন্তু ডাকবার আগেই যে আসছে ওরা,—ছিল খুব কাছেই তবে।

নর্ত্তকীগণ তখন প্রবেশ করিয়া নিম্নের
গানখানি ধরিল।

গীত।

ভূপালি মিশ্র—খেমটা।

বরাত মোরে আবার রাজা বানিয়ে দিতে চায়।
মৌরশী পাট্টা মিঞা, হচ্ছে মালুম তায়।
আলিনকী দিল্লীতে সে, ফিরবে কেন হেন দেশে,
(অয়ি) মক্কাতে অকা পেয়েই যাবে মামা দিলের
দোষে,

তাই আজীবন রাজ্যপাশা খেলব খাসা অক্লেশে,
রাতদুপুরে নিববে না মোর নামের চেবাক
বাতাসে,—
(আমার) তখন মুখে বাজবে মৃদঙ্গ কথার
ঝটিকায় ॥

জ। (গানশেষে) আর কেন হুজুর,—যেতে বলি, কি জানি কেউ যদি বা—

কো। ওঃ তবে তোমরা যাও, যেতে পার।

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

জ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) দেখতে পাচ্ছেন, ভাবছিলুম যা তাই,— হুঁসিয়ার হয়ে যান।

বাদিওজ্জমান ও রামনাথের প্রবেশ।

কো। (দণ্ডায়মান হইয়া) আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক, রাজা। সিংহাসনে উপবেশন করে তার শোভাবর্দ্ধন করুন।

বাদিওজ্জমান তখন সিংহাসনে গিয়া বসিল। রামনাথ ও অন্যান্য সকলে সভাতলে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

জ। জাঁহাপনা,—গরীব বান্দার কাছ থেকে আপনি সেলাম খাস্তানা গ্রহণ করুন। (বাদিওজ্জমানকে অভিবাদন)

বা। কোম্বর খাঁ, কে ঐ ব্যক্তি? আমি ত ওঁকে কখনও দেখিনি।

কো। আজ্ঞে, উনি আমাদের নবনিযুক্ত সহকারী ফৌজদার।

রা। রাজা, এইবারে আপনি আলিনকীর পত্রবৃত্তান্ত প্রকাশ করে কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

বা। পত্রের সংবাদ, ওঃ, সে ত খুব আনন্দদায়ক,—অতিশয় বিস্ময় উৎ-পাদনকারী। আলিনকী দিল্লীশ্বরের পালিতা কন্যার সহিত পরিণয়—পাশে আবদ্ধ হয়েছে। দিল্লীর আভ্যন্তরিক অবস্থাও মন্দ নয়। পত্রখানি আবার বিশ্বাস জাগিয়েছে এই, যে বর্গীগণের দ্বারা বাঙ্গলা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা, আজকাল আদপেই নাই।

কো। দিল্লী সম্রাটের জামাতা হয়েছেন তিনি!

জ। তা হলে ত নিতান্তই আহ্লাদের বিষয়।

রা। তা খুব ভাল,—তা ছাড়া নবাবের কাছেও শুনেছি যে বর্গীরা এবার অল্প সময়ের মধ্যে আসতেই পারবে না।

কো। আজ্ঞে হ্যাঁ,—শিগ্‌গির এদিকে পা বাড়ান তাদের সাধ্যায়ত্ত নয়।

রা। কিন্তু, সব কথা বোধ হয় অনেকেই জানে না। ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার ফলে যুদ্ধের যবনিকা যখন পতিত হয়, তখন রঘুজী ভোঁসলে পুনরায় এদেশে সৈন্য পাঠাবার উদ্যোগ করেন। অথচ পেশোয়া বালাজি বাজিরাওয়ের মত, আগে থেকেই অন্যরূপ ছিল। তাই পেশোয়া ওর বিরোধী হয়েছেন। পেশোয়া এমন কি অভি-যান রোধ করবার জন্যে দিল্লীশ্বরের কাছে এক দূত পাঠান। এত-দিনে সম্রাট শেষে পেশোয়ার সহিত একমত হয়েছেন। সুতরাং, বাঙ্গলা আক্রমণ করতে বর্গীরা এবার বাধা পেয়েছে,—বহুদিন ধরেই সেটা স্থগিত করে রাখবে।

রা। আমার নিজেরও ঐরূপ বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে।

জ। তা ত হবেই মহারাজ। তারা দ্বিতীয় যুদ্ধের আসরে দশ বচ্ছর এমন কি নাবতেই পারবে না।

বা। বলছি তাই, মারাঠার বিষম উপদ্রবের আশঙ্কা, এক বৎসরের জন্য দূর হয়ে গেল। সুতরাং বোধ হচ্ছে, আমার সেই আজন্ম-পোষিত, মক্কাতীর্থ-গমনের আকুল আগ্রহ, সে আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করবার—এইবার সুযোগ হতে পারে।

কো। হতে পারেই বা বলছেন কেন? পুণ্যতীর্থে গমন করবার এই উপযুক্ত অবসর।

জ। তাত বটেই। সেনাপতির নিকটে শাসনদণ্ড রেখে, এখুনি আপনি ছুটি নিয়ে চলে যান। সিংহাসনের বিশ্বস্ত প্রহরী উনি,—তাতে কোন রকম ভয় নাই।

বা। হাঁ,—আর একটা সুখ-সমাচার উল্লেখ করা হয়নি। আলিনকীকে দিল্লীশ্বর এখন পাঁচ হাজার সৈন্যের নেতা করে দিয়েছেন। সে তাদের আধুনিক নূতন প্রণালীতে রণ-বিদ্যায় শিক্ষিত করছে। আমায় জানিয়েছে এক বৎসর মধ্যেই নূতন বাহিনী নিয়ে, সস্ত্রীক এখানে আগমন করবে।

রা। (চিন্তার পর) ওঃ, তবে ত সে সৈন্য নবাবের দ্বারা আহুত হলে, বিপদের সময় তাঁর সহায় হতেও পারবে।...সুবা বাঙ্গলার সীমান্ত রক্ষা করবে। সব দিকেই ভাল হলো,—নির্ভাবনায় মক্কায় যেতে পারেন।—আপনি কোম্বর থাঁকেই না হয় শাসনকার্য্যের ভার দিয়ে যাবেন।

বাদি। আমার মনেও সে কল্পনা উদিত হয়েছে। কোম্মর, তুমি আমার প্রজাগণের পালন,—প্রজার শান্তিরক্ষা সম্বন্ধীয় ভাবনা দূর করতে পারবে কি ? আমি জানতে চাই, আমার অসাক্ষাতে হিন্দুয়ানীতে হস্তক্ষেপ করে, হিন্দুর উপাসনায় বাধা আনয়ন করবে কি !

জ। (কোম্মরের প্রতি) (গম্ভীর স্বরে) রাজার মনে সন্দেহের গাঢ় অন্ধকার দেখা দিয়েছে। যা উনি বল্লেন, তার মানে হয়ত এই, যে আপনি হিন্দুর বেজায় দুশ্‌মন, যার পেশা হচ্ছে তাদের জ্বালাতন করা,— তাদের আঁতের মধ্যে আগুন লাগান।...(তৎপরে চাপা, বিস্ময়ের স্বরে) কিন্তু, ও রকম দোষ কি, সত্য সত্য,—আপনার নামে দেওয়া চলে ! আপনার ও অপবাদ ত, আজও হুজুর—

কো। (মনস্থির করিয়া) বীরভূমরাজ, আমায় যা বল্লেন সেটা ভিত্তিহীন, ভ্রান্ত, অন্যায় ধারণা।...হিন্দুধর্ম্মকে গ্রাস করতে যাব, হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্থিত হব, কেন, আমি কি এতই হীনবুদ্ধি ? আমি বরং তাদের ঐহিক ও পারত্রিক, সব সুখের কুশাঙ্কুর দূর করতে লালায়িত, প্রকৃতপক্ষে তাদের হিতাকাঙ্খী, সর্ব্বকালের সুহৃদ। ...হাঁ, তবে যখন সাম্প্রদায়িক বিষ উদ্গীরণ করে, তারা দেশের বাতাস বিগড়ে দেয়, সে সময় বাধ্য হয়ে একটু খানিক—

বাদি। না, তবু তাদের ধর্ম্ম-আচারের বৈরী হয়ো না। তাতে কোনরূপ বাধা দিও না।...যদিও একথা জানি যে ধর্ম্মজগতে ইসলামের আদর্শই সর্ব্বপেক্ষা মহান, ও সেটা পূর্ণগরিমাযুক্ত

একেশ্বরবাদ, তথাপি আমাদের হিন্দুয়ানীকে ঘৃণার চক্ষে দেখা অনুচিত। যেহেতু আমরা ভারতে থাকি, হিন্দুগণের মধ্যেই বাস করি। আবার হিন্দুগণের ধর্ম্মই মানবের সর্ব্বপ্রথম, আদিম সাধনা ; নিত্যসুখ লাভের আকুল প্রযত্ন ; সুতরাং তা উপেক্ষার বিষয় নয়।

কোম্বর নিরুত্তর রহিল।

জ। (সঙ্কেত সহকারে কোম্বরের প্রতি) গলার ভেতর বুঝি সর্দ্দি আসছে আপনার ? তা ওটা রুমাল দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে,...পুঁছে ফেল্‌লেই ত হয়।

কো। (ভানের সুরে) মহারাজ, ও সব আমাকে অত করে বোঝাবার প্রয়োজন কি ? অত করে আমায় বলতে হবে না। দেখবেন, আপনার আদেশ উপদেশের মূলনীতি অক্ষরে অক্ষরেই পালন করব। কেন, আমি ত আপনার সহোদরার পুত্র. আপনারই মহদ্বংশের পবিত্র রক্ত দেহের ভিতর. প্রত্যেক ধমনীতে, শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হচ্ছে।

জ। শুনলেন ত সাহান সাহ,—আর কোন রকম খটকা কল্‌জের ভেতর যেন থাকতে দেবেন না।

কো। রাজা বাহাদুর, আমি কি আপনাকে যথাবিহিতরূপে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি ?

বা। এই যে, বলছি,—একটু খানিক ভাবতে দাও।

জ। কেন ? আপানার মনের কুয়াশা ত কেটে গেল,—এখন হাতের পাশা খোদার নামোচ্চারণ করে, ফেলে দিতে পারেন—

বা। আচ্ছা,—তোমাকেই রাজগদীর মালিক করে যাব। কিন্তু সুদূর অঞ্চলে, অধীন শাসকের কাজে বেশী হুকুম চালিয়ো না,—কাছের জায়গায় শুধু প্রভুত্ব করো। তা ছাড়া, হিন্দুগণের প্রতি কর্ত্তব্য আচরণ আর একদিন, ভাল করে বুঝে নিতে হবে।

রা। হাঁ,—এ শেষ উপায়ে রাজা হিন্দুপ্রজার ভয় নিবারণ করতেই পারবেন।

বা। সে যাক,—আজ এই আনন্দময় দিনে রাজকার্য্য নিয়ে নিবিষ্ট থাকা, এটা অশোভন নয় কি? তাই এখন প্রমোদকক্ষেই গমন করব। কোম্মর, তুমি নর্ত্তকীর দলকে পাঠিয়ে দিতে ভুলো না।

কো। আজ্ঞে না,—সে আমি, এখুনি তাদের আদেশ করছি।

বা। আর ভাদুড়ী সাহেব, আপনিও শুনুন,—গোপীবল্লভদের যেকালে আসতে বলা হয়েছে,—তাঁরা এলে পরে সেইখানেই, নিয়ে যাবেন।

সকলের প্রস্থান।

———০———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ঘটনার সময় ঃ—পূর্ব্বদৃশ্যের অব্যবহিত পরে।

রাজনগরের প্রাসাদ। প্রমোদ কক্ষ।

চিন্তিতমনে বাদিওজ্জমানের প্রবেশ।

বাদি। (চিন্তা) একি হয়! এখনও মনে দুর্ভাবনা আসছে কেন! কোম্বর ততদূর উদারচেতা নয়, জানি, কিন্তু আমার উপায়ান্তর কই! অন্য কোন লোক, যোগ্য ব্যক্তি, সহজে কেমন করেই বা পাওয়া যায়! না, ওরূপ বিধান অবশ্যই করতে হবে। তার হাতেই শাসনযন্ত্রের চালনার ভার অর্পণ করে যেতে বাধ্য ;—নইলে মকায় যেতে আমার অনেক দেরী হয়ে যাবে।—যাক, ঐ নর্ত্তকীরাও এসেছে, ওরা ভাবের প্রবাহ ভিন্ন পথে চালিত করতে পারবে। (উপবেশন।)

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীতারম্ভ।

গীত।

জঙ্গলা—খেমটা।

বল কি পিয়াসে, ছাড়ি সুখবাসে,
সে অজানা দেশে যাবে গো নৃমণি ?

জেনো তুমি গেলে,—ভাসিয়া অকূলে
ব্যথা পাই হেরে তিমিরমালা,—
রবি নিবে যায়, মেঘেতে মিশায়,
বাদলভরা আসে রজনী।

তবে যদি মহাসিন্ধু পারে,
তুমি নিতান্ত যাবে দূরে,—
মথিয়া বারি, ত্বরা এসো ফিরি,
বাহি তীরবেগে পুনঃ তরণী॥

গানশেষে নর্ত্তকীগণ দাঁড়াইয়া রহিল।

গোপীবল্লভ, ব্রজবিলাস, ভবতারণ, রামনাথ ও জনৈক
প্রতিহারীর প্রবেশ।

রা। রাজা, এই দেখুন, সকলেই দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। কেবল, কৃষ্ণকিঙ্কর ঠাকুর আসতে পারেন নি।

সকলে। বীরভূমরাজ্যের অধিপতির জয় হোক।

বা। গোপীবল্লভ, তোমার পিতা যে আসেন নি সে বিষয়ের হেতু কি?

গো। আজ্ঞে, তাঁর স্থানান্তরে যেতে, দূরে আসতে বড় একটা সুবিধে

হয় না। তিনি ভাগবত পাঠ ও পূজা অর্চ্চনায় প্রায় সব সময় ব্যস্ত হয়ে থাকেন।

বা। যাক,—যে নিমিত্ত আপনাদের আহ্বান করা হয়েছে,—জানবেন যে গোপালজীর দয়াতে আমি রাজ্যসংক্রান্ত দায় থেকে উদ্ধার হয়িছি। তিনিই সে বিপদ দূর করেছেন। তাই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে, যোগ্যরূপ ধন-সম্পত্তি দান করতে ইচ্ছুক হলেম—

ব্র। তা' আমরা রাজবাড়ীতে আসবামাত্র অবগত হয়িছি। আবার এও শুনলেম যে আপনি মক্কায় যাবার সঙ্কল্প করেছেন।

ভ। মান্যবর সাঁজোয়াল মশায়ের কাছেই শ্রবণ করা হয়েছে।

গো। কিন্তু মুরশিদাবাদের বৃত্তান্ত আমাদের সবিস্তারে শোনা হয়নি। নবাব বাহাদুর কিরূপ সর্ত্তে তাঁর বাকী রাজস্বের দাবী প্রত্যাহার করলেন?

বা। সেটা খুব সন্তোষজনক-রূপেই নিষ্পন্ন হয়ে গেল। নবাবের সহিত এক নূতন সন্ধি হয়েছে,—সন্ধির ফলে আমি এবার অর্দ্ধস্বাধীন রাজার পদে উন্নীত হয়িছি। সে যাক,—এখন গোপালজীর বিষয়,—আমাকে শীঘ্র শীঘ্র তাঁর মন্দির নির্ম্মাণ করতেই হবে। সে দেবালয়ের জন্য যত টাকার প্রয়োজন হবে, তাই আমি দোব। তোমরা ত জান না,—আমি মুরশিদাবাদ যাবার সময়, তাঁর নিকট মানসিক করেও গেছলেম।—ব্রজবিলাস ঠাকুর কেবল জানতেন।

ভ। কিন্তু আমার মনে যে একটা খট্‌কা লাগছে,—বলব কি? শুধু

গোপালের কৃপায় যে রাজকীয় দুর্ভাগ্যের জমাট মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়েছে, সে সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস হয় কিরূপে! বলি তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি!

রা। একি! মশাই তো দেখছি তর্কবিতর্ক করতে খুবই ভালবাসেন।

ভ। সাঁজোয়াল সাহেব, তা কি করি বলুন,—সন্দেহ হচ্ছে যখন, কাজেই—

রা। ছি, ছি, ছি,—ওরূপ ভাবকে মনেই স্থান দেবেন না। বিগ্রহের মাহাত্ম্যই ও সব কল্যাণ প্রসবকারী; নিজে আমি ব্যাধি থেকে নিস্তার পেয়েছি,—রাজা ও অভীষ্টলাভ করলেন নিঃসন্দিগ্ধরূপে, সেই কারণে—

বা। আর তাতে আলিবর্দ্দি খাঁ আমায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মিত্ররাজার ন্যায় সম্মান দিয়েছেন। এমন কি তাঁর আলাপের মধ্যেও,—বন্ধুভাবের কোমল সুর লক্ষিত হয়েছিল। তাঁর মতন কূট-নীতিজ্ঞের মন বদলে দেওয়া, মানবের পক্ষে সাধ্যাতীত কর্ম্ম। বাঙ্গলায় আজ পর্যন্ত, কখন কোন লোক বদলাতেও সক্ষম হয় নি।

ব্র। মহারাজ,—আপনার আলাচ্য কথা, প্রধান বক্তব্য শেষ করা হয়নি।

বা। বেশ, তবে শুনুন,—আমার পাঁচখানি মৌজা গোপালজীর নিত্য-সেবায় প্রদত্ত হবে। আর তার উপর নগদে চল্লিশ হাজার টাকাও দোব। সে সব টাকা মন্দির, অতিথিশালা, নাটমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণের নিমিত্ত ব্যয়িত হবে।

গো। উত্তম,—সেটা খুব প্রীতিজনক ব্যবস্থাই হবে। তবে আমার এক প্রার্থনা আছে। সেবায়েতের কার্য্যভার যখন আমরাই নিয়েছি; আমাদের জন্য সেখানে বাসগৃহ নির্ম্মিত হলে, আরও সুবিধাজনক হয়।

ব্র। বীরভূমরাজ, আমার মতও ঐরূপ।

বা। ভাল, সে জন্যও কয়েক হাজার পৃথকভাবে দেওয়া হবে। সাঁজো-য়াল সাহেব,—এইবার দেয় সম্পত্তির নাম, উল্লেখ করে জানাতে পারেন।

রা। হাঁ, সেই মৌজাগুলি হচ্ছে,—ভাণ্ডীরবন, রাইপুর, গোপালপুর, আড়ইপুর এবং বীরসিংহের নিকটস্থ মৌজা, যা আগে ছিল মৃত জমিদার ভৈরব সিংহের দখলে,—সম্প্রতি যা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ সম্পত্তির আয় থেকে ওঁরা পূজাপার্ব্বণ ইত্যাদি যথাযোগ্যরূপে চালাতে পারবেন।

গো। ওঃ তবে ত অত্যন্ত সুখের বিষয়। রাজার মহত্ত্বের পরিচায়ক বটে। এ মহান কীর্ত্তি অনুষ্ঠান, উন্নত মনের স্থির নিদর্শন, জ্বলন্ত ঘোষনায়, চিরদিন বীরভূমরাজ্যে দেদীপ্যমান থাকবে। গোপা-লের মন্দির ওঁর দানের খ্যাতিকে অনশ্বর গৌরবে পূরিত, প্রাতঃ-স্মরণীয় করেই রাখবে।

ভ। সে ত জানি। সহস্রবার সমর্থন করি। তবে যদি বাচালতা না হয় আর এক কথাও উত্থাপন করতে চাই। দেখছি উনি ইসলাম-পন্থী হলেও হিন্দুয়ানীর প্রতি বহুপরিমাণে শ্রদ্ধাশীল;—তা ওটা কেমন অস্বাভাবিক বলে বোধ হয় না কি? আপনারাই না হয়

বলুন না।

বা। মন্দির নির্ম্মাণ করানো আমার পক্ষে কি অসঙ্গত মনে করছেন? আচ্ছা,—সভাস্থিত লোকের মধ্যে কেউ না কেউ আপনার বিস্ময় দূর করতে পারবেন।

ভ। আমায় মাফ করবেন মহারাজ, বড়ই আশ্চর্য্য বলে ধারণা হয়।

গো। ভবতারণ, আমরা জ্ঞানের অল্পতা বশতঃ এরূপ স্থলে আশ্চর্য্য হই। কিন্তু, ভবের রঙ্গমঞ্চে কোন খেলাই অসম্ভব নয়! জানবে প্রকৃত রাজা, যিনি লোকরঞ্জনকারী, হিন্দু ও মোসলেমকে তিনি তুল্যভাবেই পালন করেন,—তুল্য আদরে, সমান প্রীতির সহিত। হিন্দুয়ানী ও ইসলাম উভয়কে তিনি এক পর্য্যায়ে স্থাপিত করেন, —উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্ম ব'লে ভাবেন। তাঁর কাছে উভয় পন্থাই বিশ্ব-নিয়ন্তার অনুভূতি লাভের বিমল পন্থা। বীরভূমরাজ তাই বোধ হয় হিন্দুভাব উপেক্ষা করেন না,—যদিও উনি জগতের অন্যতম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের সেবক। উনি মসজিদেও যান, হিন্দুর দেবদেবীকেও পূজা দেন। ইসলামের প্রতি ওঁর অসীম শ্রদ্ধা, আবার হিন্দুয়ানীর প্রতি অশ্রদ্ধাও নাই। দেখতে পাই পরকালের জন্য উনি নিজধর্ম্ম নিয়তই পালন করেন, ইসলাম প্রথা অক্ষুন্ন রাখেন,—তবে ইহ-কালের জন্য হিন্দুয়ানীর কোন কোন অংশ গ্রহণ করেও থাকেন।

রা। বাঃ বাঃ,—দেখছি ইনি মনোরাজ্যের ক্রিয়া সমূহ, অতিশয় জটিল গতি,—নির্ণয় করতেও সক্ষম। অক্লেশে ওটা করতেই পারেন।

বা। বাস্তবিক তাই। হাঁ,—গোপীই আমার চরিত্র বোঝে, অনেকটা

যথার্থরূপে তা অঙ্কিত করেছে। আমার বিশ্বাস হয়েছে যে অল্প-বয়স্ক হলেও গোপী প্রবীণ ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞানশালী।

গো। না মহারাজ, ওতে আমার গুণ অতিরঞ্জিত করাই হচ্ছে। সামান্য মানব আমি,—বিশ্বরাজ্যে, ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকটে ধূলিকণা মাত্র,—আমি অধম, অকিঞ্চিৎকর, অতীব নগণ্য। তবে তিনি আমায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করেছেন। তাই ঘূর্ণায়মান জগৎচক্রের যে কাজ আমার সাধ্যায়ত্ত, এ দুর্ব্বল হস্তে তার সাহায্য করেই থাকি। তাই নিয়তই শ্রীভগবানকে নিবেদন করি, ভক্তিসহকারে জানাই,—

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

ব্র। হিতানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মসাধনা করাই গোপীর মূলমন্ত্র। সেইজন্য ওরূপ বলছে, ওটা ঐশী-শক্তির শ্রেষ্ঠ অবদান, ভগবদ্গীতার অমৃতময় মহাবাক্য।

বা। আচ্ছা, তোমার কর্ম্মশীলতার বিষয় তাই আমাকে জানতে দাও। বল আজকাল তোমার তরুণসঙ্ঘ কিরূপ কর্ম্মকুশলতা লাভ করেছে।

গো। আজ্ঞে, তাতে আমরা আগের চেয়ে কিছু কৃতকার্য্য হয়েছি। এখন গৃহকলহের তাণ্ডবলীলার স্থানে প্রীতিভরা সৌজন্য দেখা দিয়েছে, দুষ্ট লোকেরা সংযত হয়ে আসছে, পীড়িত লোক সেবা শুশ্রূষা পায়, কুলনারীও নিশ্চিন্তভাবে, নিরাপদে দেবমন্দিরে যাতায়াত করে।

বা। হাঁ, এইবার তোমার দক্ষতা বোধগম্য হোল। মনের মধ্যে কত

সুখের স্পন্দন জেগে উঠছে। সে সুখ অপরিমেয়। গোপীবল্লভ! তুমি দুঃখ-ভয়-পরিত্রাণকারী, প্রজাগণের মঙ্গল-প্রদায়ক। শোন, তোমায় কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর পদে বরণ করতে চাই। আমার যে কোন বিভাগের পদ আজ থেকে তুমি নিজের ইচ্ছায় অধিকার করতে পার।

রা। ধন্য রাজা! এ ত খুব সম্মান, অনুগ্রহভরা, সাদর আহ্বান!

বা। রাজার আদেশ রক্ষা করুন। ওটাই হচ্ছে আপনার বিধেয়। ওতে অমত করবেন না যেন।

গো। বীরভূমরাজ! এখুনি কি ও বিষয়ের উত্তর দেওয়া আবশ্যক?

বা। নিশ্চয় তাই, সে ছাড়া আর কি! তুমি মন্ত্রীর পদ যদি অলঙ্কৃত করতে চাও, তাও তোমাকে প্রদান করতে ইচ্ছুক আছি।

গো। ওঃ তাই ত,—আপনাকে ত কোনরূপে তুষ্ট করতে পারব না। আমার লক্ষ্য তারা ত এ জগতে অবস্থিত নয়। সত্য বটে, এখন সংসারীর বেশে, কর্ম্মের অন্বেষণে সকল স্থানেই ভ্রমণ করি। তবে তার উদ্দেশ্য বিষয়সম্ভোগ নয়। জানবেন এ চিন্তাও করি যে কোথা হতে আমার আসা হয়েছে, কোথায় যেতে হবে। সে সময় পরপারের অব্যক্তমধুর, আশাময় বাণী হিয়ার মধ্যে সহসা ঝঙ্কৃত হয়। তখন বুঝতে পারি যে, ঐরূপে পর-দুঃখ মোচন করে, আত্মবলিদান করে, জগত-চক্রের আবর্ত্তনে সহায়তা করে, ধ্রুব-তারার কাছে একদিন পৌছতে পারব।

বা। ও সব কি বলছ? পুনরায় ও প্রস্তাব যথেষ্টরূপে বিবেচনা কর। চিন্তা করে দেখ।

গো। আজ্ঞে,—সেটা খুব স্থিরচিত্তে ভেবে দেখাই হয়েছে। কেমন করে ওতে স্বীকৃত হই! আমি ঐশ্বর্য্যকামনাকে ধর্ম্মপালনের বিঘ্ন-অন্তরায় বোধ করি।

বা। না,—আজ তোমার অনাসক্তি ও আত্মবিসর্জ্জন দেখে, অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেম। দেখছি টাকাকড়ি, অর্থ-বৈভব তুমি ধুলার মতন হেয়জ্ঞান কর।

ব্র। হাঁ মহারাজ। কিন্তু গোড়া থেকেই আশা করছিলুম যে গোপী-বল্লভ ঐ রকম উত্তর দেবে।

ভ। তা বলে রাজার অনুগ্রহ অমন করে প্রত্যাখান করা, উচিত ব্যবহার হয়েছে কি?

রা। বলতে পারেন বটে। তবে কিনা ধর্ম্মরক্ষাই হলো ধরাবাসীর সার, প্রিয়, সর্ব্বপ্রধান ব্রত।

বা। যাক গে,—আজকের মতন আমি সভাভঙ্গ করে দিচ্ছি। আর একদিন আপনাদের ডাকিয়ে আনবার ইচ্ছা রইল।

রা। রাজা সেদিন আপনাদের কাছে তীর্থ গমনের কথা, শাসন ব্যবস্থার বিষয় সমস্তই বলবেন। হাঁ, আর শুনুন,—আমিও দুদিনের মধ্যে রাজনগর ত্যাগ করে যাব। বহুদিন পরে, মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হয়ে গেলে, ভাণ্ডীর বনের আশ্রম যবে গোপাল-প্রতিষ্ঠায় মেতে উঠবে,—সে সময় ফিরে এসে অবশ্য, যোগদান করব।

রাজা ও নর্ত্তকীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রা। নর্ত্তকীগণ! পুনর্ব্বার স্বর-সপ্তকের সুগভীর উচ্ছ্বাস তোল। এবার আলিনকী সম্বন্ধীয় সঙ্গীতের তান লয়ে আমায় বিভোর করে দিয়ো।

নর্ত্তকীগণ নিম্নের গানখানি ধরিল।

গীত।

খাম্বাজ মিশ্র—খেমটা।

আবার সে কবে আসি দেখা দিবে,
ঊষারেখা যথা নীহার দলে ?

সে যে সদা শান্তিসুখভরা,
মধু যামিনী জোছনাধারা ;---
দিতে পরিমল, হাসি ফুলদল,
যেন বসন্ত ধরণীতলে।

আসিয়া হেথা বঁধুয়া সনে,
যবে রবে সে কেলি-উপবনে,
প্রীতির ভুষণে, সাজাব দু'জনে,—
দেখে কুমুদিনী ফুটিবে জলে ॥

তৎপরে দৃশ্য অপসারিত হইল।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ঘটনার সময়ঃ—পূর্ব্ব দৃশ্যের তেরো কিম্বা চৌদ্দমাস পরে, কোন দিবসের প্রাতঃকাল।

ভাণ্ডীর বন। আশ্রম। গোপালের নবনির্ম্মিত মন্দির। উহার ডানদিকে নাটমন্দির এবং পশ্চাতে অতিথিশালা, রন্ধনশালা ও কৃষ্ণকিঙ্কর-পরিবারের নূতন গৃহ অস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।—জনসমাগম তখনও হয় নাই। বিগ্রহ-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। গোপীবল্লভ ও যমুনা অতি প্রত্যূষে আশ্রমে আসিয়া মন্দিরের বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। উহারা আশ্রম সম্বন্ধীয় বিষয় প্রভৃতি লইয়া কথোপকথনে নিযুক্ত।

গো। প্রাতঃসূর্য্যের ঐ হাস্যময় কিরণ, ধরাবাসী যার সৌন্দর্য্য দেখে বিমোহিত,—আমার মনে ও ছবি কি উদ্দীপনা প্রেরণ করছে জান? ব'লছে তুমি কর্ম্মক্ষেত্রেই এইরূপে দিন দিন আগুয়ান হও, পরহিতব্রতই তোমাকে মুক্তির আলোতে বহন করে নিয়ে যাবে। কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম! নিষ্কামভাবে কর্ম্ম সাধনা! হিতানুষ্ঠান

দ্বারাই ত আত্মার মলিন ভাব দূর হয়ে যায়। তবে আমার সেদিন আসতে এখনও বোধ হয় বিলম্ব আছে।

(যমুনার প্রতি মনোযোগের সহিত চাহিয়া)

আচ্ছা, তুমি এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছ কি ?

য। কেন, আমিও ত তোমার ন্যায় নিশিদিন কর্ম্মভূমির পুণ্যময় ডাক শুনতে পাই। মনঃপ্রাণ যে তোমার চরণেই বাঁধা রয়েছে,—এক সুরে, একভাবে, একই মন্ত্রসাধনায়! তোমার ঐ কর্ম্মসঙ্গীত জীবনের পথে আনন্দরশ্মি, নিত্য সুখের আবেশ ঢেলে দিচ্ছে। ভাবছি তাই গোপালের ভোগরন্ধনের কাজ, আজ থেকে যা গ্রহণ করতে হবে, সুচারুরূপে চালাতে পারব কি না!

গো। ভোগরন্ধনের ভার নেওয়া,—হঁা আমিও তা শুনিছি। কিন্তু মা ত এতদিন নিজেই তা নির্ব্বাহ করে এসেছেন। তোমার উপরে ও ভার ন্যস্ত করার প্রকৃত কারণ কি ?

য। গোপাল যে স্বপ্ন দিয়েছে মাকে, সেটা বুঝি জান না! স্বপ্নের বিবরণ হচ্ছে এই,—মার হাতের অন্ন খেয়ে আজকার তার তৃপ্তি হয় না, তাই আমাকে মার জায়গাতে বরণ করা হোল। আমায় পায়সায় ত আগে থেকেই করতে হচ্ছিল, আজ হতে তার উপর সমুদয় ভোগ প্রস্তুত করতেই হবে।

গো। বেশ হয়েছে,—দেখছি ওটা তোমার পরকালের আশাভরা, সুবর্ণময় সেতু হবে,—অক্ষয়, অনন্ত, পুণ্যলাভের পথ। প্রায় এক বৎসর হলো এ মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। বাবা পুরোহিত হয়েছেন, মা নিয়েছেন বিগ্রহ-.সবার যাবতীয় ভার, আর আমি শুধু আশ্রম

পরিচালনার দিকে দৃষ্টি রেখিছি,—অতিথি, অভ্যাগত লোকজনের দিকেও নজর রাখি। যাক, এখন সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কাজ তোমার উপরেই এতদিনে অর্পিত হলো।

য। ভাল মন্দ তার তিলমাত্র বুঝিনে। কেবল এটুকু জানি যে গোপালের সন্তোষ-বিধান করা যখন তোমার অভিপ্রায়, সেটা আমার পরম-তৃপ্তিময়, বাঞ্ছনীয় ব্রত,—নারী-জনমের যোগ্য অনুষ্ঠান। তোমায় সন্তুষ্ট করবার জন্য আমি হাস্যের তরঙ্গ তুলছি, বেশবিন্যাস করছি, সংসারের সব খেলাতে মাতোয়ারা হয়ে আছি।

গো। কিন্তু আমি ত জানি ভক্তিভাবের মাধুর্য্য বিকাশে সকলকেই তুমি লজ্জা দিয়েছ। গোপাল, তাই বোধ হয় তোমাকে ভোগ রন্ধনের কার্য্যে মনোনীত করেছে।

য। না, না,—ওটা তোমার সম্পূর্ণরূপেই ভুল। মনের তন্ময়তা দূরের কথা, গোপালের প্রতি যদি আমার ভক্তিই থাকে,—সেটা খুবই সামান্য।

গো। সত্য নাকি! তবে কি তোমার মনোরাজ্যের নিভৃত কাহিনী আজ অবধি আমার জানাই ছিল না?

য। শুনবে—গোপালের অপেক্ষা তোমাকেই অধিক ভক্তি করে থাকি। তুমি এ মন্দির প্রস্তুত করিয়েছ,—ভক্তির অঞ্জলি দিতে হলে তোমার প্রতি দেওয়াই উচিত! আর তা ছাড়া,—ঐ ভাবেই আমি সব কর্ত্তব্য নিরূপণ করে থাকি। অতিথিসেবা, দেবতার পূজা, সাধুজনের পরিচর্য্যা, যা কিছু করি, সমস্তই তোমার সন্তোষের জন্য।

গো। আশ্চর্য্য! খুব আশ্চর্য্য তোমার কর্ত্তব্যপালন। গোপাল অপেক্ষা আমায় ভালবাস! তাইত! বহুদিন তোমার অদ্ভুত প্রেমের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু আজ যেন আরও স্পষ্টই প্রতীয়-মান হচ্ছে যে রমণী-প্রণয় প্রাণারামের উৎস, শত আদরের বস্তু হয় যদি, সে কেবল তোমার ভালবাসাই,—আমি মোক্ষ অন্বেষণে কোনদিন সফল হই যদি,—তা কেবল তোমার সাহায্যই হবে।

য। কিন্তু, আমার যা মনে হয় বলব? পলে পলে যেন অনুভব করতে পাই,—যে এ জগতে তুমিই একমাত্র আরাধ্য, তুলনার অতীত, নিঃস্বার্থপ্রেমের পূর্ণ অবতার। তুমি আমারই কল্যাণ কামনায় পত্নীরূপে আমায় গ্রহণ করেছ।

(মুখখানি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল)

গো। আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব! তুমি ত ঐ রকমই ব'লবে। কিন্তু একি হলো, অকস্মাৎ তোমায় একি দেখছি,—যেন কোন আলোক-মণ্ডল পরিবৃতা দিব্যললনা, আনন দিব্য-তেজ-প্রভায় উচ্ছ্বসিত, অথচ লজ্জায় তা আরক্তিম, নত, সঙ্কুচিত।

য। ছি, ছি, আমায় ওসব বলে পাপের ভাগী করতে চাও! আমি যে তোমারই চরণ-সেবিকা। জন্মে জন্মে কত যুগ-যুগান্তর ধরে প্রকৃতি যেমন পুরুষের সহিত চিরবন্ধনে মিলিত, সেইরূপে, তোমার সঙ্গ-লাভ করে আসছি। মনোরঞ্জন করি তোমার,—জীবন নদীতে নিত্যসুখের তুফান বইতে থাকে।

গো। বুঝিছি! তোমার ভালবাসা আমাকেই আশ্রয় করে রয়েছে, আর আমি আছি প্রধানতঃ জগতের লোককে নিয়ে।—তাই বটে!

কিন্তু এক কথা, যেদিন পূজা আরাধনায় শুধু ব্যাপৃত হবার সময় আসবে,—তখন কি তোমার ভাবান্তর হবে না, মনের পরিবর্ত্তন হবে না ?

য। নিতান্তই তা হবে। তুমি কায়া, আমি ত তোমার ছায়া। চির-দিন তোমাকেই অনুসরণ করছি। ভক্তির পথে যখন বিচরণ করবে, আমি তোমার দৃষ্টান্তে উদ্দীপ্ত হয়ে, নিত্য-পূজার সঙ্গিনী হয়ে থাকব।

গো। আচ্ছা,—আর এক বিষয় আমি জানতে চাই। দোলের উৎসব আসছে, যাত্রীর সমাগমে এ স্থান লোকারণ্য হয়ে উঠবে, কাজ-কর্ম্ম নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে থাকব। তোমায় যে কাজের ভার নিতে হবে স্মরণ করে রেখোছ ?

য। আমায় যা করতে বলোছ, তাতে কোনরূপ ক্রুটী হবে না। কেবল ভয় হচ্ছে আমার, মুসলমানরা, পাছে হাঙ্গামা বাধিয়ে বসে। সেবার গোষ্ঠযাত্রার সময় তারা বিগ্রহের গয়না চুরি করেছিল। সে গয়না উদ্ধার করতে কতই না কষ্ট স্বীকার করলে !

গো। ওঃ, সে আমার বহুদিন যাবৎ মনেই থাকবে। ব্যাপার কি জান, নূতন রাজা নিজেই সে ষড়যন্ত্রের নায়ক। রাজাই গোপনে তাদের চুরি করবার মন্ত্রণা দিয়েছিলেন।

য। তা ত সকলেই বলে।—

(সুহাসিনীর প্রবেশ।)

সু। ওগো, এই যে আমাদের ভাণ্ডীর বনের মন্দির-চালক। নির্জনে তুমি বুঝি ওকে, নিত্যধামে যাবার ভালরূপ পাথেয় দিচ্ছ, অথবা

অরণ্য-বাসের ব্যবস্থা, অথবা দাম্পত্য-প্রেম ব্যাকরণের নতুন পড়া! ও ভাই, তা যদি হয়, কাল থেকে পত্রপাঠ ও সব বন্ধ করে দিয়ো। কেন, এটা অবিশ্যি শুনোছ, যে মুসলমানরা কিছু দিনের মধ্যে এসে, নিশ্চয় এখানে সর্ষে বুনবে। তাই বলি চাঙ্গা হয়ে ওঠো সময় থাকতে, ধড়াধ্বড় লাঠি সোটা মাজতে আরম্ভ কর;—আর লাঠিখেলার সুবিধে কর্ত্তে না পার যদি, ভাড়া করে কিছু ফৌজ নিয়ে এসো।

গো। ওঃ,—তুমি ত বেশ সমজদার, ভাগ্যে হুঁসিয়ার করে দিতে এলে! আমি জানতে পেরিছি বটে, লোকের খুবই ভয় হয়েছে;—আর কেউ কেউ এমন কি অনুমান করেছে যে তারা কোন নিখুঁত-সুন্দরীকে ধরে নিয়ে যাবে,—নিকে করতে চায়। না, দেখছি শেষে তোমাকে নিয়ে এক দুশ্চিন্তা হলো;—তুমি যে সুন্দরী-কুলের কোহিনুর, অপ্সরা-বিনিন্দিতা, সুরপতি-বাঞ্ছিতা!

সু। আমায় ধরে নিয়ে যেতে পারে এমন বীর, এত ধুরন্ধর কেউ আছে নাকি? তা নয় শোন,—ও সব আগমবাগিসী কথায় নেচে উঠে, অত বিদ্যে ফলিয়ো না,—শুধু দেবালয় রক্ষার কালে বীরত্ব দেখিয়ো।

গো। আশ্রমরক্ষার বন্দোবস্ত, সে ত হবেই। সে জন্য তত ভাবনা নেই। কেবল তোমাকে নিয়ে খুব মুস্কিল বেধেছে। দেখো, নির্ঘাত তোমাকে ধরবে। তুমি যে অসীম-লাবণ্যবতী, রূপের কমলিনী, রূপের নির্ম্মল তটিনী!

য। ওমা তাই ত! সত্যই কি ও রকম সৃষ্টি ছাড়া, লজ্জাময় ব্যাপার ঘটবে নাকি?

সু। রামচন্দর! ওটা বিলকুল ধাপ্পা বলেই ধ'রো। আর তা নইলে কত্তা, নিজবুদ্ধির জোরে, তিলকে তাল করে নেন,...মাটীর উপর পানী দেখলে এইবার,—বাঘ ব'লে ঠাওরাবেন।

য। কিন্তু আমার যথার্থই আশঙ্কা হয়, ঘটনার স্রোত যে পথে ক্রমশঃই দিন দিন বাহিত হচ্ছে,—বলছি তা যদি হয়, মুসলমানের ফাঁস কেটে তুমি পালিয়ে আসতে পারবে ত?

সু। আরে ভাই, সেজন্য তোমায় ভয় খেতে হবে না। আমায় ধরে নিয়ে গেলেও তখুনি ফিকির খাটিয়ে, পালিয়ে আসতে জানি। যাবার সময় আগে বেশ শান্তভাবেই চলে যাব। আর গিয়ে তাদের মন্ত্রবলে অভিভূত করে,—ক্ষুধা তৃষ্ণা, খাওয়া দাওয়া ভুলিয়ে দোব। বুঝলে,—আমি বিদ্যুৎময় কটাক্ষের চোখা চোখা বান ছাড়তেই জানি।

গো। কিন্তু অতটা তুমি করতে পারবে কি? আমার যেন মনে হয়, তোমায় বাধ্য হয়ে তখন কলমা পড়তেই হবে।

সু। কলমা পড়াবে কে? আহার নিদ্রা বন্ধ হলে তারা নিজেরাই যে কুপোকাৎ হয়ে পড়বে। তারা নাকাল হয়ে আমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হবে।

গো। তা কি জানি।...না কই,—তবু আমার বিশ্বাস হলো কই! তোমায় মুসলমান কি বানাতে পারবে না,—পারবে বই কি!

সু। কোনক্রমেই পারবে না। আমায় যে সে লোক পেয়েছ কি? আমি সংসারে তাদের ভুত-প্রেত নাচিয়ে দোব। সেখানে

অশান্তির আগুণ ঢালব,—যাতে চারিদিকে দিনরাত্তির তারা কাল-সাপ দেখতে পায়। বাসগৃহ তাদের কারাগার হয়ে উঠবে। কেমন, তা হলে ত তাদের হাত ছাড়িয়ে আসতে পারব!

গোপীবল্লভ নিরুত্তর থাকিয়া চিন্তার ভান করিতে লাগিল।

য। ও হরি, তাইত,—যে নারী কলে কৌশলে, রূপলাবণ্যের বলে, সকলকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়, তার কাছে মহাবল, বীর-যোদ্ধাও শক্তিহীন,—সে ইঙ্গিতে এ দুনিয়া শাসন করতেও পারে।

গো। (হাস্য সহকারে) তাই নাকি! হাঃ, হাঃ, হাঃ—(স্বাভাবিক স্বরে) সুহাসিনী তোমায় ঠকাবার চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু এখন যা দেখছি তোমার উপর টেক্কা দিতে যাওয়া খুব ঝকমারি কাজ, নিতান্তই বেল্লিকপনা।

সু। হেরে গেছ বল্‌লেই ত হয়। তবে আমাকেও অবাক করেছ বটে। আমি যাকে অরসিক বলে ভাবতুম এতদিন,—দেখলুম তিনি খুব জবর গোছের বর্ণচোরা পাকা আম, তিনি রসসমুদ্রের বিরাট তিমি মৎস্য; কিম্বা কোন, রসে বোঝাই করা, রসগোল্লায় ভরাট, ধনাগারবিশেষ।

কৃষ্ণকিঙ্করের প্রবেশ।

কৃ। হ্যাঁ দেখ,—এতখানি বেলা হয়ে গেছে। আমি ঘুণাক্ষরেও ত টের পাই নি। মন্দিরে গিয়ে যে ভোগ নিবেদন করতে হবে। বউমা, তুমি যাও, বাল্যভোগ প্রস্তুত করেই রেখেছ,—যাও শীঘ্র এ স্থানে আনয়ন কর।

য। আচ্ছা, আপনি তা হলে মন্দিরে গিয়ে বসুন। শিগ্‌গীর করেই সে সব এনে দিচ্ছি।

কৃষ্ণকিঙ্করের প্রস্থান।

(সুহাসিনীর প্রতি) ওরে ভাই সব সময়টুকু কাটিয়ে ফেললুম, —আমি কখন কি করি। আবার এখ্‌নি তাতে ভোগরন্ধনের আয়োজন করতে হবে।

সু। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না।···আমি যে তোমার ডান হাত। আমি রোজ এসে খানিকক্ষণ ধরে থাকব। কেন,—সেই জন্যেই ত শ্বাশুড়ী ননদকে বলে, সবাইকে এনে, এ গাঁয়ে বাস ক'রছি।

গোপীবল্লভ, যমুনা ও সুহাসিনী প্রস্থান করিল।

কিছু পরে কৃষ্ণকিঙ্কর মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিল, ও যমুনার সাহায্যে গোপালের বাল্যভোগ প্রদান করিল। তখন ভবানী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া, মন্দির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণকিঙ্কর মন্দির হইতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল:—ভবানী, তুমি ভোর বেলা উঠে বেরিয়ে গেছলে কোথায়? যাক,—এখন ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। গোপালকে কীর্ত্তন শুনিয়ে দাও।—ভবানী তাহাতে নিম্নের কীর্ত্তনখানি ধরিল।

গীত।

কীর্ত্তন—একতালা। (তালফেরতা)

(গোপাল) যবে হতে এলে হেথা,
দেখতে তোমায় ব্যাকুলতা,—
তব পায়ে বিকাল পরাণ ;
(তোমায় দেখতে নিয়ত আসি,
ভুলিয়া সংসার দুখ)।
কত উৎসব হলোগত, বরষ এবে অতীত,
প্রাণে লেখা সোণারি স্বপন ;
(সে ত মুছিবে না হে. যাবে নাকো হিয়া হতে)।
এবার হোলির হরষে মেতে আবির খেলিব সাথে,
হবে ভাব বিনিময় তব সনে,—
(শান্তি-সুবাস দান করো হে)
(ঐ বাহু পাশরিয়া আবির দিয়ো)
মোরা ঐ খেলা যে ভালবাসি এ ভব কাননে ॥

তৎপরে দৃশ্য অপসারিত হইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ঘটনার সময়:—পূর্ব্বদৃশ্যের কয়েকদিন পরে। ভাণ্ডীর বন। আশ্রমের কোনও নির্জ্জন স্থান। রাত্রির প্রথম ভাগে সপ্তমী তিথির ক্ষীণ আলোকে, গোপীবল্লভ চিন্তিত ভাবে তথায় দণ্ডায়মান।

গো। (চিন্তা) তাইত! একাকী এ স্থানে রয়িছি, রজনীর প্রথম যাম বোধ হয় উত্তীর্ণ,—তবু আজ অস্থির চিত্ত আমার শান্ত হলো কই! এখন তা চিন্তার তীক্ষ্ণ তাড়নায় বরং আরও বেশী আন্দোলিত হচ্ছে। আমার প্রতি পলেই মনে হচ্ছে কে যেন কোথায় ব্যথিত হয়ে, ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে,—কে যেন আজ পথ নির্দ্দেশ করতে উৎসুক হয়েছে।...সে যাক, এদিকে এক সংবাদ পেয়িছি, —আমায় মক্কাধামের ফেরত সে ব্যক্তি বলে গেছে, যে রাজা বাদিওজ্জমান কয়েক মাস পূর্ব্বে স্থলপথে হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা করেছেন। বেশ হলো,—মন্দের ভাল বটে। কিন্তু তাতে উপস্থিত কোনরূপ উপকারের আশা করা যায় না। যেহেতু তাঁর নিজরাজ্যে আগমন করা সময়সাপেক্ষ।...আমার ভয় হচ্ছে, মোসলেমগণ তাঁর আসবার আগে, সেই ঘটনার ছলছুতায়, হয়ত এক অনর্থের বহ্নি সৃজন করতেও পারে।

যোগেশ্বরী ও ব্রহ্মচারী বেশে ভগবৎকৃপার প্রবেশ।

(স্বগতঃ) একি! ইনি ত এক পূর্ণজ্যোতিষ্মান্ অদ্ভুত যোগি-পুরুষ। (প্রকাশ্যে) কোথা হতে ইনি এলেন! তুমি কিরূপে এঁর সাক্ষাৎ পেয়েছ মা?

যো। বাবা,—নাট মন্দিরে আমি একলা ছিলেম। নির্জনে দাঁড়িয়ে রয়িছি, এমন সময়ে সে স্থান স্বর্গীয় আলোতে উদ্ভাসিত হলো। কিছুক্ষণ মূর্চ্ছিত হয়ে ছিলেম,—মূর্চ্ছাভঙ্গের পর এঁর সাক্ষাৎ পাই। সমস্তই যেন রহস্যজালে আবৃত মনে হয়। থাকবার জন্য আমি অনুরোধ করলেম, উনি আমায় প্রত্যুত্তর দিলেন কি,—না,

গোপাল ত এখানে নাই, তবে আর কেমন করেই বা থাকি।

গো। উনি ওরূপ উত্তর দিয়েছেন। তাই নাকি! এ ত অচিন্তনীয় ব্যাপার! স্বপ্নের অগোচর! (স্বগত) আচ্ছা, এ মহান আবির্ভাবের সহিত গোপালের কোন সংশ্রব নাই ত? তা কি জানি, কোথা হতে এই ব্রহ্মচারী এলেন, কে উনি, কিছুই তা বুঝতে পারলেম না। কিন্তু যা বলেছেন, সত্যই যদি গোপাল চলে গিয়ে থাকে, তার গোড়াতে কোন গুহ্য কারণ নিহিত থাকাই সম্ভব।

ব্র। বৎস, কি জান, কিছুদিন থেকে এদেশে মারাঠাগণের আগমন হয়েছে। সন্ধিভঙ্গকারী রঘুজী ভোঁসলে বর্গীদল নিয়ে, বাঙ্গলায় প্রবেশ করে, প্রথমে কাটোয়ার নিকটে অরণ্যে আশ্রয় নেয়; তারপর প্রকাশ্য আক্রমণে ইচ্ছুক হয়ে, তারা হাতেমপুরের কিয়দ্দূরে শিবির সন্নিবেশ করেছে। তাদের অবাধ লুণ্ঠনে, তাদের পৈশাচিক পীড়নে চারিদিকের বাসিন্দাগণ হৃতসর্ব্বস্ব ও জীবন্মৃত। তবে এক সুবিধার মধ্যে এই, যে বীরভূমরাজ মক্কা থেকে ফিরে কাটোয়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং আলিনকীও দিল্লীর ফৌজ নিয়ে, যুদ্ধ করবার জন্য যথাকালে তার সহিত মিলিত হয়েছে।

গো। বলেন কি! এ ত এক আকস্মিক, অশ্রুতপূর্ব্ব, নূতন যুদ্ধের সংবাদ!

ঘো। দেখছি এ রাজ্যের সব বিষয়ের তত্ত্ব ওঁর নখদর্পণেই আছে।

ব্র। এখন বুঝতে পারলে ত! এ সময় গোপাল কি চিন্তাশূন্য হয়ে বিশ্রাম করতে পারেন! তাই তিনি দিব্যশরীরে এ স্থান ত্যাগ

করে, হাতেমপুর অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছেন,—যদিও তাঁর পার্থিব দেহ, মন, প্রাণ এখানে অধিষ্ঠিত আছে। যুদ্ধকালে অলক্ষ্যে তিনি, শত্রুগণের চতুর্দ্দিকে তথায় নিবিড় মায়াচক্র রচনা করবেন, —শত্রুকুল নিধন করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

গো। (স্বগত) এ কি! এতদূর সূক্ষ্ম, সঠিক বিবরণ দিচ্ছেন। কে ইনি, কোন ঐশীশক্তিময় ত্রিকালজ্ঞ মুনিবর নন ত?

ঘো। তবে কি যুদ্ধের অভিনয় করবে গোপাল! ওমা সে কি! একি সর্ব্বনাশ! ক্ষীর, সর, নবনী না খেলে যার মন ওঠে না; এতটুকু চলাফেরা করলেই যে ঘর্ম্মধারায় সিক্ত হয়ে যায়, কেমন করে সেই প্রাণের নন্দন আমার অস্ত্রের চালনা করবে! ওগো, কেমন করে সে রণস্থলের ক্লেশভার বহন করবে! না, আমি ত ভারি গোলযোগে পড়লুম, আমি যে—

ব্র। মা, তুমি যে ঘোর অজ্ঞান তিমিরে সর্ব্বদাই মগ্ন হয়ে আছ। বিশ্বপতি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী যিনি, তাঁর প্রতি কি দুর্ব্বলতার আরোপ করতে আছে! জানবে, তেজস্বিতা ও নম্রতা উভয়গুণ একত্র সমাবেশে সমভাবেই তাঁতে বিদ্যমান। বাৎসল্যভাবে তোমার মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে,—তাই ওরূপ বিষম ভুল হয়।

ঘো। তবে কি বলছেন যে তার অকল্যাণ হবে না? সত্য সত্যই কি তাই! যুদ্ধের শেষে তার জয় হবে ত! নীরব হয়ে রইলেন কেন?

ব্রহ্ম। শান্ত হও! বিজয়লক্ষ্মী যে তাঁর চিত্তসন্তোষকারিণী সেবিকা।

তিনিই মানবকে শুভ, অশুভ, সুখ, দুঃখ বিতরণ করেন। মঙ্গলকরে মানবের হিতকল্পেই তা প্রদান করে থাকেন। তিনি ক্ষমতার অধীন হলেও সর্ব্বক্ষমতার অধীশ্বর, নিয়মের বশ হলেও সর্ব্বনিয়মের স্থাপয়িতা। জানবে, তিনিই বিশ্বের পঞ্চ-ভূতময় উপাদান, বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র পরমাণু, আবার তিনিই সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা।

গো। (হঠাৎ, চমকিতভাবে) একি শুনি! কে আপনি? জ্ঞানগরিমা দেখে মনে হয় আপনি অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষ। রাজার আগমন, রাজকুমারের বৃত্তান্ত,—সব আপনি জানেন। আর তা' ছাড়া যা প্রকাশ করলেন, তাতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস হয়েছে, গোপাল নিজেই যখন রণক্ষেত্রে গমন করেছে, মারাঠাকুল নির্ম্মূল হতে আর বাকী থাকবে না। তাই বলি, আপনার প্রকৃত পরিচয় কি জানতে ইচ্ছা হয়,—সে বিষয় জানাতে কোনরূপ বাধা নাই ত?

ব্র। ওতে বাধা আমার বিশেষ কিছু নাই।...কিন্তু, তুমি ধীরভাবে আত্মদর্শন কল্লেই তা' বুঝতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদ্‌কমলে সর্ব্বক্ষণেই বিরাজিত। আচ্ছা, তবে এটুকু না হয় বলছি, যে আমি কোন শরীরবিশিষ্ট লোক নই, ব্রহ্মচারীও নই! আমি গ্রহতারকায়, জলে অনিলে, প্রাণীর মধ্যে, বিটপীলতায় ব্যাপ্ত হয়ে আছি; অথচ শুধু সাধক ছাড়া অন্য কেউ আমার উপলব্ধি করতে পারে না,—অন্য কেউ আমার অস্তিত্বের বিষয় ভাবেও না।

গো। (আত্মগতভাবে) হাঁ, এ সঙ্কেতে হয়ত ভেবে দেখলে তা

স্থির করতেই পারব। তবে সেটা আমাব পুণ্যফলে না হয়ে, আপনার ইচ্ছাশক্তির ফলেই শুধু হবে।...কিন্তু, আর এক কথাও জানতে চাই প্রভু,—এখানে যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, বাস্তবিক যদি সেটা বিপদে পরিণত হয়,—আমরা আত্মরক্ষা করতে পারগ হব কি না।

ব্র। বুঝতে পেরেছি। হিন্দুমুসলমানে সংঘর্ষ হয় যদি, সে বিবাদের ফল কি হবে, তাই তুমি জানতে চাইছ!

গো। হাঁ প্রভু,—সেটাই আমার জিজ্ঞাসা। সে সম্বন্ধে দিন দিন যেরূপ শুনতে পাই,—আমার দুর্ভাবনা হয় যে একটা দাঙ্গা হতে পারে,—আর তাতে হিন্দুগণের সর্ব্বনাশ হবে।

ব্র। কিন্তু, কালের রহস্যভেদ করা, ভবিষ্যতের তিমির-গুণ্ঠন উত্তোলিত করা আমার উচিত নয়। তবে তোমায় আশ্বস্ত করতে পারি এই, যে সংঘর্ষ হলেও, সে বিষম দুর্দ্দিনে, তুমি যদি অপ্রতিহত, অজেয় প্রভাব দেখাতে পার; অথচ আত্মরক্ষার গণ্ডীপার না হও; —তুমি যদি মৃত্যুপণে বুক বেঁধে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াও, তা হলে সে প্রচেষ্টায় ও তার পরিণতির ফলে, সব অমঙ্গল নিঃশেষে দূর হয়ে যাবে।

গো। বেশ। তবে আমি অদম্য ক্ষমতা প্রাপ্তিলাভের কামনায়, গোপালের পাদপদ্মে বুকের রক্ত দান করব। বুঝতে পাচ্ছি শুধু তার কৃপা হলেই আবার ভাণ্ডীর বন ভয়-বিমুক্ত হয়ে, আনন্দের সলিলে ভাসমান হবে। না,—আমি যেন কোন বনের মধ্যে,—চকিত, ক্লান্ত পথিকের ন্যায়, নিদ্রাভিভূত,

মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেম,—এখন ঐ প্রেরণায় সে নিদ্রার অবসান হলো।

ঘো। হাঁ বাবা, তাই করো,—যা উনি ব'ললেন বর্ণে বর্ণে তা পালন করাই উচিত।

ব্র। যাক, এতক্ষণে আমার প্রয়োজন সম্পন্ন হলো। আমি তোমার ব্যথা-মলিন চিত্তের অবসাদ দূর করে দিলেম।...যাই তবে, —আশীর্ব্বাদ করি যেন সর্ব্বাঙ্গীন কুশলযুক্ত হয়ো।

ব্রহ্মচারী শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

তৎপরে এইরূপ আকাশবাণী হইল :—

বীরচূড়ামণি, ভক্তজনের অগ্রগণ্য, পুত্রস্থানীয়! শোন,— আর একদিন পুনর্ব্বার তোমায় দর্শন দিতে আগমন করব।

ঘো। আকাশবাণী হলো! ওঃ কি বিস্ময়ভরা, বিচিত্র ঘটনা। কে উনি মায়াবী পুরুষ! আমায় যা বললেন তখন, সে এক অপূর্ব্ব উপদেশ,—অভ্রান্ত বলেই মনে হয়।

গো। (আবেগভরে) শোন মা, আজ আমি সমস্ত রজনী আশ্রমের ভিতর, বিগ্রহের কাছেই অতিবাহিত করব। মনের মধ্যে যে প্রবল ঝড় উঠেছে, তুফান বয়ে যাচ্ছে, আশা ও নৈরাশ্যের তুমুল দ্বন্দ্ব হচ্ছে,—তাই আজ বিগ্রহের পায়ে নিবেদন করব।... বুঝলেম কোনরূপ বিপদ হওয়াই সম্ভব; আর সেটা দূর করতে হলে, বলবীর্য্য ও শক্তিসাহস প্রকাশ করতে হবে। গোপাল

কি সে শক্তির বরপ্রদান করে, তপ্ত হৃদয় আমার শীতল করবে" না? গোপাল যে স্নেহ-দয়ার অফুরন্ত প্রস্রবণ,—অকূল সমুদ্রের কর্ণধার!

তৎপরে দৃশ্য অপসারিত হইল।

তৃতীয় দৃশ্য।

ঘটনার সময়:—পূর্ব্ব দৃশ্যের এক সপ্তাহ পরে অপরাহ্নকাল।

ভাণ্ডীর বন। আশ্রমের পার্শ্বস্থান। কৃষ্ণকিঙ্করের নূতন গৃহের দরদালান। গোপীবল্লভ, কৃষ্ণকিঙ্কর, যোগেশ্বরী এবং ভাণ্ডীর বনের জনৈক ব্রাহ্মণ তথায় কথোপকথনে নিযুক্ত।

কৃ। বলেন কি, তা যদি হয়, রাজনগর থেকে যা' যা' শুনে এসেছেন, সে সব আগাগোড়া আপনি—

গো। হাঁ,—সে বিষয় বিস্তারিতরূপে শোনাই আবশ্যক। তাতে আমাদের সঠিক ধারণা হবে,—কোন্ রকমের হাঙ্গামা ঘনায়িত হচ্ছে।

ব্র। (কৃষ্ণকিঙ্করের প্রতি) সব বৃত্তান্ত, তা' ত নিশ্চয় খুলেই বলব। কি জানেন, সেখানের হিন্দুরা প্রাতঃকালে আজ একত্র হয়ে যে মত প্রকাশ করেছে, সে কথাই আপনাদের আলোচ্য। তারা এইরূপ বলছিল, যে মুসলমান সৈন্য অধুনা অতীব ক্ষুব্ধ হয়েছে

ভাণ্ডীর বনে, এখানে তারা চড়াও হতেও পারে,—আর গোপালকেই এমন কি চূর্ণ করে, এ নব বৃন্দাবন মূল সমেত উৎপাটিত করবে।

কৃ। বটে! তবে আমার আশঙ্কাই বদ্ধমূল হলো। জানি নগর-সঙ্কীর্ত্তনের সেই দিন থেকে মুসলমানরা ক্রুদ্ধ হয়েছে, তারা মসজিদে গিয়ে বলাবলি করে যে ইসলাম তাদের বিপন্ন হয়েছে। আবার সৈন্যের দল, বুঝতে পাচ্ছি, তাদের সহিত যোগদান করবে। না, আমার যতদূর ধারণা, পলায়ন করাই আমাদের বুদ্ধিমানের কাজ,—পলায়ন-বিধি ছাড়া অন্য প্রকার উপায় নাই।

গো। পলায়ন! কেন! কিসের জন্য তার প্রয়োজন! তাতে আপনি কেমন করে গোলাপকে রক্ষা করবেন?

ঘো। বুঝতে পারছ না। গোপালকে উনি স্থানান্তরে নিয়ে গিয়ে, দূরবর্ত্তী কোন হিন্দুপ্রধান গাঁয়ে, লুকিয়ে রেখে দিতেই চাচ্ছেন।

ব্র। তাইই ঠিক, হ্যাঁ,—এরূপ করাই বর্ত্তমান ঘটনার শ্রেষ্ঠ প্রতিকার। কথায় বলে "পলায়নঞ্চ যুদ্ধঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচনঃ। যুদ্ধং দ্যূত—ক্রীড়ৈব ইতি ভাবয়েৎ সদা।" অর্থাৎ, পলায়ন যুদ্ধক্রিয়া অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। কেননা, যুদ্ধ করলে পাশাখেলার ন্যায় হেরে যাবার ভয় থাকে; কিন্তু পলায়নে কোন দুশ্চিন্তার হেতু নাই,—তাতে বিজয়-পতাকা সর্ব্বদাই দোদুল্যমান।

কৃ। তা ছাড়া, অন্য এক বিষয় ভেবে দেখাও আবশ্যক। এখানে থাকা হলেই, মুসলমানের সহিত বলপরীক্ষায়, লোকহত্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমি যা বল্লুম, সে উপায় দ্বারা বিপদ অঙ্কুর

অবস্থায় বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে। কেন,—পুরীতে যখন জগন্নাথের মূর্ত্তি ভাঙ্গার উদ্যোগ করা হয়, পাণ্ডারা শুধু ঠাকুরকে নিয়ে পলায়ন করেছিল। আবার কাশীধামে যখন বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করে, তখন ত বিশ্বনাথকে জ্ঞানবাপীর গভীর জলে নিমজ্জিত করেই রাখা হয়।

ব্রা। সম্পূর্ণভাবেই সত্য। কেননা শাস্ত্রকার ওতে বলছে কি, না "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অন্নং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" এখানে অন্নের মানে অন্নছত্র, তার মানে দেবালয়, তাই মন্দির ত্যাগ করতে হবে,—অর্থাৎ গোপালকে নিয়ে স্থানান্তরে গমন করাই বিধেয়।

গো। পিতা, আপনি সত্য সত্যই কি তবে পলায়ন করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন ?

কৃ। গোপীবল্লভ, সে ইচ্ছা আমার অবশ্যই আছে। নইলে এতক্ষণ ধরে কারণ দেখালেম কিসের জন্য ?

গো কিন্তু, পলায়ন ত জানি অসহায় ব্যক্তির শেষের সম্বল, মৃত্যুভয় নিবারণের অন্যতম পন্থা,—বলুন কিরূপে, কেমন করে, তাতে সম্মত হই ! যোগিরাজ তাতে আবার ভিন্নরূপ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তুমি কি বল মা,—তিনি কি আমাদের পৌরুষ দেখাতে আদেশ দিয়ে যান নি ?

যো। যোগিরাজ ! ওঃ, সে ত এক অলঙ্ঘনীয় উপদেশ। তা যদি বল, সেই বাক্যই পালন করতে হয় ! কার এমন সাহস আছে যে তার বিরুদ্ধে, অন্য পরামর্শ দেয় ! আর এক কথা, এখন আমার

মনে হচ্ছে এই, গোপাল নিজেই তাতে অসন্তুষ্ট নয়,—গোপালের প্রকৃত অভিপ্রায় যেন ঐরূপ।

কৃ। (ব্রাহ্মণের প্রতি) ব্রহ্মচারীর আদেশ বলছে—তাইত, তবে ওতে আপত্তি করা আমার পক্ষে সেটা সঙ্গত হবে কি!

ব্রা। আজ্ঞে হাঁ,—এখন ব্যাপার যা দাঁড়িয়ে গেল,—গোপী যখন নিজেই ও পথ আশ্রয় করতে চাইছে, তা ওটা আমাদের উপেক্ষার বিষয় হতেই পারে না। আবার, প্রাণভয়ে ওরা কখন কি বিচলিত হয়? যখন লাঠি ধরে ওরা বেরিয়ে আসে, তাল ঠুকে ঠুকে দাঁড়ায়, দেখতে পান না,—ত্রিভুবন কম্পবান!

যো। (কৃষ্ণকিঙ্করের প্রতি) আমিও তাই বলছি। ভাবছি ও বিষয় তোমার মত করাই উচিত।

কৃ। হায় হায়! উপায়ান্তর নাই,—কি করব, নিতান্তই নাচার!

গো। পিতা, আপনি ওতে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। আশ্রম ত্যাগ করলে, সব উদ্দেশ্য আমাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা কই! পলায়ন করলে বিগ্রহের রক্ষা অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু তাতে হিন্দু-জাতি আমাদের কর্ম্ম-দোষে, ভবিষ্যতে, এ জগতে চিরদিন লাঞ্ছিত হয়ে থাকবে। আমাদের বংশধরগণ কলঙ্কের পসরা বহন করবে। জীবনধারণ তাদের অভিশপ্ত,—জ্বালাময় হয়ে উঠবে। ভেবে দেখুন, সে বিষম উৎপত্তি কি আপনার বাঞ্ছনীয়!

ব্রা। মিথ্যা নয়। পলায়ন করব আমরা, অথচ সকলের আত্মসম্মান বজায় থাকবে,—কই তা ত আমার—

কৃ। আচ্ছা, তবে আমি দ্বিধাশূন্য হয়ে গোপীর মীমাংসাই গ্রহণ করলুম।

এখন যাওয়া যাক, আর কোনরূপ আবশ্যক নাই,—অপরাহ্ণের ভোগ দেবার সময় হয়ে আসছে। (প্রস্থানোদ্যত)

যো। (কৃষ্ণকিঙ্করের প্রতি) ওঃ, সে ত বটেই, মন্দিরে যাবার সময় হয়েছে,—এখুনি আমাদের যাওয়াই দরকার।

কৃষ্ণকিঙ্কর ও যোগেশ্বরীর প্রস্থান।

ব্রা। গোপী! আমিও তাহলে আসি। আমার সংসার-যাত্রার বিলি-বন্দোবস্ত সব আজ অসম্পন্ন রয়েছে।

ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

গো। (নেপথ্যে চাহিয়া) ও কে আসে? কে ঐ রমণী,—দীপ্তিময়ী, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, দীর্ঘত্রিশূলধারিণী!

যমুনা, সুহাসিনী ও গৌরীবালা প্রবিষ্ট হইল।

সু। কেন, তুমি ত নিজে দেশভক্তির আকাশভেদী চূড়া, জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ পাহাড়! দেশহিতৈষী হয়ে, দেশবাসিনীকেও চিনতে পাচ্ছ না?

গো। এখন আমি চিনিছি,—তাই বটে,—যদিও ওঁর মুখের ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হয়েছে। খুব বেশী রকম বদলে গেছে। কিন্তু ওঁর পিতার নাম এখন আমার মনেই আসছে না। (চিন্তার সুরে) —সেই, যিনি বীরসিংহের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন।

সু। পত্তন ত করেছ বেশ। ওতে এর মধ্যেই তোমার পনরো আনা রকম মিলেও গেছে। কেবল যেটুকু এখনও বাকী রয়েছে,—তার জন্য অন্ধকারে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিতে পাল্লেই হয়।

গো। আচ্ছা রসো, সমরেন্দ্র না তাঁর নাম? পরমানন্দ কি তবে? রাবণেশ্বর না! না লম্বোদর;—আহা এ যে ক্রমান্বয় ফসকেই

যেতে লাগল,—একটাও ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ছে না।
(সুহাসিনী উক্ত ভাষণের সময় মধ্যে মধ্যে ঘাড় নাড়িতেছিল)

সু। ও ভাই, অমন করে যেখানে সেখানে ঠোকর মারছ কেন! তুমি শব্দমালার সাগর মন্থন না করে, কেবল 'ভ' এর কোটা ধরে আওড়াতেই আরম্ভ কর।

গো। ও, তা হলে বোধ হচ্ছে, ভবানন্দ, ভূতনাথ, ভারত—কই তাও ত এবারে,—দেখতেই পাচ্ছি আমার—

সু। তাইত, জ্ঞানের নৌকোখানা তোমার খুলতে না খুলতেই যে বানচাল হয়ে যাচ্ছে! না, তুমি তবে অন্য রাস্তায় যাও। ভৈ ভৈ করে, নামতা ঘোষার মতন হেঁকে, একটী একটী করে বলে যাও।

গো। ভৈ সে ত হচ্ছে ভৈমী, ভৈষজ্য ভৈক্ষ্য;—একি হলো, মানুষের নাম কই, একটাও ত আমার মুখে এল না!

সু। আরে ভাই, অত পরিশ্রম করেও তুমি আসল ঘাটে গিয়ে ভিড়তেই পারলে না!

য। আমার কাছেই শোন তবে। দিদি হচ্ছে সেই ক্ষমতাপন্ন, পত্তনীদার, স্বর্গীয় ভৈরব সিংহের কন্যা;—দিদির নাম গৌরীবালা।

গো। হাঁ, হাঁ,—এইবার আমারও মনে পড়ল। কিছুক্ষণ আগে চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছিল, সব কথাই যেন ভুলে গেছলেম। কিন্তু,—গৌরীবালার আজকাল সন্ন্যাসিনীর বেশ গ্রহণ করবার কারণ কি?

সু। আরে ভাই,—শক্তিমন্ত্রের উপাসক হয়ে দিদি আমাদের ভৈরবী হয়েছেন। ওতে কারণ টারণের কথা এতটুকুও নাই! জানবে

স্ত্রীলোক হয়ে জন্মায় যারা,—তারা যা ইচ্ছা হয় তাই করতে পারে।
তারা এক সময়ে যেমন হাস্তপ্রমোদবিলাসময়ী,—অপর সময়,
আবার তেম্‌নি বিঘ্নবিনাশিনী, শান্তিদায়িনী, ভয়দুঃখনিবারিণী।

য। ওটা ত স্বামীও আমার স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু সব রমণীর
মনের প্রবৃত্তি কি সমান? তা যদি হত, সবাই যদি আমরা
(গৌরীবালাকে দেখাইয়া) দিদির ন্যায় তেজস্বিনী হতেম,—তা হলে
এ পৃথিবীর বিঘ্ন-সন্তাপ এতদিন অনেক পরিমাণে কমেই যেত।

গো। (গৌরীবালার প্রতি) ভগ্নী, তোমার অতীত জীবনের অদ্ভুত
কাহিনী শোনবার ইচ্ছা করি। বলতে কোনরূপ অসন্তোষ না
হয়,—আমায় জানাতে পার।

গৌ। তা ত শুনতে পাবে। বাবার মৃত্যুর পর আমি আর মা, কোন
এক আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় নিই। তারপর দু'জনেই সন্ন্যাসিনী
হয়ে, তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হই। পশ্চিমের অনেক জায়গায়
ভ্রমণ করার পর, কাশীতে গিয়ে আমরা সেখানেই বাস করলেম।
তখন কাশীতেই অকস্মাৎ মার একদিন দেহত্যাগ হলো।…
যাক, সে সময়ে আমি এক যোগসিদ্ধ প্রবীণ সাধকের শিষ্যা হলেম।
আর তাঁর কাছে কোন নূতন মন্ত্রের দীক্ষাও গ্রহণ করি। কিন্তু,
তারপরে—

গো। ওঃ, তবে ত তোমার মা তীর্থের সেরা, পুণ্যসমুজ্জ্বল কাশীধামেই
স্বর্গলাভ করেছেন।

গৌ। হাঁ। কিন্তু তখন আমার কাশীবাস করা অত্যন্ত কঠিন,—বাধামগ্ন
হয়ে উঠল। তাই মন্ত্র-গুরুর আদেশে পুনরায় নিজগ্রামে, জন্ম-

ভূমিতে ফিরে এসিছি। গুরুদেব আমায় বলেছেন, যে আমি যেন অন্য সম্প্রদায়ের লোককে স্নেহের চক্ষে দেখি, তাদের সহিত মেলামেশা করি,—আর রোজ রোজ তাদের ধর্ম্মমত নিয়ে আলোচনাও করি।

গো। বুঝতে পেরেছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত তাঁর খুবই উদার! তিনি কোন উন্নতচেতা, উচ্চশিক্ষিত সাধুপুরুষ।

য। তুমি ঠিক বলোছ। দিদিও সেই উদারনীতির ফলে, বৈষ্ণবদের কখনও অনাদর করেন না। আমাদের সম্প্রদায়গত ঘৃণা-কলহ-হিংসা-বিদ্বেষ দূর করাই ওঁর আসল উদ্দেশ্য।

সু। কেমন, এইবার ত শ্রবণযুগল তোমার জুড়িয়ে গেল!

গো। আরও শোন। সংক্ষেপেই বলছি। আসবার সময়, পথে অনেক বীরসিংপুরের পুরাতন সৈন্যের সাক্ষাৎ পেয়িছি। সৈন্যগণ এখানে আমার সঙ্গেও এসেছে। আমায় বলছে যে অস্ত্রসংগ্রহ হলে, মোসলেমগণের হানা তারা অনায়াসেই ব্যর্থ করতে পারবে। তারা সম্মুখ রণে নিযুক্ত হয়ে এ দেবালয় রক্ষা করতে চায়। আমি অবশ্য তাদের সঙ্গেই একমত হয়িছি।

সু। এখন শুনলে ত কর্ম্মবীর! সেই জন্যই দিদির আসা হয়েছে। ওঁকে সন্তুষ্ট করে দাও তুমি,—তুমি বল যে সে অভিপ্রায় সাধন করতে পারেন।

গো। কিন্তু, ও প্রস্তাবে সম্মত হওয়া আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব। আমরা হিংসাপরায়ণ হয়ে, স্বেচ্ছায় কেন বিবাদ করতে যাব;—অন্যের প্রতি কেন অস্ত্রাঘাত করব! সুতরাং, সাধারণ যুদ্ধে

কাউকে লিপ্ত হতেই দোব না।···অস্ত্রধারণ করতে অবশ্যই হবে, —কিন্তু সেটা আশ্রম রক্ষার উদ্দেশেই শুধু,—শত্রুকে নিহত করবার জন্য নয়।

গৌ। এখন আমি ভাল করেই বুঝলেম তোমার সঙ্কল্প কি! তাইত, দেখছি ওরূপ ইচ্ছার সহিত আমার প্রস্তাবের কনামাত্রও মিল নাই। কিন্তু ও কথাই কি তোমার স্থির সিদ্ধান্ত,—আমায় অনুমতি প্রদান করতে কি কোনরূপেই রাজী নও?

গো। (চিন্তিতভাবে) তা আমি কেমন করে বলি! না;—সে সব হতেই পারে না। ও কথাই আমার শেষ বক্তব্য।

গৌ। দেখ্‌তে পাচ্ছি আমার সব আগ্রহ,—সে আকুল রণোদ্যম এক মুহূর্ত্তের মধ্যে, আগেই নিরুদ্ধ হয়ে গেল!

গো। ভগ্নী, তুমি দুঃখিত হয়ো না। বল কিরূপে ঐ অনুরোধ পালন করতে সম্মত হই! শত্রুসংহার কামনায় রণে অবতীর্ণ হওয়া,—ওতে বিশেষরূপেই আপত্তি আছে। কেননা, সে উপায়ে শান্তির প্রতিষ্ঠা হওয়া আশার ছলনা মাত্র।

গৌ। হায়, আমার হিতসাধের শেষ আলো পর্য্যন্ত, দেখতে দেখতেই মিলিয়ে গেছে। যাকগে, তাতেই বা ক্ষতি কি। ··একবার যোগাসনে ব'সলে,—ব'সতে পারলেই হয়ত, এ মমস্তাপ দূর হয়ে যাবে।

সু। আহা, হাঁ, এত যত্ন, এত তোয়াজ করা গেল, তবুও ঠাকুর মুখ তুলেও চাইলে না। আর উপদেশ যা শুনিয়ে দিলে, তার মর্ম্ম হচ্ছে এই, যে তোমরা স্ত্রীলোক হয়ে অতদূর দেশের জন্য ভাব

কেন,—তোমাদের যোগ্যতা আছে কিছু, তোমরা ত খালি পুড়ে মরতেই পার! তবে কেন সর্ব্বনাশের জন্য মতলব করা হয়েছে!

গৌ। (ভিন্ন স্বরে) সুহাসিনী,—ও ধরণের চিন্তা করে, মর্ম্মপীড়ায় কাতর হয়ে থাকা, সেটা কি আমাদের অন্যায় হচ্ছে না?

সু। বেশ,—তবে এখানে বেজার হয়ে দাঁড়িয়ে, ঢেউ গোণবার দরকার কি! তার চেয়ে এক নির্জন জায়গায় গিয়ে, অন্য কোন উপায় খোঁজবার—

য। (আবেগভরে গোপীর প্রতি) তুমি আমার কথা এখন শুনবে কি! গৌরীবালার সব যত্ন, উৎসাহ, উদ্যম প্রতিরুদ্ধ কর্‌লে। কিন্তু তার কিরূপ পরিণাম হবে, সেটা তোমার ভেবে দেখাও উচিত। আমি যদি মোসলেম অভিযানের ভয়ঙ্কর দিনে, তোমার এতটুকু বিপদ দেখতে পাই; গোপাল না করুণ, তবু যদি করাল কৃতান্ত এসে, মৃত্যুবান নিয়ে তোমার সম্মুখে দাঁড়ায়,—তখন নিজের বুদ্ধি অনুসারেই চালিত হব। কে আমায় নিবারণ করতে সাহস করবে! জগতের লোক, কার এমন সাধ্য যে আমায় বিন্দুমাত্র টলাতেও সক্ষম হবে! তখন তোমার অনুমতি, সেটাও বোধ হয় নিতে চাইব না। জেনো একদৃষ্টে, অনিমেষ নেত্রে, একমনে, আমার লক্ষ্যের দিকে চেয়ে থাকব।

সু। কিন্তু তোমার আসল অভিপ্রায় কি যমুনা? মনে হয় সে সময় তুমি অস্ত্র নিতে চাইবে,—বিদ্যুৎবেগে ধাবিত হয়ে শত্রুদের সম্মুখে যাবে,—তাদের বাধা দেবার ইচ্ছা করেছ।

য। আমায় বাস্তবিক কি করতে হবে, কোন পথে আমি যাব,—সেটা

বহু চিন্তা করেও স্থির করতে পারিনি। দেখতে পাচ্ছি আমার বিপদ কতই ভয়াবহ! তাই, জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এখন পদক্ষেপ করতে হবে। আমি রমণীর ধর্ম্ম, সতী নারীর কর্ত্তব্য, এতকাল যা শিখিছি,—শীঘ্রই তার পরীক্ষা হবে। কঠোর পরীক্ষা সে! দুর্ভাগ্যের ভীষণ উপহাস! গোপাল করুন,—তখন যেন আমার হৃদিবল, ব্যাকুল সঙ্কল্প, আকাশ-কুসুমে পরিণত না হয়,—বাষ্পরাশির ন্যায় বিলীন না হয়।

সু। এবার, তুমিও একটু চিন্তা কর ঠাকুর। ভাবলেই বুঝতে পারবে,—ও প্রতিজ্ঞা কতদূর নির্ভীক।

গো। ওঃ তাইত, একি! যমুনার প্রদীপ্ত বাণী, দুঃখ-সাহসের ঝঙ্কার শ্রবণে আমি যেন বজ্রাহত,—চমকিত হয়ে গেছি। ধরাতল শূন্যময় বোধ হচ্ছে। আমার জ্ঞানবুদ্ধির স্থিরতাও ক্রমে ক্রমে, লোপ হয়ে আসছে।

য। যাক, আর এ স্থানে চেষ্টাবিহীন হয়ে কাল কাটাবার প্রয়োজন কি! শীঘ্র চল,—বীরসিংহেই এখন যাওয়া যাক। নিশ্চয় সেই নিবিড় অরণ্যে, সেই পরিত্যক্ত কেল্লার ভিতর,—অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধের উপকরণ, প্রচুর পরিমাণেই আছে। চল,—সৈন্যগণের সাহায্য নিলে সহজে তা উদ্ধার করতে পারব। তাই হোক,—আর এখানে বিলম্ব করব না।

গো। (জনান্তিকে সুহাসিনীর প্রতি) একি শুনি! ওর ভিতর কিরূপ কল্পনা আছে? তুমি ঠাওরাতে পারলে কি?

তবে এটা তোমাদের বলে রাখছি, সে অস্ত্র যোগ্য সময় বুঝে ব্যবহার

করতে হবে। বোধ হয়, তাহলেই উনি ঘটনার শেষে সমর্থন করবেন।…কিন্তু, তাতেও যদি আমার দোষ হয়, তখন দীর্ঘকাল অনশনে, ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে, জীর্ণ শীর্ণ অবশ দেহে, আমি মরণকেই ডেকে নিয়ে আসবো। তখন, এ জীবনের বাতি নিবে যাবার পূর্ব্বে, উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আমি প্রফুল্লমুখে ওঁর প্রতি চেয়ে, সুখ-রশ্মি বিকীর্ণ করে, অন্তিমের বাধাহীন নিদ্রায় সুনিদ্রিত হব।

স্ত্রীলোকগণের প্রস্থান।

গোপীবল্লভ তথায় চিন্তান্বিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তৎপরে দৃশ্য অপসারিত হইল।

চতুর্থ দৃশ্য।

ঘটনার সময়:—পূর্ব্ব দৃশ্যের দুই তিন দিবস পরে।

ভাণ্ডীর বন। কৃষ্ণকিঙ্কর-ভবন ও আশ্রমের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থান। মন্দির ও নাটমন্দির তথা হইতে দৃশ্যমান,—এবং একটী জঙ্গলময় পথ দৃষ্ট হইতেছে, যদ্দারা বীরসিংহপুরে গমন করা যায়।

ভবতারণ, ব্রজবিলাস, কোম্বর খাঁ ও কয়েকজন মুসলমান তথায় কথোপকথনে নিযুক্ত।

কো। দেখ, আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারব না। রাজকার্য্যের গুরুভারে ক্লিষ্ট হয়ে আছি,—অবসরের অত্যন্তই অভাব।

ব্র। আজ্ঞে সে কি, আর আপনাকে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ক্লেশভোগ ক'রতে হবে না,—গোপীবল্লভ আগমন করছে ওই।

গোপীবল্লভ প্রবিষ্ট হইয়া, কোম্মর খাঁকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

ভ। রাজবাড়ীতে উনি ভাবী দাঙ্গার বিষয় আলোচনা করতে চাইলেন না...আমাদের সঙ্গে এসেছেন এখানে, আমার বোধ হয় কিছু—

ব্র। বোধ হয়, আমাদের আসন্ন বিপদ রহিত করবার জন্য বন্দোবস্ত করতে চান।

গো। বলুন রাজা কিরূপ উপায় বিধান করতে ইচ্ছা করেন।

কো। কিসের উপায় করব? কেমন করে তা সম্ভব! বুদ্ধির দোষে আজ হিন্দুগণ মুসলমানদের কোপানলে পতিত···সম্প্রতি নগর-সঙ্কীর্ত্তন করা হয়েছিল,—মসজিদের প্রতি ঘোর অবজ্ঞা দেখান হয়েছে।

গো। কিন্তু, আমরা ত রাজা বরাবর সে পথ দিয়ে সঙ্কীর্ত্তন করে আসছি; এ সময় প্রতি বৎসর তা করে থাকি;—আজ সে বিষয়ে অভিযোগ আনয়ন করা অসঙ্গত নয় কি?

ব্র। তা ছাড়া, মোসলেমগণের নামাজের ব্যাঘাত করা হয় নি,—কোনরূপ অনিষ্ট করা একবারেই হয় নি।

কো। অর্থহীন বাক্য ও সব শোনবার দরকার কি! ইসলাম লাঞ্ছিত হয়েছে, অত্যন্ত নিগৃহীত।—ইসলামসেবীরা সে নির্য্যাতনে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করছে,—হৃদয়ের অন্তস্থলে ব্যথা পেয়েছে।

গো। (চিন্তার পর স্থিরভাবে) রাজা, আমি জানতে চাই শুধু,—যথার্থই কি মোসলেমগণের বিক্ষোভ সময়ে এ দেবালয় আপনি রক্ষা

করবেন না! হিন্দুকে আপনি আশ্রয় দেবেন না! আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন এরূপ আশা কি একেবারেই নাই?

কো। কোন পক্ষই আমি অবলম্বন করব না। আমার রাজত্বের বিশেষত্ব হচ্ছে এই,—হিন্দুমুসলমানের ভিতর আমি তফাৎ করিনি, দু'জনকেই উপকার করে আসছি। কেন, আমি কি তোমাদের আজ পর্য্যন্ত কোন দুঃখের কারণ রেখে দিয়িছি?

জ। ঠিক, ঠিক, আলবাৎ। ইচ্ছা থাকলে আগাগোড়াই ত তোমরা খেয়ে দেয়ে, আরাম করে, ফূর্ত্তি উড়িয়ে খুব বেড়াতেই পারতে।

ভ। আজ্ঞে হাঁ। এ রাজত্বের সবই সুখ! সুখের পরাকাষ্ঠা। তবে কিনা ঐ সুখ যখন আঁতে আঁতে ঘা মারে,—তখন গলা ছেড়ে আমরা কাঁদতে পারি নে। অম্নি, হাসতে গেলেও এক মহা ফ্যাসাদে জড়িয়ে যাই।

জ। তুমি যে সুর পালটে নিয়ে, বেমক্কা রাগিনীর চিতেন ছাড়ছ গো!

ভ। তা কি করি। রাজার প্রথম ফতোয়া আমাদের গান বন্ধ করে দেয়, দ্বিতীয়টীতে বাদ্যভাণ্ডের নিষেধ ছিল, তৃতীয়টীতে এমন কি উচ্চৈঃস্বরে পূজার মন্ত্রপাঠেও বারণ। সুতরাং সব দিকেই সুখ হয়েছে, সুখ-সম্ভোগের চরম অবস্থা।

কো। কিন্তু সে সব আদেশ কি তোমাদের কর্ত্তৃক পালিত হয়েছিল?

জ। আর সেই অবাধ্যতার ফলেই বিপদ-রাক্ষসী আজ দৌড়ে এসে, হাঁ করে তোমাদের গিলতে চাইছে।

ব্র। যাক,—তাও যদি হয় এখন রাজাই ত আমাদের, অনুগ্রহ করে, এ হাঙ্গামা মিটিয়ে দিতে পারেন।

কো। মুসলমানদের তুমি বোঝাবার বিষয় বলছ ত! ওঃ, সে ত আমি বহুকষ্টে ওদের এতকাল থামিয়ে আসছিলুম। তবে এবারে, সেটা আমার ক্ষমতার অতীত,—আয়ত্তের সীমা-বহির্ভূত।

জ। তা ত বটেই। আমরা লাগাম টেনে এদের ঠাণ্ডা করে না রাখলে, এখানে কোন্ কালে ওরা মহাসাগরের তরঙ্গ খেলিয়ে দিত।

গো। (স্বগত) দেখছি, বাক্যের আড়ম্বরে আমাদের ভয় দেখানই উদ্দেশ্য। সত্যই কি ও সব মোসলেম অত বেশী, অতদূর ক্রুদ্ধ হয়েছে। তা যদি হয়, কোন ব্যক্তি উত্তেজিত ক'রে, ওদের বিগ্‌ড়ে দিয়ে থাকবে।

কো। (ভিন্ন স্বরে) হ্যাঁ, তবে এখনও একটা উপায় আছে। এখনও কোন প্রকার আপোষ হয়ে যেতে পারে।

গো। তাই আমাদের বলুন না। বলুন কি উপায় হতে পারে।

কো। আমার বক্তব্য নয় সেটা। মোসলেমগণ, তোমাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয় দাবী প্রকাশ করে এইবার জানাতে পার। নির্ব্বাক হয়ে থেকো না,—মনোভাব গোপন করা দোষাবহ।

১ম-মুসল। ইয়া আল্লা! ও, সে ত অপর কিছুই নয়! মন্দির-প্রাঙ্গণে আগমন করে, আমাদের শাস্ত্রে যেমন প্রায়শ্চিত্ত আছে, তদনুসারেই কোনরূপ বিহিত করতে চাইছি।

ভ। সে আবার কি! ও সব ফার্সি ভাষা ছেড়ে দিয়ে, সোজা বাঙ্গলাতে বলেই ফেল না।

২য়-মুসল। বুঝতে পাচ্ছেন না। নাটমন্দিরে গিয়ে তার মেঝে আর

থামগুলো সব, ইসলাম প্রণালীতে শুদ্ধ করে দেবার আবশ্যক হয়েছে।

ব্র। কই! এখনও ত আমার বোধগম্য হয় নি।

ভয়-মুসল। আরে মোশাই, ও স্থানে কোনরূপ প্রাণী বিশেষকে,—কেমন বুঝতে পারলেন ত!

জ। আচ্ছা,—আমি একদম্‌সে খোলসা করেই দিই। ওরা কোরবানী করতে চাইছে, আর এখানে, সেটার পবিত্র রক্ত ছড়াতেও ইচ্ছুক। মাত্তর,—পুজোর জায়গাতে ওরা যাবে না, দেব্‌তা ছোঁবে না তোমাদের, দেব্‌তা ভাঙ্গবেও না।

গো। বলেন কি। গোহত্যা করতে ওরা ইচ্ছা করেছে! বাস্তবিক কি তাই?

কো। তা' ত নিতান্তই ঠিক। কিন্তু গোহত্যা নয় ত ঠাকুর,—কোরবাণী।

ব্র। এ কথা শ্রবণ করলেও যে পাপের সঞ্চার হয়। ওঃ, কি ভয়ঙ্কর!

গো। মহারাজ,—আমি প্রাণ থাকতে তা হতে দোব না। যতদিন এখানে হিন্দুর মধ্যে একজন মাত্রও বেঁচে থাকবে, যতক্ষণ আমাদের জীবনীশক্তি বিদ্যমান,—সে পর্য্যন্ত এ দেবালয় সে কালিমার স্মৃতিচিহ্ন বহন করবে না,—ধর্ম্মনাশের পুতিগন্ধ সলিলে সিক্ত হবে না বলেই জানবেন। ছি, ছি, ছি, কেমন করে ও মর্ম্ম-ভেদী, জঘন্য প্রস্তাব উত্থাপন করলেন!

কো। উত্তম। তবে তোমরা ইসলাম-ক্রোধানল উপেক্ষা করে, মরণোন্মত্ত পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হয়ো।

গো। (ক্রোধমিশ্রিত দুঃখের সহিত) হাঁ রাজা, সেইরূপই শ্রেয়ঃ। সকলের প্রাণ যায়, তাতেও স্বীকার, তবু আমরা কলুষের স্রোত রুদ্ধ করতেই ব্যাপৃত হব! শতাব্দীর পর শতাব্দী, স্বাধীনতাহীন, অধীন হিন্দুজাতি ধর্ম্মবলেই শুধু জীবিত রয়েছে, আজ সে জাতির অমূল্য রত্ন দূষিত করবেন না। ধর্ম্মের গৌরব ক্ষুণ্ণ করবেন না। তার অপেক্ষা আমাদের অস্তিত্বের লোপ বাঞ্ছনীয়। মৃত্যু,—সে ত স্বর্গের প্রেরিত, এক, জ্যোতির্ম্ময় জীবন-সন্ধ্যা,—দুঃখ-জ্বালার শান্তিময় অবসান। ওঃ ছি, ছি, আর নয় এখানে,—এখানে আক্ষেপ করাই ত অরণ্যে রোদন মাত্র।

দুঃখিতভাবে প্রস্থান।

জ। যাক। তবে তোমরা খাল কেটেই যখন কুমীর ডেকে আনবার সাধ করেছ, এবার কুমীর মশায়ের পেটে যাবার জন্য তৈরী হয়ো। আর পেট ভরে খানাপিনা করে, একটু তাজা হয়ে থাকতেও ভুল হয়না যেন।

ভ। বাহাবা কি বাহাবা! চমৎকার উপদেশ! বুকভরা ভালবাসার অমায়িক অভিনন্দন। আপনি চলেই যাবেন নাকি! এত শিগ্‌গির বুঝি বিদায় নিতে হয়!

জনৈক মুসল। ধর্ম্মাবতার, আমরা যে অনেকক্ষণ ধরে খামকা খামকা দাঁড়িয়ে রয়েছি।

কো। (মুসলমানের প্রতি) সবুর করো। (জবরদস্তকে পৃথকভাবে লইয়া) মিঞা, আমি স্থির করলেম এই, যে যুক্তিবল কিম্বা এলেমের সাহায্যে, আমাদের বিন্দুমাত্রও ফায়দা হবে না। দেখলে

না,—এত মেহন্নত করলুম, সমস্তই বরবাদ ! সুতরাং জ্ঞানরাজ্যের কঠিন স্থলপথ ত্যাগ করতঃ, কর্ম্মরাজ্যের দরিয়াতে ঝাঁপ দেওয়ার প্রয়োজন। ···বেশ, তুমি এখুনি গিয়ে উদ্যোগ করবে তার,-নইলে শান্তিরক্ষা হতেই পারে না।

জ। যে আজ্ঞে। সে ত অতি অবশ্যই করব আমি। (স্বগত) আবার হাতেমপুরেরর সেই গুপ্তচরের চিঠিচাপাটি, সে চিঠির মর্ম্ম যা আজ শোনালেন,—রাজার খবর যেটুকু আমায় বলেছেন, সে সব ধরলে কাণ্ডখানা শিগ্‌গির শেষ করাও চাই।

কোম্মর খাঁ, জবরদস্ত ও মুসলমানগণের প্রস্থান।

ব্র। ধিক আমাদের ! শতধিক ! এ নিষ্ঠুর অপমান নিতান্তই অসহ্য। ভগবান ! কোথায় তুমি।

ভ। ঠাকুরদাদা, অত ভড়কে যাচ্ছেন কেন ? যখন লাঠ্যৌষধি আছে, খেলোয়াড় আছে, দেবালয় রক্ষা হতে বাকী থাকবে কি ! গোপী-বল্লভ একটা তুড়ি দিলেই গাঁয়ের মাটি পর্য্যন্ত সজাগ হয়ে উঠবে।

ব্রজবিলাস ও ভবতারণের প্রস্থান।

বীরসিংহপুরের পূর্ব্বতন এক সৈনিক, গৌরীবালা, যমুনা ও সুহাসিনীর প্রবেশ।

গৌ। (সৈনিকের প্রতি) যাক, তোমার সংবাদ দেওয়া ত শেষ হলো, —এখন শীঘ্র সেখানে, ঐ পথ দিয়ে (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ) ফিরে যাও তুমি। এদিক দিয়ে যেতে একটু কষ্ট হবে,—কিন্তু এটা সোজা রাস্তা। যাবার সময় দেখবে সেই লতাগুল্মবেষ্টিত, স্বল্পগভীর শালবন, তারপরে আমাদের বারিহীন, সঙ্কীর্ণ পরিখা।···আচ্ছা,

তাহলে এসো,—গিয়ে অস্ত্রসংগ্রহের কাজ যতদূর পার, এগিয়ে রাখবার চেষ্টা করো।

সৈন্য। চেষ্টা! সে ত ভালরূপেই করা হবে। দেবী, আপনার উৎসাহ-বাক্যে মনের জোর এতটা বেড়ে গেছে, যে খিদেতেষ্টা, পরিশ্রম কিছুই গায়ে লাগছে না। আমরা আদেশ পেলে শত্রুকে সেদিন, শিক্ষা দিতেও পারব,—হিন্দুনামে কলঙ্কের কালো দাগ পড়বে না বলেই জানবেন।

সকলকে অভিবাদন করতঃ প্রস্থান।

গৌ। দেখলে,—যা বলেছিলেম তাই হয়েছে। অস্ত্র ওরা আবিষ্কার করেছে। সে সব ঐ ভাবেই পিতা রক্ষা করতেন। কেল্লার ভিতর, ভূগর্ভনিহিত কক্ষে ও সব লুক্কায়িত ছিল।

স্থ। ঠিক তাই। অনেক রকম অস্ত্র পেয়েছে ওরা,—বহুসংখ্যক দ্রব্য, সাজসরঞ্জম পেয়েছে।

ষ। তার মধ্যে যে গুলি আনয়ন করা হবে, প্রয়োগ করার জন্য আমি সাজিয়ে রাখতে চাই। অরণ্যের সেই স্থানে, রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বেই রেখে দোব ;—এম্নি ভাবে রাখব যে প্রয়োজন হলে সহজে তা ব্যবহার করা যায়! আবার কামান পর্য্যন্ত খুঁজে পেয়েছে শুনলুম, কয়েকটা ওরা টেনে আনতে উদ্যত হয়েছে,—এখুনি সে সব দেখতে গমন করাও উচিত।

গৌ। সে কথা তোমার বলাই নিষ্প্রয়োজন।

স্থ। তা' ত নিশ্চয়। তা' ছাড়া যে মতলব করেছ তুমি, সেটাও খুব চমৎকার। কাল যখন শত্রুরা এসে, হুঙ্কার দিয়ে চারিদিক

ঘিরে ডামাডোল বাধিয়ে দেবে,—কেমন, তখুনি ত ওষুধ প্রয়োগের বন্দোবাস্ত করবে ?

য। হাঁ,—সেরূপ কোন সময়ে অবশ্য কামানের অগ্নি বর্ষণ করাই অভি-প্রায়। আমায় পর্ব্বত ও খরস্রোতা নদীর মধ্যে, মসীময় পিচ্ছিল পথে, প্রলয়ের সাথী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমি তার যোগ্য সময়, সমুচিত কাল,—শত্রুর আচরণ দেখে স্থির করেই নোব। আর আমার পতির সম্মতি পেলে পূর্ণমাত্রায় সেটা ন্যায়সঙ্গত,—সেটা নিষ্পাপ হতেই পারবে।

স্থ। নিশ্চয়,—তাতে এতটুকুও পাপ হবে না। কেননা, সে আক্রমণে আমাদের অনিষ্ট হবার ভয় রয়েছে,—হিন্দুয়ানী অবধি ডুবে যেতেও পারে। তারা আশ্রমের মধ্যে গরু কাটতে চায়, তা' ত শোনা গেল।...তাই কামান চালান ভিন্ন অন্য গতি নাই,—তুমি সেটা,—দেখতেও পাচ্ছ !

গৌ। (চিন্তার পর) বেশ,—তা'হলে এ ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ কোথায়! এবার বঙ্গের মহিলা, আমরাই যখন হিন্দুজাতির হিতকল্পে, অন্যের কল্যাণে প্রাণ দিতে ইচ্ছুক হয়েছি,—সনাতন ধর্ম্মের পুণ্যময় স্থানকে, পবিত্রতা-নাশের নিষ্ঠুর অভিযান, নিগ্রহের তীক্ষ্ণ কশাঘাত, কোনমতে স্পর্শ করতেও সক্ষম হবে না। শত্রুর পরাজয়,—সে ত অনিবার্য্য। দেখছি অচিরাৎ সে বিপদ মহাশক্তির প্রবল ফুৎকারে, ক্রোধ-নিশ্বাসের তাড়নায়, লয়প্রাপ্ত হবে।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ঘটনার সময় :—পূর্ব্ব ঘটনার দু এক দিন পরে,—মধ্যাহ্নকাল।

ভাণ্ডীর বনের আশ্রম। বিগ্রহ-মন্দিরের সম্মুখ। গোপাল বিগ্রহ দৃশ্যে দেখা যাইবে। ভবানী তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক, বিগ্রহের দিকে চাহিয়া নিম্নের গানখানি ধরিল।

গীত।

মালকোষ—একতালা।

রণসাজ ধর হে মুরারি।
ধর ঘোর তেজ, প্রভাব-জ্বালা,
বর্ম্ম অমোঘ, বিজয় ভেরী।
আসি নরদেহে দীপ্তি আকরে,
চমকিলে বিশ্ব পুণ্য-সমরে,
পুনঃ সেইমত বীরতরঙ্গে
এসো আহবে অজেয় ভঙ্গে ;—
তোল শঙ্খে তব নির্ভয় রব,
মন্ত্র দুর্জ্জয় ঘোষণাকারী॥

তারপর সম্মুখে একখানি আবরণ ফেলাতে, দৃশ্যের সমাপ্তি হইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ঘটনার সময় :—পূর্ব্ব দৃশ্যের অব্যবহিত পরে।

ভাণ্ডীর বনের আশ্রমের বাহিরে,—উহার সম্মুখস্থ, সংলগ্ন, খোলা জায়গা।

[দৃশ্য-স্থাপনা সম্বন্ধে নিম্নের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে :—

১। দৃশ্যের আয়তন বেশী করিয়া রাখা।

২। দৃশ্যের পশ্চাতে আশ্রমে যাইবার পথ রাখা।

৩। হিন্দুগণের জন্য বামদিকের wings এবং মোসলেমগণের জন্য ডান দিকের wings রাখা।

৪। পুনঃ প্রবেশকালে জবরদস্তের শুধু wings এর কাছে দাঁড়ান।

৫। দৃশ্যের ডানদিকে রাজনগরের পথ রাখা।

৬। সে পথের পার্শ্বস্থিত জঙ্গলে কামান লইয়া যমুনা প্রভৃতির লুকাইয়া থাকা।]

গোপীবল্লভ কৃষ্ণকিঙ্কর ও যোগেশ্বরী প্রবিষ্ট হইল।

গো। বাবা, এখন আমার সমস্তই বলা হলো,—যেরূপে আত্মরক্ষার উদ্যোগ সম্পন্ন করা হয়েছে।...তরুণবৃন্দ এইবার সজ্জিত হচ্ছে,—লাঠিহস্তে শীঘ্র এখানে আসবে! আর তাদের সাহায্যেই আজ, ধর্ম্মের দৈন্য দূর করতে, বিঘ্নস্রোত পার হয়ে যেতে চেষ্টা করা হবে।

ক্ব। তা'ত শুনলেম। তবে কিনা একটা কথাও আছে। আমি ভাবছি অন্য রকম।

ঘো। নাঃ, তুমি যা ব'ললে বন্দোবাস্ত তোমার ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

গো। একটা খুব আবশ্যকীয় বিষয় শোনেন নি। মন্দিরে যাবার প্রধান রাস্তা রক্ষা করতে পূর্ণবিক্রম সহ নিজেই দণ্ডায়মান হব। কেমন, তা হলে ত—

ক্ব। অনেক কথাই ত ব'লছ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কি জান,—ও সব আয়োজন করা অর্থহীন আড়ম্বর মাত্র। ভগবান বাসুদেব, এ বিশ্বের পালয়িতা যিনি, কেবল তিনিই আমাদের এ দুর্গতি মোচন করতে সক্ষম।...তাঁর উপর নির্ভর ক'রো। তুমি তাঁর অজেয় করের শক্তিময় বিকাশের জন্য, সমাহিতভাবে অপেক্ষায় থেকো।

ঘো। এ কি! আজ আবার নূতন করে সেই আপত্তি তু'লছ। দুঃখ-নিবারণের জন্য ও যদি পুরুষকার অবলম্বন করতে চায়,—তাতেই বা দোষ কি!

গো। পিতা, আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। ভেবে দেখুন কি বিশাল বারিধির বক্ষে আমরা ভাসমান ;—আমাদের নিবৃত্ত হবার উপায় নাই, চিন্তা করবার সময় নাই,—অন্যমনস্ক হলে অবিলম্বেই তার উত্তাল তরঙ্গ গ্রাস করে ফেলবে। তা ছাড়া,—সেই মহাযোগীর গম্ভীর আনন, মানসদর্পণে আমার প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। বলুন কিরূপে আমি, কোন সাহসে তাঁর অমূল্য উপদেশ লঙ্ঘন করব!

ঘো। বুঝতে পারলে ত এইবার। তাই ওকে দায়িত্ব-হীন হতে

বলা আমাদের নিতান্তই অসঙ্গত,—বাধা দিয়ো না ওকে। …চল,—ওর উত্তম রোধ না করে, আমরা নিজস্থানে যাই। আর কোন তর্ক তুলোনা,—চলে এসো।

ক। (গমনোদ্যত হইয়া) আচ্ছা, তবে না হয়,—গোপী যা বোঝে তাই করুক। চল যাই ;—কিন্তু আমি বলছি কি,….যমুনাকে অন্ততঃ সেই বন থেকে ফিরিয়ে আনলে হোত।

যো। যমুনাকে এখন ফিরিয়ে আনা আমাদের সাধ্যায়ত্ত কি?

কৃষ্ণকিঙ্কর ও যোগেশ্বরী প্রস্থান করিল ; এবং বগলে তরবারি, ও হস্তে লাঠি লইয়া ভবতারণ প্রবিষ্ট হইল।

গো। ওঃ, তোমার হাতে যে একখণ্ড লগুড় দেখতে পাই,—এক খুব জমকাল, স্থূলকায় লাঠি।

ভ। আর শুধু তাই নয় ;—তরোয়াল পর্য্যন্ত এনিছি। তবে অনভ্যাসের ফোঁটা কিনা,—কপাল চড়চড় করছে। ভাবছি এক হাতে তরোয়াল রয়েছে, অন্য হাতে লাঠি,—আমি কিরূপেই বা অস্ত্রসঞ্চালন পূর্ব্বক, লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক, যুদ্ধের কার্য্য নির্ব্বাহ করি।

গো। বলি…তোমার উপুর যদি চড়াও হয়ে আসে কেউ, তোমায় মারতে উদ্যত হয়, নিদেনপক্ষে তার টাল্‌টা ত সামলাতে পারবে?

ভ। আপনার সেই জন্যে বুঝি আতঙ্ক হচ্ছে! রামচন্দর! আমি যে জান বাঁচাবার সময় আপাদমস্তক বদলে যাই,—তখন মত্ত-মাতঙ্গ হয়ে, বিরাট মহীরুহ উপড়ে ফেলতে পারি।

ব্রজবিলাসের প্রবেশ।

ব্র। গোপীবল্লভ, আমি যমুনার কাছ থেকে আসছি,—শোন। গৌরী-বালা ও তার গোলন্দাজ সৈন্য এখন বলছে, যে একটা হুকুম পেলেই হলো, যমুনার হুকুম পেলেই শুধু,—তোপের মুখে তারা আক্রমণকারী মোসলেমগণকে উড়িয়ে দিতে পারে···অনুমতি নেবার জন্য আমায় পাঠিয়েছে। তবে আমার মনে হচ্ছে, ওটা বিশেষরূপে অন্যায় হবে।

গো। অন্যায় ত নিশ্চয়। কিন্তু কামান নিয়ে তাদের প্রস্তুত হয়ে থাকাও প্রয়োজন। অথচ, অকারণে যাতে বিনাশযজ্ঞের অনুষ্ঠান না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে। যমুনাকে আপনি বলবেন, যে আমাদের জীবন বিপন্ন হলে, তখন না হয় সেরূপ করতেও পারে। আমিই সেটা জানাব।—তূর্য্যসঙ্কেতে আমার আদেশ পেলেই শুধু, অগ্নিবর্ষণ করবে।

ব্র। বেশ, তাই হবে। তোমার ইচ্ছা তাদের জানিয়ে দোব।

গোপীবল্লভ ও ব্রজবিলাস বিপরীত দিকে প্রস্থান করিল। ভবতারণ লাঠি ও তলোয়ার ভূমিতলে রাখিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ কোম্মর খাঁ ও জবরদস্ত বেগে প্রবিষ্ট হইল।

কো। এ কি হে! তোমরা ত আজ সকলেই চুপচাপ,—সম্পূর্ণ-ভাবেই নিস্তব্ধ। অথচ কোনরূপ ভয়গ্রস্ত হয়েছ, সেটাও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। বেশ,—তবে ঐ মুসলমানবাহিনীর দিকে দৃষ্টিপাত কর। ধর্ম্মমদে উত্থিত হয়েছে ওরা; উর্ম্মিময়, সফেন

সমুদ্রের ন্যায় আলোড়িত হচ্ছে; অগ্রসর হয়ে আসছে;—দেখতে পেয়েছ কি?

ভ। আজ্ঞে হ্যাঁ। ও ত এক চতুরঙ্গ বাহিনী, বিরাট সম্মিলনী,—কিন্তু মাথা গুণতি করলে ওরা হয়ত, বিশগণ্ডার বেশী হবে না।

জ। বিশ গণ্ডা নয়, এক হাজার গণ্ডা! লক্ষ লক্ষ মুসলমান।

কো। সঙ্গে করে একটা গরুও নিয়ে এসেছে ওরা,—আর পেছন দিকে একদল হাতিয়ারওয়ালা ফৌজ আছে।

জ। কেমন, কাণ্ড-কারখানা এইবার ঠাওরাতে পারলে ত?

ভ। আজ্ঞে হ্যাঁ—মালিক।

জ। বলি তোমাদের সেই খেলোয়াড়গণ গেলেন কোথায়! ভয় পেয়ে নিস্তেজ হয়ে তারা মিইয়ে যায় নি ত?

ভ। কিছুমাত্র নয়। মল্লবেশে সতেজ হয়ে তারা, বীরদর্পে এসে লাঠিচালনা করবে। তখন এ জায়গা কিরূপ অভেদ্য হয়, দেখেই নেবেন।

কো। কিন্তু, লাঠির খোঁচাতে তোমরা ধর্ম্মবলে বলীয়ান, উদ্যমশীল মুসলমানগণকে রোধ করতে পারবে কি?

ভ। রাজা বাহাদুর—ঐ লাঠির জোরেই বাঙ্গালী হিন্দুরা তাদের জাতি, ধর্ম্ম, মান, সম্ভ্রম, শত শত বৎসর রক্ষা করে এসেছে।

কো। জবরদস্ত, এরা বলে কি! তুমি কেমন ঠাওরাচ্ছ! আমাকেও তবে বাধ্য হয়ে নাকি—কোরবানী না হওয়া পর্য্যন্ত মোতায়েন থাকতে হবে?

জ। না রাজা, এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এখুনি আপনি রাজপুরীতে

গমন করুন। নাচের মজলিসে ব'সে নর্ত্তকীদের বলবেন,—তারা ঝিঁঝিঁট রাগিণীতে আলাপ করুক।

কো। বেশ, তবে আর কি। এখন তোমাদের যা বলে যাই শোন,—তোমরা এখানে যদি কোরবানী হতে না দাও, কিম্বা ওদের মর্ম্মে আঘাত প্রদান কর, তাহলে আমার মোসলেম সৈন্য দেবালয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে, ভূমিসাৎ করতেও সঙ্কুচিত হবে না। গোপী-বল্লভকে,—তাকেই এ আদেশ জানিয়ো।

ভ। যে আজ্ঞে। তবে আমিও জনাবকে জানাতে চাই,—কেবল ধর্ম্ম নিয়ে যখন লড়াই হচ্ছে, মানুষের শরীর নিয়ে হচ্ছে না,—ওতে খুনোখুনি হলে, মারামারি হলে, সেটা আপনাদের দোষেই হবে।

কোম্মর খাঁ চলিয়া গেল, এবং জবরদস্ত কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে গেল। তখন গোপীবল্লভ ও তাহার চার কিম্বা ততোধিক সঙ্গী লাঠিহস্তে প্রবিষ্ট হইল। উহাদের মধ্যে একজন সঙ্গী গোপীর জন্য একটা বিউগল (Bugle) ও একখানি তরবারি লইয়া আসিয়াছিল। সকলে দণ্ডায়মান হইলে, নিম্নলিখিত ভাবে কথোপকথন চলিতে লাগিল।

গো। যোদ্ধগণ, লাঠিয়ালবৃন্দ, সোদর-প্রতিম সহচরবর্গ,—বহুদিন থেকে তোমরা ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে আসছ। কিন্তু আজ মুক্ত আকাশ-তলে, ধর্ম্মের নামে, দেশের নামে, তোমাদের শপথ গ্রহণ করাও আবশ্যক। আমার একান্ত অনুরোধ এই যে আশ্রম কলুষিত হবার পূর্ব্বে, মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ো। নতুবা, হিন্দুগণের লজ্জার অবধি থাকবে না। বৈষ্ণবের সাধনা কলঙ্ক-কালিমায়

লিপ্ত হবে। হিন্দুজাতির গৌরব-সূর্য্য চির অন্ধকারে আবৃত হয়ে যাবে!

১ম-স। বেশ,—তাই আমরা প্রতিজ্ঞা করছি। আমরা যুদ্ধ করতে, বিপদের সম্মুখীন হতে, লেশমাত্রও বিচলিত হব না। জানবেন প্রাণ দোব আমরা,—"মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন"।

তখন দ্বিতীয় সঙ্গী গোপীকে তাহার তরবারি ও বিউগল (Bugle) দিল। গোপী, ভবতারণের সহিত রঙ্গমঞ্চের অদৃশ্য স্থানে (আশ্রমের প্রবেশ-পথে) গমন করিল। যাইবার সময়, ভবতারণ অবশ্য তাহার লাঠি প্রভৃতি লইতে ভুলিল না। অন্যান্য সকলে নিজ নিজ স্থানে গিয়া লাঠি ঘুরাইতে লাগিল। মুসলমানগণ ডান দিকের wingএর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

জবরদস্তের প্রবেশ।

জ। ওরে বাবা, এ কি হলো! পণ্ পণ্ করছে। ভণ্ ভণ্ করছে,—শন্ শন্ করেই ত ক্রমান্বয় ঘুরতে লাগল। না, আর আমার চুপ করে থাকলে চলবে না। রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করতে হবে। এখুনি ও সব সাঙ্গোপাঙ্গদের লাগিয়ে দিই গে,—ওদের বলব যে পূর্ণবেগে পতিত হয়ে, ধাক্কা মেরে ওরা লাঠিয়ালগণকে হটিয়ে দিক।

ব্যস্তভাবে প্রস্থান।

মুসলমান আক্রমণকারীগণ তখন উচ্চৈঃস্বরে "আল্লা হো আকবর" বলিয়া চীৎকার করিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিল।

পট পরিবর্ত্তন—প্রথম বার।

খোলা জায়গার অপরাংশ।

দ্রুতপদে জবরদস্তের প্রবেশ।

নেপথ্যে উচ্চ কোলাহল।

জ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) মুস্কিল হল দেখছি, ও কি জঞ্জাল! লাঠির ভয়ে, আমাদের নগরবাসীরা আদপেই এগোতে পাচ্ছে না, থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল ওরা, এক এক পা করে পেছিয়ে যাচ্ছে, তাইত!...বেশ, আমি সৈন্যদলকে নামিয়ে এবার কার্য্য হাসিল করব,—আশ্রমের পার্শ্বদেশে গিয়ে তারা হটাৎ আক্রমণ করুক। যদিও এক খটকা আছে এই, যে তাদের ছটরা বারুদ আনতে বলা হয় নি,—অনেকেই হয়ত সে সব আনয়ন করে নি।

জনৈক মুসলমানের প্রবেশ।

মু। শুনুন—লাঠির দাপটে দমে গিয়ে, ভ্যাবাচাকা খেয়ে, আমরা জেরবার হয়ে গেলুম। সবাই থমকাল হয়ে তাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই বলি, আপনি কিছু—

জ। তা ত দেখতে পেয়িছি। নিরস্ত্র হয়ে এসেছিলে, কাজেই।... সবাই দূরে গিয়ে তোমরা অপেক্ষা করগে।

মু। যে আজ্ঞে।—কিন্তু, আখেরে আমাদের কাপুরুষ নাম নিয়ে বাড়ী ফিরতে হবে না ত? জনাব;—ফৌজ লাগিয়ে দিয়ে, খেলোয়াড়-গুলোকে জব্দ করে,—চষে ফেলুন না।

জ। আহা হা,—তোমরা কোরবানী করতে গেলেই ত হলো। আমি

যা ফিকির করিছি, বড়ের কিস্তি দিচ্ছি,—তাতে আগাগোড়া সকলেই ঢিট হয়ে যাবে।

বন্দুকহস্তে দু'জন সৈনিকের প্রবেশ।

সৈন্য সর্দ্দারদ্বয়।—হাঁ, তোমরা অন্ততঃ জানি গুলি-বারুদ এনেই থাকবে। শীঘ্র যাও, আশ্রমের ডান দিকে গিয়ে সেখান থেকে লক্ষ্য কর। প্রবেশ রাস্তায় দু'জন দলপতি আছে, শুধু তাদের উপরেই গুলি-বর্ষণ ক'রো। চলে যাও,—আমিও বাকী সৈন্য নিয়ে পশ্চাদ্‌গামী হব।

সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন—দ্বিতীয় বার।

খোলা জায়গা,—যাহা দৃশ্যারম্ভে একবার দেখা হইয়াছে।
উত্তেজিত ভাবে দু'জন তরুণ দণ্ডায়মান।

১ম-ত। চল,—সঙ্গীরা যেমন দাঙ্গাকারীর পেছনে বেরিয়ে গেল,—আমরাও না হয় যাই। দেখা যাবে—যদি কোনরূপ বিহিত করতে পারা যায়,—গেলে পরেই বুঝতে পারব।

২য়-ত। যেতে হবে বই কি। কিন্তু তার পূর্ব্বে, গোপীদাদাকে আর তাঁকে সরে আসতে বলা উচিত নয় কি?—যে রকম শুনলুম,—তাতেই ওরূপ, সাবধান করে দেবার ইচ্ছা হয়েছে।

১ম-ত। সরে আসা ত খুবই দরকার। এখানে এসে দাঁড়ান যদি,—তা হলেও হয়।...এই যে—

ভবতারণ ও গোপীবল্লভের প্রবেশ।

২য়-ত। গোপীদাদা,—আপনারা দু'জন এখানেই না হয় থাকুন। কি জানেন,—সৈন্যরা ডান দিক দিয়ে, আপনাদের উপুর গুলি চালাতে চায়। তাই বলি, প্রবেশ-রাস্তায় খানিকক্ষণ অন্ততঃ পা দেবেন না,—তারপর "ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধীয়তে"।

তরুণদ্বয়ের প্রস্থান।

গো। দেখতে পাচ্ছি আমাদের উপরেই বিষম আক্রোশ।...কিন্তু এর প্রতিকার শীঘ্র শীঘ্র করতে হলে, তোপ চালান ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। তার ফলে অসংখ্য লোক বিনষ্ট হবে। ওঃ, তাইত,—নরশোণিতে বসুধা রঞ্জিত করতে কোন প্রাণে আমি সাহায্য করব!

ভ। কিছু নয়,—তূর্য্যনিনাদে, সঙ্কেত ক'রে যমুনার প্রতি আদেশ দিন। দ্বিধা করলে, আমরাই তৎক্ষণে চিরনিদ্রার কোলে শায়িত হব।

গো। কেমন করে আমি সে নিষ্ঠুর আদেশ দিই! সত্যই কি আমাদের প্রাণের আশঙ্কা আছে? আমাদের মরণ কি তুমি নিশ্চিত বলেই ভাবছ?

ভ। নিশ্চয় তাই। আমরা শুধু নয়, আশ্রমের মধ্যে যে সব হিন্দু আছে, প্রত্যেকেই আজ প্রাণ হারাবে;—আর গোহত্যা এখানে সহজেই সম্পন্ন হবে।

গো। এতদূর! না, তবুও আমার মনস্থির হচ্ছে না। অন্য কোনরূপ উপায় থাকতেও পারে।

সেই মুহূর্ত্তে, হঠাৎ স্ত্রীলোকদের অবস্থান হইতে উপর্য্যুপরি তিনবার কামান দাগা হইল। গোপীবল্লভ ও ভবতারণের মধ্যে পুনরায় কথোপ-কথন আরম্ভ হইল।

গো। (প্রথম শব্দের পর) ওঃ, কি ভূমণ্ডল-দীর্ণকারী বিরাট গর্জ্জন! (দ্বিতীয়ের পর) ওকি! আবার! ও যে মৃত্যুর বিভীষিকাময়, ভীম আস্ফালন! (তৃতীয়ের পর) আমায় বলতে পার ভবতারণ, কে আমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে কামান ব্যবহার করলে?

ভ। তা কি জানি। এখন তার সন্ধান আনতে যাওয়া, মানবের পক্ষে অসাধ্য কাজ। দেখছি চারিদিকেই ত ধূমরাশি! দৃষ্টিপথ আবরিত। পৃথিবী নিজেই যেন মূর্চ্ছিত হয়েছে,—কম্পান্বিত হচ্ছে।

গো। কিন্তু, আমার মন যে দুঃখভারে ব্যথিত হয়ে উঠল। ওহো! কি সর্ব্বনাশ! না জানি কত মুসলমানের জীবন মহাশূন্যে বিলীন হলো।

বেগে জনৈক তরুণের প্রবেশ।

ত। আপনারা, একটা গোলমাল শব্দ হলো, শুনতে পেয়েছেন কি? আক্রমণকারীদের বিষয় আমি ব'লছিনে। নিকটের কোন প্রান্তর থেকে এক ভয়ঙ্কর, বিকট আওয়াজ বাতাসে ভেসে এসে, তৎক্ষণাৎ মিশিয়ে গেল। কেন ওরূপ হলো? আমার ভয় হচ্ছে পুনরায় হাঙ্গামা হতে পারে।

ভ। ও, সেটা বোধ হয় পল্লীবাসীদের বিজয়সূচক উল্লাসধ্বনি। খুব সম্ভব ঐরূপ কিছু। সে যাক,—তুমি শত্রুগণের কি বিপর্য্যয় দেখলে, তাই আমাদের বল।

বেগে দ্বিতীয় তরুণের প্রবেশ।

২য়-ত। দাদা, আর আপনি চিন্তান্বিত হবেন না, নিরানন্দের কারণ অন্তর্হিত। আর ভয় নাই,—সে প্রবল ঝটিকা, একেবারেই দূরীভূত হয়েছে।

ভ। সে কি! বাস্তবিক কি তাই! তুমিই বা কি করে জানলে?

গো। হতে পারে। হাঁ, তুমি ত এতক্ষণ বৃক্ষের উপরেই উপবিষ্ট ছিলে,—বোধ হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক।

২য়-ত। সম্পূর্ণরূপেই ঠিক। শত্রুগণের গতিবিধি আমি লক্ষ্য করিছি। কামান দাগবার পর-মুহূর্ত্তেই তারা ভয়াকুলচিত্তে ছত্রভঙ্গ হলো। দেখলেম দ্রুতবেগে পলায়ন করে তারা, রাজনগরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গো। পলায়ন করেছে।...ওঃ, আক্রমণকারীদের হতাহতের সংখ্যা কত? অধিক লোক কি বিনষ্ট হয়েছে?

২য়-ত। আজ্ঞে, সেটা আমি স্থির করতে পারি নি। তবে আর এক ব্যাপার শুনুন,—পল্লীবাসীরা অনেকে, আশ্রমের কাছে জমায়াত হয়েছে দে'খলুম।

ভ। সর্ব্বসাধারণ ত জড় হবেই,—ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

১ম-ত। গোপাল বিগ্রহ তা'হলে নিরাপদ হয়েছে ত?

২য়-ত। সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

গো। অভাবনীয় কাণ্ড! ঘটনার আমূল পরিবর্ত্তন! আর শেষে হয়ত আজ, পূর্ণ আনন্দের বিমল তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। এখন আমার বিশেষ উপলব্ধি হলো, যে গোপালের স্নেহময় ক্রোড়েই আমরা মঙ্গল উদ্দেশ্যে পালিত হচ্ছি। আমার এটাও প্রতীয়মান হচ্ছে,—যে তিনি ধর্ম্মসাধনার সমুচ্চ কেতন কত শান্তিময়, কতই পবিত্র, কিরূপ শক্তিশালী, বিভাণ্ডকের পুণ্য-কাননে আজ তাই আমাদের প্রদর্শন করলেন।

ধীরভাবে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ঘটনার সময় :—পূর্ব্ব দৃশ্যের অব্যবহিত পরে।

ভাণ্ডীর বন। আশ্রমের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থান। মন্দির ও নাট-মন্দির তথা হইতে ডান দিকে অস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

কয়েকজন হিন্দু অধিবাসী তথায় গোলমাল করিতেছে। এমন সময়ে বাদিওজ্জমান, আলিনকী, গোপীবল্লভ, ভবতারণ, ও জনৈক তরুণ প্রবেশ করিল। অধিবাসীগণ তাহাতে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

বাদি। (উহাদের প্রতি) শান্ত হও, নিশ্চিন্ত হও গ্রামবাসীগণ। আমি যখন এসিছি, হিন্দুকে ধর্ম্মনাশের জন্য আর ভয় করতে হবে না।

আলি। (উহাদের প্রতি) শান্ত হয়ে সবাই বাড়ী ফিরে যাও।... পিতা সব বৃত্তান্ত জেনে, রাজধানী গিয়ে, হাঙ্গামার কোনরূপ প্রতিবিধান করবেন।

জনৈক অধিবাসী। বীরভূমপতি মহারাজ বাদিওজ্জমানের (সকলে) জয়।

হিন্দুগণকে সেই তরুণ চলিয়া যাইতে সঙ্কেত করিল, ও তাদের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। বাদিওজ্জমান তখন একখানি কেদারায় উপবেশন করিলেন।

গো। রাজা,—আপনি আগে যুদ্ধের খবর জানাতে পারেন? মারাঠাগণের সহিত সম্প্রতি যে যুদ্ধ হয়েছে, সে সম্বন্ধীয় কথা। বলুন, ফলাফল শুনতে তার উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি,—মনে মনে সকলেই চিন্তিত।

বা। ওঃ, তোমরা ত দেখছি মারাঠা অভিযানের নূতন খবর আগে থেকেই জানতে! শোন,—আল্লার কৃপায় আমরা শত্রুগণকে শেষে তাড়াতেই পারলেম। হাতেমপুর কেল্লা যা' তারা নৈশ অভিযানে হটাৎ দখল করে নেয়, সেটা আবার অধিকৃত হয়েছে; সে সময় আলিনকীর পাল্টা আক্রমণে বর্গীগণ কেল্লার প্রাচীরে ও তার সম্মুখে পরাজিত হল;—তারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, অবশেষে আমার রাজ্য থেকেই পলায়ন করলে।

ভ। বেশ হয়েছে। তবে ত হাতেমপুর অঞ্চলের লোক এইবার,—স্বাধীনভাবে নাসিকা গর্জ্জন, হাইতোলা ইত্যাদি সব করতে পারবে। তাদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েই গেল। তা ছাড়া,

আমরাও একটু সশঙ্কিত হয়ে, মাঝে মাঝে ভাবতুম যে মারাঠা পঙ্গপাল এখানেই বা এসে পড়ে,—তা এবার থেকে কিছু দৃকপাত না করে, রাত্তির বেলায় এমন কি রাস্তাঘাটে পায়চারী করবো,—ইচ্ছে হলে তেবান্তর মাঠের দিকে গম্ গম্ করে বেরিয়ে যাব।

আ। কিন্তু, লড়াই যে হয়েছিল, এঁরাই শুধু টের পেলেন কি করে? দেখলেম ত এ দিকের জনসাধারণ, অনেকে এমন কি সেটা জানতই না।

গো। সে বিষয়ের কোনরূপ কারণ আছে। গোপালের লীলাচাতুর্য্যের ফলেই জ্ঞাত হয়িছি। মহারাজের প্রত্যাবর্ত্তন, আপনার সসৈন্যে আগমন,—সমস্তই আমাদের জানিত ঘটনা।

বা। তবে আর কথার প্রয়োজন নাই। যাক,—এখন দাঙ্গার সম্বন্ধে যা বলতে চাচ্ছি,—দাঙ্গার সব বিষয় এখনও জানতে পারিনি... আমি যতদূর শুনলেম, তাতে প্রধান ঘটনার কই উল্লেখ নাই ত—

ভ। সে সব আমাদের জিজ্ঞাসা করলেই রাজা—

বা। তা' ত ক'রছি। আমরা যেরূপ শুনেছি···বুঝতে পারলেম যে মোসলেমগণ প্রথমেই বাধা পায়, সৈন্যগণ তখন আক্রমণ করতে আসে, আর সেই সময় এখান থেকে তোপ চালান হয়।···কেমন, মোটামুটি এই কাণ্ডই ত হয়েছিল?

গো। ঠিক তাই। তবে কিনা ঐ তোপের ব্যবহার করা আমার আজ্ঞাতে হয় নি...আর তার আবশ্যকতার সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারি নে···কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে আমার পত্নীর আদেশেই হয়ে থাকবে।

আ। আমাদেরও ঐরূপ অনুমান হয়—

বা। (চিন্তার পর) তার জন্তে ত কিছুই যায় আসে না। কেনন', এইটুকু আমাদের জানার দরকার যে আজ মুসলমান কেউ বিনষ্ট হয়েছে কি না,—বেশী লোক নিহত হয়েছে, কিম্বা অল্প লোক।

ভ। আজ্ঞে হাঁ; আর ও বিষয় জানতে আমরাও প্রত্যেকে উৎসুক হয়ে আছি। ভেবেছিলুম যে রাস্তায় গিয়ে তা দেখে আসব, কিন্তু তার সময় পাই নি,—আপনার আগমন শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম।

ব্রজবিলাস তখন বেগে প্রবিষ্ট হইয়া, বাদিওজ্জমানকে অভিবাদন করিল।

ব্র। মহারাজ, আমিই তার উত্তর দিচ্ছি,—শুনুন। যমুনার আদেশেই আজ কামানে অগ্নিপ্রদান করা হয়। তিনবার উপর্য্যুপরি কামান দাগা হয়। তবে সেই ত্রাসোদ্দীপনকারী, ভয়ানক গর্জ্জন, কোনরূপ অনিষ্টের কারণ নয়,—সে সব ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।

আ। ফাঁকা আওয়াজ! ওঃ, তবে ত তিনি যুদ্ধ না করে, লোকক্ষয় না করে, বুদ্ধির কৌশলেই বেশ কার্য্যসিদ্ধি করেছেন।

গো। হাঁ, শুধু এক আকস্মিক ভয় সৃষ্টি ক'রে, সে জনসঙ্ঘ বিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কৌশলের বিশেষত্ব আছেও বেশ। তবে ওরূপ উপায় যে সব সময়ে ক্রুদ্ধ জনতার গতিরোধ করতে পারে,—তা আমার বিশ্বাস হয় না।

বা। (সক্রোধে) এতক্ষণে আমার সন্দেহ দূর হয়েছে। কোম্মর থাঁকে তোমরা, আমার নিকটে কেউ আনয়ন করতে পার?

ভ। মহারাজ,—তিনি ত এখানে নাই। জবরদস্ত মিঞা আছেন বটে, —তাঁকেই ডেকে আনছি।

প্রস্থান।

বা। জবরদস্ত! হাঁ, আমিও শুনিছি,—সেই নিশ্চয় এ দারুণ কলহের মূল অভিনেতা। সে আমার রাজ্যের শান্তিসুখের প্রধান কণ্টক।

ব্রজবিলাসের প্রস্থান। ভবতারণ, জবরদস্ত ও জনৈক মুসলমানের প্রবেশ।

বা। জবরদস্ত, তুমি আমার সহজবিশ্বাসী প্রজা, মোসলেমগণকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলে। কিন্তু কিসের জন্য ওরূপ করলে? কেন? হিন্দুগণের ধর্ম্ম উপাসনা বুঝি রসাতলে দেবার ইচ্ছা হয়েছিল! তোমায় জিজ্ঞাসা করি সত্যই কি ও প্রয়াস ইসলাম ধর্ম্মের আদেশ-সঙ্গত? ওতে হিংসামূলক নীতি প্রচার করা হয় না কি?

জ। শাহান শাহ,—আমার সে বিষয়ে কিছুমাত্রই কসুর ছিল না।

বা। না, আমি যা দেখতে পাচ্ছি গুরুতর অন্যায় ক'রেছ। তোমার অপরাধ অবশ্যই আছে। আমায় বলতে পার, হিন্দুর মন্দিরে এসে গোহত্যা করার বিধান মুসলমানধর্ম্মের কোন্ গ্রন্থে আছে? মক্কাধামে ছিলেম যখন,—সেখানেও ওরূপ শুনিনি। কেন এটা, ত আমি নিয়তই বলে থাকি,—যে হিন্দুমুসলমান যদি একে অন্যের ধর্ম্মকে নিগৃহীত না করে, তাহলে এ সব কলহের বীজ কখনই অঙ্কুরিত হবে না।

গো। চুপ করে থেকো না,—যা তোমার বলবার আছে জানাতে পার।

জ। বীরভূমরাজ,—আমার সে কাজে কিছুমাত্রই হাত ছিল না।—আমি কেবল যন্ত্রচালিত, সাজান পুতুল।

বা। না, না,—অতীব অন্যায় করেছ। মনে হয় কোম্বরের অপেক্ষা তুমিই বেশী অপরাধী, তোমার কার্য্য অধিক দোষাবহ।…আর এক কথা,—তাকে বুঝিয়ে তুমি কোনরূপে এ দাঙ্গা রোধ করতেও পারতে। নগরসঙ্কীর্ত্তনের প্রথা একটু বদলে দিলেই চলত,—হিন্দুগণের বোধ হয় তাতে আপত্তি ছিল না।

আ। হাঁ, তোমার দোষেই অনেকটা, এ কলহের উৎপত্তি। আমরা এসেই তোমার কেরদানী, মার আগের কাণ্ড, সব মালুম হয়ে গেছি।…তোমায় সাজা নিতে হবে বুদ্ধিমান মিঞা,—যাতে সুদীর্ঘ কারাবাস হয় তাই শিগ্‌গির যোগাড় করে দোব।

জ। জনাবের ইচ্ছে,—তবে সেটা যেন আমার কপালগুণে বিনা বিচারেই প্রদত্ত না হয়। তার চেয়ে আগে আমাকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করবেন, চূর্ণ করে ফেলবেন,—সে জন্য আমি কাতর নই। (মুসলমান সঙ্গীর দিকে চাহিল।)

১ম-মুসলমান সঙ্গী। জরুর,—বিচার করতে হবে বই কি! (আলিনকীর প্রতি চাহিয়া) কাল যেন সে মকদ্দমা, ধরা হয় রাজকুমার। জানবেন, বিস্তর মুসলমান সাক্ষী এনে তাদের মুখ দিয়ে বলাতে পারব,—যে উনি নিছক ভালমানুষ, একদম গোবেচারা।

বা। (ক্রোধের সহিত) লোকের পোষকতা করতে ভালরূপেই শিখেছ দেখি! দূর হও তুমি,—শীঘ্র এই স্থান পরিত্যাগ কর।

ভ। (মুসলমানের প্রতি) যাও, যাও, শিগ্‌গির করে,—রাজাকে বিরক্ত করো না।

আ। (জবরদস্তের প্রতি) আর তুমিও এখানে থাকতে পাবে না,—যাও, দূর হয়ে যাও।

মুসলমান সঙ্গী ও জবরদস্তের প্রস্থান।

বা। আলিনকী, আমি এখুনি কোন আদেশ দিতে চাই।...কিন্তু জবরদস্ত মিঞার সঙ্গে যে লোক এসেছিল, সেও খুব জাঁহাবাজ,—উভয়কে যদি কয়েদ করি, সেটা কি ঠিক হবে না;—তাই আমি ভাবছি।

গো। ক্ষান্ত হোন মহারাজ,—আমার অনুরোধ শ্রবণ করুন। আমার প্রার্থনা এই যে কাউকে আপনি শাস্তি দেবেন না। দাঙ্গার প্রত্যেক লোককে আমি ক্ষমা করতে প্রস্তুত হয়েছি। কায়-মনোবাক্যে তাদের ক্ষমা প্রদান করব। তাই বলি আজ থেকেই সে দুঃখ-লাঞ্ছনার দারুণ স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যাবে। সব ভুলে যাব আমি। ক্ষমাই মানবের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

কৃষ্ণকিঙ্কর প্রবেশ করতঃ রাজাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

বা। (গোপীর প্রতি) সে কি! শত্রু হলেও তুমি তাদের মাফ করতে চাইছ?

গো। হাঁ মহারাজ,—তবে ওতে পিতার সম্মতি গ্রহণ করাও আমার উচিত।

কৃ। আমি ও বিষয়ের মীমাংসা, কিছুই করতে পারব না। চিন্তাজালে জড়িত হবার ইচ্ছা নাই। হৃদিবেগ ধারণ করতেও অক্ষম।

ভ। তা ত ঠিক। পুত্রের কার্য্যকলাপ দেখেই উনি চমৎকৃত হয়ে আছেন।

বা। (চিন্তার পর) আচ্ছা,—আজ ও কথা শোনার দরকার নাই। এ দাঙ্গার আলোচনা দরবারে অবশ্যই করব,—রায় দেবার আগে, উভয়ের শেষ মীমাংসা সেখানেই জানিয়ো।·· আমি তবে আগেই বলে রাখছি, কোম্বর এবং তার সহকারীর অত প্রধান্য অন্ততঃ, যে রকমে হোক খর্ব্ব করতেই হবে। নতুবা, হিন্দুমুসলমানের স্থায়ী মিলনের আশা আমায় ত্যাগ করতে হয়। সম্পূর্ণরূপে রেহাই দিলে, এ অশান্তি আবার দেখা দিতে পারে।

আ। হাঁ,—একটা কোন লঘু শাস্তি, তা আপনি দিতে পারেন। দু'জনকেই দিতে পারেন। যাক, এইবার আমরা রাজনগরে যাওয়ার জন্যে—

বা। (দাঁড়াইয়া) কিন্তু, বেগম যে এ সব জায়গা দেখতে চেয়েছিলেন, সেটার কি—

আ। আজ্ঞে, সেটার বন্দোবস্ত যথাসময়ে করা হয়েছে।

নেপথ্যের দিকে চাহিবার পর, কৃষ্ণকিঙ্করকে ঐ সম্বন্ধে চুপে চুপে উপদেশ প্রদান করিল।

সকলের প্রস্থান।

সেরিনা, সুহাসিনী, গৌরীবালা, যমুনা ও পরিচারিকা প্রবিষ্ট হইল।

সেরিনার অন্যমনস্কভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত।

সু। (গৌরীবালার প্রতি) আচ্ছা, দিল্লীসম্রাটের কন্যাকে এ আশ্রমে দেখে লোকের বিস্ময় হয় নি কি? সবাই নিশ্চয় অবাক্ হয়ে গেল। আবার তা ছাড়া, উনি রাজকুমারের নবপরিণীতা বেগম।

গৌ। তুমি লোকের কথাই বা বলছ কেন? আমরাও ওঁর উদারতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আমাদের খোঁজ পেয়ে উনি নিজেই জঙ্গলে গেলেন,—দেখে শুনে, আলাপ পরিচয় করে, এতদূর পর্য্যন্ত এসেছেন।

সে। ভগ্নী, সেহেতু আমার কোনই পরিশ্রম হয় নি। আজ আমার বড়ই সুখের দিন। আপনাদের স্নেহবাক্য ও সদালাপে সময়টা ভালরূপেই কাটলো। আবার, গুণের সম্বন্ধেও আপনাদের মধ্যে অভাব দেখতে পাই নি। কিন্তু, যমুনার কীর্ত্তিকলাপের বিষয় যতই ভাবছি আমি, ততই ওঁর স্বর্গীয়ভাবে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। কেবল এই চিন্তাই উদিত হচ্ছে, যে ওঁর মতন যদি কখনও গুণমালায় শোভিত হতে পারি, তা হলে আমার যশের সৌরভ ধীর সমীরে দিগন্তবিস্তৃত হবে,—কত অচিন দেশে গিয়ে পৌছতেও পারে।

য। বেগম, আমাকে অতটা বাড়িয়ে তুলছেন কেন? অধিক প্রশংসা বা সুনামলাভের যোগ্যতা কিছুই আমাতে নাই। আমার ঐশ্বর্য্য নাই, পদমর্য্যাদাও নাই,—আর গুণ যা আছে তাও খুব সামান্য ধরণের। আমি শুধু গৃহস্থের কুলনারী।—সাধারণ হিন্দুরমণী।

সে। তাই নাকি! তবে আমিও যেন আল্লার ইচ্ছায়, আপনার ন্যায় রমণী হয়ে, জীবন অতিবাহিত করিতে পারি। আচ্ছা, কামান-গুলিতে অগ্নিসংযোগের সময় কিছুমাত্রই কি আপনার ভয় হলো না! মুহূর্ত্তের জন্য, একটীবার ও হৃদয় কম্পিত হলো না! কেমন করে সেখানে অটলচিত্তে দণ্ডায়মান ছিলেন?

য। বেগম, সেটা কি জানেন, তখন আমি অকস্মাৎ যেন বজ্রসমান প্রচণ্ড হয়েছিলেম,—পাষাণের ন্যায় কঠিন, বর্ষার প্লাবনের ন্যায় ভীষণ। যখন জানতে পারলেম যে বিপদবহ্নি, দৃপ্তভাবে ভিন্ন আকার ধারণ করেছে; সে আগুন লহ লহ শিখায় পতিদেবতার পানে ধাবিত হচ্চে,—আমায় সে মুহূর্ত্তে কে যেন অপার বীর্য্যবলে মণ্ডিত করে দিলে। জগত-সংসার ভুলে গেলেম। কেবল তাঁর চিন্তায়, মগ্ন হয়ে রইলেম। কিন্তু,তমসার গর্ভে তখন বিদ্যুৎ প্রকাশিত হলো,—উদ্ধার সাধনের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। আমার বিশ্বাস হলো যে সে পথের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত,—নতুবা তাঁর প্রাণরক্ষা হবে না,—তা ছাড়া, আমার স্নেহময় দাদাও তখন, বিনাশ-প্রাপ্ত হবেন।

গৌ। (সেরিনার প্রতি) কেমন, এইবার ত ওর চরিত্র-রহস্য ভাল করেই বুঝ্‌তে পেরেছেন?

সে। সে ত নিশ্চয়। হাঁ, যথার্থই উনি সতীকুল শিরোমণি। স্বামী-সেবায় অতি উপাদেয় সুচন্দন প্রলেপ। স্বামীর দৈন্য হরণে বেহেস্তের মর্ম্মশীতল বায়ু,—অসময়ে মরুপথগামী, রক্ষার সহায়।

য। তা বলে, অত প্রশংসা করে, আমার মাথাটাই বিগড়ে দেবেন না বেগম।

সু। কিন্তু যা বলা হয়েছে, তাতে একরত্তিও বাড়িয়ে বলা হয় নি।

সে। ঠিক তাই, বাস্তবিক। (কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া) রত্নখচিত, আমার কণ্ঠহার প্রদান করছি,—গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন। (রত্নহার প্রদান, এবং যমুনা কর্ত্তৃক উহার ধারণ।)

সু। ভালই হয়েছে, উপযুক্ত পুরস্কার এটা। তবে, এরূপ দানশীলতা আমাদের কল্পনার অতীত। যুবরাজপত্নীই সে আশ্চর্য্য ব্যাপার, চাক্ষুষভাবে আজ দেখিয়ে দিলেন।

পরিচারিকা। বেগম সাহেবা আর কতক্ষণ এখানে থাকবেন?

সে। আচ্ছা, এইবার আমাকে বিদায় দিন্। আমায় ভুলবেন না। মাঝে মাঝে আপনাদের সঙ্গে দেখাশুনা করতে অবশ্যই আসব।

য। আসবেন বই কি,—আমরাও তাতে আনন্দিত হব।

গৌ। আগমনের দিন তবে কিনা, কিছুক্ষণ আগে সংবাদ পাঠিয়ে দিলেই ভাল হয়। নইলে, এখানে আমায় দেখতে পাবেন না। আমি কিছুদূরে এক ভগ্ন দেউলে, বনের দিকে, আপাততঃ বাস করছি।

সু। তার জন্যে ওঁর কিছুই আটকাবে না—

সে। সে আমি পরিচারিকা দ্বারা, বলেই পাঠাব।……আসি তবে,—নমস্কার।

সেরিনা ও পরিচারিকার প্রস্থান।

যোগেশ্বরীর ধীরে ধীরে প্রবেশ।

যো। বউমা, ও অমূল্য রত্নহার, রাজারাজড়ার ঘরের দামী অলঙ্কার,—ও রত্নমালা কে তোমায় দিলেন? নূতন বেগম দিয়ে গেলেন নাকি?

স্থ। সেটা তুমি বুঝেই দেখ। মাত্তর কি রকমের লোক দিয়েছেন তা নাহয় বলছি। এই যিনি সাঁচ্চা পাথর দেখলে টপাক্ করে তাকে চিনে ফেলে, তখুনি তার কদর বুঝে, অনেক দাম দিয়ে খরিদ করেন,—গুণের আদর করতে যিনি ধনভাণ্ডার লুটিয়ে দেন। নতুবা, ও সব জিনিষ কি যার তার হাত থেকে বেরোয়! কথায় বলে,—জহুরীর হাতে যখন পড়ল হীরে, হীরের মূল্য গেল বেড়ে।

যো। কিন্তু কে ঐ জহুরী? বেগম সেরিনাই নাকি?

ম। হাঁ মা,—বেগম সেরিনাই প্রদান করেছেন।

গৌ। সন্তুষ্ট হয়ে ওকে পারিতোষিক দিয়ে গেলেন।

যো। (চিন্তা) ওঃ, তবে ত আমার সব দিকেই সৌভাগ্যের উদয় হলো। এমন করে অকস্মাৎ ঝটিকা দূর হয়ে যাবে, নভোমণ্ডল মেঘশূন্য হয়ে আসবে, কই তা ত আমি ভাবি নি! (উর্দ্ধে চাহিয়া) গোপাল, তুমিই আমাদের আবেগ-চাঞ্চল্যের কারণ, তুমিই এ সব বিস্ময়-ঘটনার সৃজনকারী। এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি, যে আমার পুত্রই তোমার প্রাণের সহচর, আর ওই নারীরত্ন, ও আমাদের দুঃখের সান্ত্বনা,—বিপদ সাগরের উদ্ধার তরণী।

সু। কাকীমা,—এইবার আমাদের বিশ্রাম করতে গেলেই ভাল হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলের হাত পা ধরে গেছে। আর তুমিও চল,—অল্পসল্প একটু প্রসাদ, একটু মিষ্টান্ন খাইয়ে দেবে।

স্ত্রীলোকগণের প্রস্থান। তখন গোপীবল্লভ, ব্রজবিলাস, কৃষ্ণকিঙ্কর ভবতারণ একদিক দিয়া, এবং তরুণগণ নিম্নের গানখানি ধরিয়া,—অন্য দিক দিয়া প্রবিষ্ট হইল।

গীত।

গৌরী মিশ্র—একতালা।

এসো এ বাসরে, নির্ম্মল সমীরে, কৃষ্ণ-নাম-গানে ঝঙ্কার তুলি।
আজি শুভক্ষণে তাঁর আশীষে, কাটিল আঁধার কলহ শেষে;—
ভাসি' ভাবনীরে শান্তির বিকাশে, এসো আবেশে ভুলি।

হিন্দুধর্ম্মে যথা অতুল ঘোষণা, চরাচর জীবে নাহিক ঘৃণা,
ইসলামেও আছে মানব প্রীতি, নাহি কভু তার লাঞ্ছনা;
এ নিয়ম তবে উভয়ের তরে, যেন রয় সদা ভারত পরে,—
গ্রহমালা মোহিত নেহারি যার ভক্তিময় অঞ্জলি॥

কৃ। (গানশেষে, তরুণদের প্রতি) বৎসগণ, এবার নাটমন্দিরে গিয়ে সমবেত হও,—গোপালের কাছেও ওরূপ গান গাইতে হবে।···গিয়ে মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত করতে বলে দিয়ো।

তরুণদের প্রস্থান, ও সহসা ব্রহ্মচারীবেশে ভগবৎকৃপার প্রবেশ।

গো। (ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া) এই যে এসেছেন নিত্যরঞ্জন,—

আমার মুক্তিপথের অগ্রদূত।···চিরশুভ্র পুণ্যের আলোক বিকীর্ণ হচ্ছে, শত ধারায় বিচ্ছুরিত,—আশ্রম, অপূর্ব্ব শোভায় রঞ্জিত হয়েছে।

সকলে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিল।

ব্রহ্ম। বৎস, এবার আমায় চিনতে পেরেই থাকবে। সাধকের শ্রেষ্ঠ তুমি, জয়মাল্যে ভূষিত হয়েছ,—কর্ম্মসমরে উত্তীর্ণ, বিজয়ী সেনাপতি।

গো। অন্তর্যামী প্রভু আমার, আর ত আপনাকে পরিচয় নেবার জন্যে বিব্রত করব না। আমার মানস চক্ষু আজ উন্মীলিত। এতকাল চিন্তা করেও যা স্থির করতে পারি নি,—এখন ভালরূপ তার সন্ধান পেয়িছি। বুঝলেম যে আপনি বিশ্বপতির অপার করুণা; —কৃষ্ণলীলার সারভূত, অনিন্দ্য উচ্ছাস; শ্রীকৃষ্ণের আত্মাময় কোষের সুবিমল অভিব্যক্তি।...কিন্তু, গোপালের ইচ্ছাতেই যে পুনঃ পুনঃ আপনার আগমন হয়েছে, তাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

কৃ। দেখছি বটে। হাঁ, আশীর্ব্বাদ করুন যেন অনন্তকাল এইভাবে জন্মগ্রহণ করি,—ধরায় কৃষ্ণসেবার অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পাই।

ব্রহ্মা। আশ্বস্ত হও, মনের বাসনা পূর্ণ হবে।

ব্রজ। আর আমার যে কিরূপ অভিলাষ, সে আপনার জানাই আছে,— ভাবরাজ্যে ভ্রমণ করতে পাওয়া, তাতেই আমার মনের তৃপ্তি। আমায় ভাবসমাধির জলে সারা জীবন ডুবিয়ে রাখবেন।

ব্রহ্মা। সে বিষয়ে তুমি প্রতিক্ষণেই সফল হতে পারবে।

ভ। প্রভু, এ অধমের প্রতিও বিমুখ হবেন না। আমার জন্যে এমন কোন ব্যবস্থা করুন,যাতে মনের ময়লা আমার কেটে যায়, সহজেই যাতে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্রেক হয়।

ব্রহ্ম। আচ্ছা, নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে যেয়ো,—ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করো। তর্ক-অবিশ্বাস দূর হয়ে যাবে।

ভ। হাঁ প্রভু,—চিরদিন আপনার আদেশবর্ত্তী হয়ে থাকব।

ব্রহ্ম। গোপীবল্লভ, তোমার উপরেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রীত হয়েছি। তাই আজ থেকে, এ পবিত্র স্থানে, সর্ব্বসময়ে বিরাজ করব। বায়ুমণ্ডলে আমি লীন হয়ে থাকব। এরূপ আকারে কখনই আসব না। তবে তুমি আমার সত্তা অনায়াসেই বুঝতে পারবে,—স্মরণ করলেই তোমার চিত্তফলকে উদিত হব।

গো। ধন্য হলেম, জীবন সার্থক হয়ে গেল। কিন্তু, কর্ম্মত্যাগের তীব্র বাসনায় মন আমার বিপর্য্যস্ত হয়েছে; এখন কৃষ্ণ-আরাধনায় শুধু কালযাপন করতে চাই। তাই বলি সে উদ্দেশ্য আমার পূরণ করে দিন। সে বিষয়ে সুযোগ করে দিন।

ব্রহ্ম। বৎস, সে পথেও তোমার উন্নতিলাভ অনিবার্য্য। ধর্ম্ম-আচরণে তোমার তিলমাত্রও ব্যাঘাত হবে না। তা ছাড়া, তোমার মহীয়সী পত্নী, যমুনাও তোমার সহিত সে অর্চ্চনায় নিযুক্ত হবে। আর শোন, ধর্ম্মপালন সম্বন্ধীয় আমার শেষ কথা। তুমি তার যুক্তিমূলক, যোগ্য পথের আশ্রয় নিয়েছ,—সিদ্ধিলাভ অবশ্যই তোমার করায়ত্ত হবে। ও সেরূপ আশা কিছু না কিছু এখানে প্রত্যেকেরই আছে। শান্তির নির্ঝরে অন্ততঃ সকলেই নিষিক্ত হবে। যেহেতু এটা অতীব জলন্ত সত্য, যে ভক্তি-বিশ্বাসময় ঐরূপ সাধনাই শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। ওঁ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

যবনিকা পতন।

ভুল সংশোধন।

পৃষ্ঠা ও লাইন	যাহা আছে	যাহা হইবে
৪ পৃষ্ঠা ১২ লাইন	'জনপদ' শব্দের পর তারকাচিহ্ন	'চণ্ডীদাস' শব্দের পর তারকাচিহ্ন
১০ " ৪ "	লিখিয়ে	লিখিয়ো
১৩ " ১৪ "	গৌরবালা	গৌরীবালা
৪৯ " ১ "	নই	নাই
৫৭ " ৭ "	বন্দেবস্ত	বন্দোবস্ত
৫৯ " ফুটনোট	কৃষ্ণকিঙ্কয়	কৃষ্ণকিঙ্কর
৫৯ " ১ লাইন	তবাণী	ভবাণী
৭৫ " ১ "	কবে	করে
৮৩ " ১১ "	হচ্ছুক	ইচ্ছুক
৮৭ " ১৫ "	আজকার	আজকাল
৯২ " ৩ "	পা-ী	পাখী